উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159 APD

KHOSLA ELECTRONICS
শুভ উদ্বোধন কোচবিহার-এ
রেল গুমটি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে
91474 17300
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
উদ্বোধনী উপহার মার্বেলের গণেশজী
48 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
WE CHALLENGE UNBEATABLE OFFERS
EXCLUSIVE AT KHOSLA
4 EMI OFF
EXCLUSIVE OFFER
29 - 31 October
PLAY & WIN SURE SHOT FREE GIFTS
CAR
LED
BIKE
SOUND BAR
MOBILE
MIXI
REF
WASHING MACHINE
MICROWAVE OVEN
COFFEE MUG
IRON
UTENSILS
EXTRA BONUS!
Shop & Earn ₹6000
LOYALTY BONUS
36 MONTHS EMI
₹45,000 CASH BACK
₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWN PAYMENT
₹888 EMI STARTS
88*% DISCOUNT
STORES OPEN TILL MID NIGHT
SAMSUNG
vivo
oppo
mi
hp
DELL
Lenovo
ASUS
acer
iPhone 16 128GB ₹74,900* EMI ₹3,329 CASHBACK ₹5,000 on CC
iPhone 16 Pro 128GB ₹1,15,900* EMI ₹4,995 CASHBACK ₹4,000 on CC
S24 8/256GB ₹61,900* EMI ₹2,579
A 16 6/128 GB ₹16,499* EMI ₹1,374
V40E 8/256 ₹27,899* EMI ₹2,069 CASHBACK ₹2,000 on CC
Y 300 8/128 GB ₹21,599* EMI ₹1,599 CASHBACK ₹2,000 on CC
F 27 8/128 GB ₹20,999* EMI ₹1,399 CASHBACK ₹2,000 on CC
A 3 X 4/128 GB ₹13,499* EMI ₹1,349 CASHBACK ₹1,000 on CC
13C 5G 6/128 ₹11,499 EMI ₹958
13 8/128 ₹14,499 EMI ₹1,209 CASHBACK ₹1,000 on CC
AMD Athlon 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹25,900 EMI ₹2,158
i3 12th GEN 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹35,500 EMI ₹2,959
i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹48,900 EMI ₹4,075 CASHBACK ₹1,500 on CC
SAMSUNG LG SONY Whirlpool Panasonic Haier LLOYD IFB Godrej KUTCHINA
BUY 1 GET 1 FREE
BOSCH KGA DAIKIN HITACHI BLUE STAR VOLTAS Carrier GENERAL FABER
DISCOUNT ₹52,409
Buy 1.5 Ton 3* Inv AC
Get FREE 32 Smart LED worth ₹24,990
EMI ₹3,333
DISCOUNT ₹31,790
Buy 233 L DD Refrigerator
Get FREE 7 Kg Top Load WM worth ₹26,780
EMI ₹2,933
DISCOUNT ₹23,290
Buy 7 Kg Top Load WM
Get FREE 20 L MWO worth ₹8,500
EMI ₹1,583
DISCOUNT ₹39,899
Buy 32 Smart LED
Get FREE 180 L SD Ref worth ₹21,390
EMI ₹1,999
DISCOUNT ₹19,300
1400 Suc, Motion Sensor Cimney
Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990
EMI ₹1,474
Panasonic
FESTIVALS COME HOME WITH Panasonic
1st OCT to 10th NOV 2024
SMART AC
TELEVISIONS
BUY AN OLED & BRING HOME A 43 (108cm) 4K GOOGLE TV FREE*
FIXED EMI OFFERS* On Select Models
20% CASHBACK UP TO ₹15000* On Select Models
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On 32 Inch and above LED Models
SPECIAL FINANCE SCHEME* 24/7, 15/5, 15/0 & 18/6
AIR CONDITIONERS
10% CASHBACK UP TO ₹4000*
1+9 YEAR* WARRANTY On Split Inverter Compressor
1+4 YEAR* WARRANTY On Split ACs PCB
1+4 YEAR* WARRANTY On Eco Tough ODU Casing
1+4 YEAR* WARRANTY On Split Fixed Speed Compressor
STANDARD INSTALLATION CHARGES* ₹1200+GST
WASHING MACHINES
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
2+1 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select WM Models
12 YEAR* WARRANTY On Motor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 15/0
REFRIGERATORS
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select Refrigerator Models
10 YEAR* WARRANTY On Inverter Compressor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹1,999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 7/0, 8/0, 10/0, 12/4, 15/5 & 20/6
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 19 Oct - 04 Nov 2024. T&C Apply.
BUY 24 x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC Standard Chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
Scan to locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph: 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph: 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159 APD

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোচ লক্ষ্মণ

দশের পাতায়

গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

আটের পাতায়

স্বর্ণতৃষা... ধনতেরাসের আগে সোনার দোকানে। শহরের পুরান বাজার এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হাইকোর্টের চ্যানেল হ্যাক

কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে কাজ চলার সময় ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। নজরে আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

আগামী বছর জনগণনা

৪ বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। গোটা বছর ধরেই চলবে ওই প্রক্রিয়া। জনগণনা পুরোপুরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে। এদিকে জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের।

বিস্তারিত আটের পাতায়

বিক্ষোভে না শাসকের

প্রতিবাদে আপত্তি, ফিরলেন জয়গাঁর মহিলারা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডে শাসক শিবিরকে অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাই কি আগেভাগে আরেক আন্দোলনকে ঠেকানোর চেষ্টা? সোমবারের ঘটনার পর সেই প্রশ্নই জোরালো হয়েছে।

জয়গাঁর নির্যাতনের ঘটনায় দ্রুত বিচার চেয়ে বাসিন্দাদের এদিন আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে জমায়েত করার কথা ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব এই কর্মসূচিতে যুক্ত ছিল। মহিলাদের এদিন দুপুরে ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড হাতে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তুলে সরব হতে দেখা যায়। সেই সময়ই ওই দলে থাকা জয়গাঁর দুই পঞ্চায়েত সদস্য ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি থামিয়ে দেন। প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিক্ষোভকারীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও প্রশাসনের অনেকেই সেই সময় ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরে উপস্থিত ছিলেন। নির্যাতিতার মাকে কারও সামনে আসতে দেওয়া হয়নি। আর এই ঘটনার পর থেকেই শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট ঘটনায় ধৃতদের এদিন আদালতে তুলে ফের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ৪ নভেম্বর তাদের পকসো আদালতে তোলা হবে। এদিন নির্যাতিতার মা সহ দুজনের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়।

ফতিমা বিবি, বিলকিস খাতুন, ফিরোজা খাতুন, আছেপা খাতুনের মতো মহিলারা এদিনের কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে যেতে তখন তাঁদের গাড়িতে তোলা হচ্ছে, তাঁদের অনেকেরই চোখে জল। বিলকিস বললেন, 'দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিতে আমরা সরব হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শাসক সেই সুযোগই দিল না। ওপর মহলের চাপে তৃণমূলের নেতাদের পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসন এদিন আমাদের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিল। কী কারণে এদিন আমাদের প্রতিবাদ করতে দেওয়া হল না সে বিষয়ে স্পষ্ট জবাব চাই।'

বিচার চেয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে জমায়েত। সোমবার।

এদিনের ঘটনার বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যে দুই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের অন্যতম দুলাল ইসলামের বক্তব্য, 'কিছু বলব না।' বহুবার ফোন করলেও তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা কোনও সাড়া দেননি। দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক অবশ্য বলেন, 'ওই ন্যক্কারজনক ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার কড়া ধিক্কার জানাই। তবে বিক্ষোভ দেখাতে কাউকে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে কিছু জানা নেই। আইন আইনের পথেই চলবে।'

জয়গাঁর নির্যাতিতার পড়শিরা এদিন বেলা ১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। সেইমতো একটি মিনিবাস সহ কয়েকটি ছোট চার চাকার গাড়িতে তাঁরা আলিপুরদুয়ার শহরের উদ্দেশে রওনা দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সহ দলের বেশ কয়েকজন ওই দলে ছিলেন। সবাই মিলে নিমতি এলাকায় পৌঁছাতেই ফিরে যেতে তাঁদের চাপ দেওয়া শুরু হয় বলে অভিযোগ। ফতিমারা সেই নির্দেশ মানতে চাননি। প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছানোর পর তাঁরা মিছিল করে আদালত চত্বরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। প্ল্যাকার্ড হাতে সরব হন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আছেপাদের বাড়ি ফেরত পাঠানো হয়। আছেপার ছয় বছরের ছেলের সঙ্গে ওই নাবালিকার খুব মিলমিশ ছিল। নির্যাতনের ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর থেকেই সেই শিশুর মন খারাপ। আতঙ্কে ফতিমাদের ছেলেমেয়েরা রাতে কম্পিউটার ক্লাসে যেতে সাহস পায় না। এদিন বিক্ষোভ দেখানোর সুযোগ পেলে তাঁরা অনেক কিছুই সবার সামনে তুলে ধরতে পারতেন বলে ফতিমাদের দাবি। তাঁরা অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না বলে বিলকিসরা জানিয়েছেন।

শুভেন্দুর সমালোচনা

প্রাথমিকে আপাতত টেট নয়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : ২০২৪ সালে প্রাথমিকের টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) আপাতত স্থগিত। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সোমবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আইনি জটিলতা ও আগের দু'বারের উত্তীর্ণদের এখনও নিয়োগ করতে না পারায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এজন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন।

২০২২ ও ২০২৩ সালের পর এ বছরের ডিসেম্বরে ফের টেট হওয়ার কথা ছিল। পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের টেটের রেজাল্টও প্রকাশ করা যায়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।'

> আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।
>
> **গৌতম পাল,** *পর্ষদ সভাপতি*

যদিও বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'আর কোনওদিন টেট নেওয়া হবে না। ওবিসি সংরক্ষণে ৯৮ শতাংশ মুসলিমকে ঢুকিয়ে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্ট সেই নির্দেশকে বাতিল করেছে। ওই 'অবৈধ সংরক্ষণ' বাতিল করলে মমতা তাঁর ভোটব্যাংক হারাবেন। অপরদিকে আদালতের নির্দেশ না মানলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হবে। এজন্য টেট বন্ধ করে দেওয়া হল।'

২০২২ সালের টেটে প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিলেন। উত্তীর্ণ হন দেড় লক্ষ। ২০২৩ সালে পরীক্ষা দেন ২ লক্ষ ৭২ হাজার। কিন্তু উত্তীর্ণদের তালিকা এখনও প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গৌতমের যুক্তি, 'কিছু আইনি জটিলতায় ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।'

২০২২ সালে টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের সভাপতি বিদেশ গাজি বলেন, 'আজই বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মহাদেব সোরেনের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, পর্ষদ শূন্যপদ চেয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।'

কথায় কথায়

মহিলাদের দর বাড়ে ভোটের মুখে

আশিস ঘোষ

ভোট এলেই কত কী মনে পড়ে যায় এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর। আর তখনই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বাঞ্ছা কল্পতরু সাজার। মনে পড়ে যায় মহিলাদের কথা, যাঁরা মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। কে কত বেশি ভেট দিতে পারবে ভোটারদের শুরু হয় তার রীতিমতো প্রতিযোগিতা। এ সময় তাঁদের মনে পড়ে মহিলাদের কথা। তাঁদের জন্য কতরকম স্কিমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নিয়ম করে। এ বলে আমায় দ্যাখ। ও বলে আমাকে।

সংবৎসর মহিলাদের কদর কতটা তা কাগজ খুললেই মালুম হয়। তবে দর যে ভোটের বাজারে বিলক্ষণ বাড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই যে এ রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু হল তারপর থেকে রাজ্যে রাজ্যে ভাণ্ডারের ছড়াছড়ি। যারা সেসময় তৃণমূলকে গাল পেড়েছিল, যারা বলেছিল এ হল মহিলাদের ঘুষ দেওয়া, রাজকোষের টাকার অপচয়, তারাও যে যার রাজ্যে নানারকম নামে পুরোদমে চালু করে দিয়েছে একইরকম নানা প্রকল্প। কে কত বেশি টাকা দেবে তারও পাল্লা শুরু হয়ে যায়। যেন নিলামের বাজার। ভাণ্ডারের টাকার অঙ্ক তো আছেই, সঙ্গে ফাউ বাসে চড়া, কম সুদে ব্যাংকের ঋণ আরও কত কী। মহিলা ভোটের অঙ্কে ভালো ফায়দার হিসেব দেখে এখন আর কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নিন্দেমন্দ করে না। সেই বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও থেকে শুরু করে কোথাও বহেনা, কোথাও মাইয়া, কোথাও লাডলি বেটির নামে কত প্রকল্প। ভোটের প্রচারে গলা ফাটিয়ে চলে এ সবের গুণগান। সঙ্গে চাপা গলায় শাসানি, ভোট না দিলে ভাণ্ডার পাবি না। এতেই কাজ হয়। মহিলা ভোট বাঁধা থাকে দলের খাতায়।

এই যে বিধানসভার ভোট হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে সেখানেও হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মহিলাদের মাসে হাজার টাকার মাইয়া সম্মান যোজনা রয়েছে। ভোটের আগে এ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। তারা গলা কয়েক ধাপ চড়িয়ে বলেছে,

এরপর নয়ের পাতায়

চাঁদা আদায়ে নজর বালি, গোরু পাচারে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর সময় থেকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় চাঁদার জুলুম চলছিল। আর কালীপুজোর আগে সেই জুলুম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। রাস্তায় বেড়েছে ক্লাবগুলোর দাপট। বিভিন্ন ক্লাব ও পুজো কমিটি যখন সাধারণ গাড়ির দিকে নজর দিচ্ছে তেমনই আবার তাদের বিশেষ নজর রয়েছে বালি, পাথরের গাড়ি এবং গোরুবোঝাই গাড়ির দিকে। ওই গাড়িগুলো আটকালেই মোটা চাঁদা পাওয়া যাচ্ছে। চাঁদা তুলতে যারাই রাস্তায় নামছে তাদের বিশেষ নজর থাকছে বালির গাড়ি কিংবা গোরুবোঝাই গাড়ির দিকে।

ক্লাবের দাপট

- কালীপুজোর আগে চাঁদার জুলুম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে
- বিশেষ নজর রয়েছে বালি, পাথরের গাড়ি এবং গোরুবোঝাই গাড়ির দিকে
- মূলত দুইভাবে এই গাড়িগুলোর কাছে টাকা নেওয়া হচ্ছে
- হয় গাড়িপ্রতি একবারে ১০০০-১৫০০ টাকা করে,
- নাহলে প্রতিবারে ১০০ টাকা করে নেওয়া হয়

আলিপুরদুয়ারের অনেক নদী থেকেই অবৈধভাবে বালি, পাথর তোলার কারবার চলে বলে অভিযোগ। জেলার বিভিন্ন এলাকায় সেই বালি, পাথরের ট্রাক, ডাম্পার, ট্র্যাক্টর গিয়ে পৌঁছায় মূল রাস্তাগুলো ধরেই। আর বিভিন্ন ক্লাব ও পুজো কমিটি রসিদ নিয়ে সকাল থেকেই থাকছে রাস্তার উপর। যখনই কোনও বালি, পাথরবোঝাই গাড়ি আসছে সেটাকে আটকে মোটা টাকা দাবি করা হচ্ছে। মূলত দুইভাবে এই গাড়িগুলোর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। হয় গাড়িপ্রতি একবারে ১০০০-১৫০০ টাকা করে। না হলে প্রতিবারে ১০০ টাকা করে নেওয়া হয়। গাড়িচালকদের সঙ্গে এই মোটা টাকার দাবি নিয়ে বিবাদ লেগে যাচ্ছে ক্লাবের সঙ্গে। যেহেতু গাড়িগুলোতে অবৈধভাবে বালি, পাথর নিয়ে যাওয়া হয় তাই তারা রাস্তার এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় পায়। কেননা এতে পুলিশের, ভূমি সংস্কার দপ্তরের নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

এক ট্রাকচালক বলেন, 'চাঁদা দিতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। তবে ক্ষতি নেই। বালি, পাথরের দর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সময় একটু বেশি দামেই বালি, পাথর কিনতে হবে বলে জানানো হচ্ছে খদ্দেরদের।' একদিকে ক্লাব সদস্যদের নজর যখন এই বালি, পাথরের দিকে তখন তাদের কাছে 'জ্যাকপট' হল গোরু ও মোষবোঝাই গাড়ি। আলিপুরদুয়ার জেলাকে করিডর করে উত্তর-পূর্ব ভারতে গোরু, মোষ পাচারের ব্যবসা নতুন নয়। সেই ব্যবসায় যে গোরু, মোষগুলোকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলো আটকে মোটা টাকা চাঁদা তুলছে বিভিন্ন ক্লাব। সব এলাকায় অবশ্য এই সুযোগ নেই।

এরপর নয়ের পাতায়

চাঁদার দাপটে গোরুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভিন্নরূপে বন্দনা দুই রাজপরিবারে

জ্যোতি সরকার ও শিবশংকর সূত্রধর

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : দুই রাজপরিবার। লতায়-পাতায় তাঁদের সম্পর্কও রয়েছে। দুই রাজবাড়ির কালীপুজো নিয়ে কমবেশি ৫০০ বছর ধরে একইভাবে আচ্ছন্ন থাকে কোচবিহার আর জলপাইগুড়ি। কোচবিহারে তিনি বড়োতারা রূপে পুজো পান। আর জলপাইগুড়িতে চিরাচরিত কালীমূর্তিতে। তবে, পুজোর রীতি থেকে ভোগ- সবেতেই কিন্তু অনেক ফারাক।

কোচবিহারের রাজ আমলের পুজোয় বরাবরই বিশেষ রীতি থাকে। বড়োতারার পুজোর মূল বৈশিষ্ট্যই হল এখানে শাটি ও শোলমাছ পোড়া ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। বড়োতারাকে সন্তুষ্ট রাখতে পাঁচ ধরনের বলি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। রাজ পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'বড়োতারার পুজো কঠিন একটি কাজ। একটুও যাতে ভুল না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়। অমাবস্যা তিথিতে সারারাত ধরে পুজো চলে।'

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে পাঁচ প্রজন্ম ধরে পুজো করে আসা পুরোহিত পরিবারের অন্যতম সদস্য শিবু ঘোষাল। তিনি জানালেন, 'রাজবাড়ির পুজো ৫১৫ বছর ধরে হয়ে আসছে। পুজোর দিনে আমিষ ভোগ হবে। দেবীর সামনে প্রসাদের থালাতে স্থান পাবে বড় সাইজের করলা নদীর বোয়াল মাছ। ভোগে দেওয়া হবে রুই, কাতলা, ইলিশ এবং আড় মাছ। ফ্রায়েড রাইস আর পোলাও থাকবে। রাজবাড়িতে বলিপ্রথা চালু রয়েছে। এবারও বলি দেওয়া হবে।'

দুই রাজবাড়ির দেবী প্রতিমা। মদনমোহনবাড়িতে ও জলপাইগুড়িতে।

বড়োতারার পুজো কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ কোনও নথিতে নেই। ফলে এই পুজো কতটা প্রাচীন তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি ইতিহাসবিদরা। কেউ মনে করেন বড়োদেবীর পুজোর কিছু পরে বড়োতারার পুজো শুরু। আবার অনেকে মনে করেন, মদনমোহনবাড়ি তৈরির আগে রাজবাড়িতে বড়োতারার পুজো হত। কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেছেন, 'বড়োতারার পুজো শুরুর সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এটি প্রাচীন পুজো।'

মদনমোহনের ডানদিকের ঘরে জয়তারার অধিষ্ঠান। সেখানে সারা বছর নিত্যপুজো হয়। বড়োতারার প্রতিমা সেই জয়তারার আদলেই হয়ে থাকে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রেই জানা গিয়েছে,

এরপর নয়ের পাতায়

বিয়েবাড়িতে পরিচয়। তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস। নাবালিকার শারীরিক পরিবর্তন দেখে বাড়ির লোক চেপে ধরলে জানা যায় সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভবতী প্রেমিকাকে মেনে নিতে নারাজ 'প্রেমিক'। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত।

গর্ভবতী প্রেমিকাকে অস্বীকার, গ্রেপ্তার ১

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : বিয়েবাড়িতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস। নাবালিকার শারীরিক পরিবর্তন দেখে বাড়ির লোক চেপে ধরলে জানা যায় আদিবাসী ওই নাবালিকা সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা। অভিযোগ, এখন সাত মাসের গর্ভবতী প্রেমিকাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে 'প্রেমিক'। রবিবার রাতে তরুণের নামে আলিপুরদুয়ার মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তরুণকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার তাকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। আলিপুরদুয়ার মহিলা থানার ওসি তৃষ্ণা লিম্বু বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ পেশায় টোটোচালক। স্থানীয় একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে ওই নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্তের প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তরুণটি। ওই নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তবে বিষয়টি গোপন রেখেছিল দুজনেই। এদিকে, নাবালিকার মা শিলিগুড়িতে কাজ করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিষয়টি নাবালিকার বাবাও খেয়াল করেননি। এদিকে, কারও নজরদারি না থাকায় অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে মেলামেশায় বাধা ছিল না।

সম্প্রতি নাবালিকা আলিপুরদুয়ার শহরে একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজে যোগ দেয়। সেখানে নাবালিকার শারীরিক পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করলে সন্দেহ হয় তাঁদের। তাঁরা নাবালিকার পরিবারকে বিষয়টি জানান। পরিবারের লোকজন চক্ষুলজ্জার ভয়ে এতদিন বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি কয়েকবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়ারও খবর মিলেছে। চুপিসারে গর্ভপাতের চেষ্টা ছিল কি না এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

নাবালিকার মা বলেন, 'বাইরে কাজ করি। তাই বিষয়টি তেমন নজরে আসেনি। খবর পেয়ে ছুটে আসি। এখন দেখি মেয়ে সাত মাসের গর্ভবতী। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

খবর পেয়ে নাবালিকার মা বাড়ি ফিরে এসেছেন। এরপরই নাবালিকার পরিবার সহ আত্মীয়স্বজনরা অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রেমিক তরুণটি বেঁকে বসে। সম্পর্কের দায় অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। এতে নাবালিকার ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। এর বিহিত চেয়ে রবিবার রাতে নাবালিকার পরিবারের লোকজন আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ জানান।

পুলিশ ওই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে নাবালিকার গর্ভবতী হয়ে পড়ার প্রমাণ মিলেছে।

ঘটনাক্রম

- স্থানীয় একটি বিয়েবাড়িতে আদিবাসী নাবালিকা এবং তরুণের মধ্যে পরিচয়
- প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ
- নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়লেও প্রথমে দুজনে বিষয়টি চেপে যায়
- নাবালিকার শারীরিক পরিবর্তন দেখে তাকে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়

বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে ধর্নায় তরুণী

সোনাপুর, ২৮ অক্টোবর : বিয়ের স্বীকৃতির দাবিতে 'স্বামী'র বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন 'স্ত্রী'। শনিবার বিয়ে হলেও তরুণীকে তাঁর এক কাকার বাড়িতে রেখে যান স্বামী। অভিযোগ, এরপর তিনি শিলিগুড়ি চলে যান। বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে রবিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতায় স্থানীয় একটি ক্লাবের সদস্যদের সহযোগিতায় তরুণের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন ওই তরুণী।

বারবিশার বাসিন্দা তরুণীর কাকার বাড়ি সাহেবপোঁতার ওই পাড়ায়। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, তাঁদের বিয়ে হয় শনিবার। এরপর তরুণীকে ওই কাকার বাড়িতে রেখে শিলিগুড়ি চলে যান তরুণ। অভিযোগ, প্রথমে তরুণের বাড়ির লোকেরা এই বিয়ে মানছিলেন না। তাঁদের বিয়ে মেনে নেওয়ার দাবিতে স্থানীয় একটি ক্লাবের সহযোগিতায় তরুণের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন তরুণী।

যদিও এইরকম ঘটনা হয়নি বলে পালটা অভিযোগ তরুণের

সাহেবপোঁতা

পরিবারের। তাঁদের দাবি, বাড়ির ছেলে বাড়িতেই রয়েছেন। তরুণের এক কাকা বললেন, 'ধর্না দেওয়ার মতো কোনও বিষয় হয়নি। আমরা ওই বিয়ে মেনে নিয়েছি। হিন্দুমতে কার্তিক মাসে বিয়ে হয় না। তাই এই মাসের পর সামাজিকভাবে দুজনের বিয়ে দেওয়ার কথা ছিল।' তাঁর সংযোজন, 'ক্লাবের ছেলেরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন। ছেলে ও মেয়ে দুজনেই বাড়িতে রয়েছে।' ক্লাবের সদস্যরা আবার জানাচ্ছেন, পুরো ঘটনাটিই সত্যি।

ক্লাবের এক সদস্য জানান, তরুণীর বাড়ির লোক ভেবেছিলেন, হয়তো ছেলের বাড়ির লোক মেয়েকে বাড়িতে তুলবে না। বিয়ের কথা শুনে তরুণের বাড়ি থেকে প্রথমে বাধাও দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'আমরা ওই বাড়িতে গেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মহিলারা তর্ক শুরু করে দেন।'

ক্লাবের সদস্যরা জানাচ্ছেন, প্রায় এক ঘণ্টা তরুণের বাড়ির সামনে বসে ছিলেন তরুণী। সেগুলোর ভিডিও-ও রয়েছে। এরপরই তরুণীকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়। রবিবার অনেক রাতে ঘটনাটি ঘটায় স্থানীয় কয়েকজনের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সোমবার সকালে এলাকাবাসীর মধ্যে ঘটনাটি চাউর হয়। তরুণের পরিবার জানাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি দুই পরিবার বসে সামাজিকভাবে বিয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে।

মাদারিহাটে হাতির হানার বলি

দুঃসাহসিকতায় প্রাণ গেল রামানন্দের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৮ অক্টোবর : রোজকার মতো কাজ সেরে রবিবার বাড়ি ফিরছিলেন অশ্বিনীনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রামানন্দ সরকার (৪৮)। সাইকেল নিয়ে ফেরার পথে একটি দাঁতালের আক্রমণে জখম হন তিনি। তাঁকে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওইদিন রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন অতিরিক্ত সাহস দেখাতে গিয়েই রামানন্দ প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিকে, রামানন্দের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েছে পরিবারটি। রামানন্দর মেয়ে সোনালির সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে সে। আর অসমাপ্ত ঘরটি এখন কীভাবে তৈরি করবে ভেবে পাচ্ছে না পরিবারটি। রামানন্দের ছেলে আকাশ সরকার বলেন, 'আমরা এখন কী করব, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, সংসার চলবে কী করে? বাবা নেই এটা কোনওভাবে মানতে পারছি না।'

মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় জানান, কোনও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে অতিরিক্ত সাহস দেখানো উচিত নয়। বিশেষ করে হাতির সঙ্গে তো নয়ই। সরকারি নিয়মে মৃতের পরিবার পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। এছাড়াও পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি পাওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে পরিবারের তরফে এখনও কেউ আবেদন করেননি বলে তিনি জানিয়েছেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মনোজিৎ ওরাওঁ জানালেন, তাঁর বাড়ির পাশেই ঘটনাটি ঘটেছিল। দাঁতালটি নর্থ খয়েরবাড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাঁদের বাড়ির দিকে আসছিল। তাঁদের চিৎকারে হাতিটি ছেকামারি-মাদারিহাট রাস্তা দিয়ে ছেকামারির দিকে চলে যেতে থাকে। সেইসময় রাস্তার উলটো দিক থেকে আসছিলেন রামানন্দ ও কান্তি মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা এপাশ থেকে হাতি আসার খবর পেয়ে চিৎকার করে অপর প্রান্তে জানাতে থাকি। কান্তি দাঁড়িয়ে পড়লেও রামানন্দ সাইকেল নিয়ে মাদারিহাটের দিকে আসতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি দাঁতালের মুখোমুখি হন। দাঁতাল রামানন্দকে শুঁড়ে তুলে পাশের সুপারি বাগানে নিয়ে গিয়ে ফুটবলের মতো খেলতে থাকে। এরপর আমাদের চিৎকারে দাঁতালটি কিছুটা সরে যায়।'

মনোজিৎ জানান, বন দপ্তরে খবর দিলেও কেউ আসেনি। প্রায় আধ ঘণ্টা সুপারি বাগানেই পড়েছিলেন রক্তাক্ত রামানন্দ। এরপর জনৈক ব্যক্তির গাড়িতে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বনকর্মীরা আসেন। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের বারণ শুনলে এইভাবে প্রাণ দিতে হত না রামানন্দকে। যেভাবে বেঁচে গেলেন কান্তি।'

দাঁতালের রামানন্দকে আক্রমণের জায়গাটি দেখাচ্ছেন মনোজিৎ ওরাওঁ।

একনজরে

- দাঁতালটি নর্থ খয়েরবাড়ি জঙ্গল থেকে বের হয়
- স্থানীয়দের চিৎকারে হাতিটি ছেকামারি-মাদারিহাট রাস্তা হয়ে ছেকামারির দিকে যায়
- রাস্তার উলটোদিক থেকে হাতি আসার কথা শুনে কান্তি দাঁড়িয়ে পড়েন। রামানন্দ সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যান
- দাঁতালের মুখোমুখি হতেই রামানন্দকে শুঁড়ে তুলে সুপারি বাগানে নিয়ে গিয়ে ফুটবলের মতো খেলতে থাকে
- বন দপ্তরে খবর দেওয়া হলেও কেউ আসেনি

Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1 Closing date extended upto 04/11/2024 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice

NIT No. DDP/N-22/2024-25

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-22/2024-25 Serial No-8 regarding credential of the work stated in the NIT 22 of 24-25 Serial No-8 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of Corrigendum may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ-এর আশেপাশে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 10000 টাকা, হেড অফিস শিলিগুড়ি। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। (M) 9046427575, 9434603126. (C/113048)

বিক্রয়

মোগড়াডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালের পাশে পাকা রাস্তার ধারে ২ কাঠা জমিতে দোকানঘর সহ পাকা বাড়ি বিক্রি। (M) 7908604517. (C/112827)

অ্যাফিডেভিট

গত 25.10.24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Das-এর পরিবর্তে Jyotsna Roy, D/o. Late Parimal Roy হলাম। উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। (C/111869)

●

আমি প্রমিলা প্রসাদ, স্বামী- শ্যাম প্রসাদ, সাকিন- খালপাড়া, ওয়ার্ড নং-৭, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং এই মর্মে জানাইতেছি যে, আজ তথা ইংরাজি ২৮/১০/২৪ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে শ্রীমতী ভুনার দেবী থেকে শ্রীমতী প্রমিলা প্রসাদ নামে পরিচিত হলাম এবং উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/113239)

●

আমার নাম Stalin Das, Date of Birth- 04/01/1986, S/o. Kanti Lal Das, Vill- Anantanagar, P.O.- Srikrishnapur, P.S.- Islampur, U/D. গত 21/10/2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করতে চাই। আমার আধার নম্বর- 760201182594. (S/N)

আজ টিভিতে

রুদ্র ঝিনুককে মারার পরিকল্পনা করে। ফুলকি এবং রোহিত ঝিনুককে বাঁচায়। **ফুলকি** – সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৪০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ৮.১৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১১.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ টক্কর, ২.৫০ লোফার, সন্ধ্যা ৬.০০ গীত সংগীত, রাত ৮.৩৫ বাহাদুর, রাত ১১.১০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমার মা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বসন্ত বিলাপ

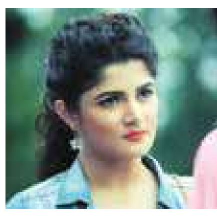

শুধু তোমারই জন্য দুপুর ১.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

সিক্রেট সুপারস্টার দুপুর ৪.২৫ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

বসন্ত বিলাপ দুপুর ২.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

পুলকারের ধাক্কায় মৃত্যু

সোনাপুর, ২৮ অক্টোবর : একটি পুলকারের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ প্রাণ হারালেন। সোমবার সকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে মথুরা এলাকায় দুর্ঘটনাটি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ভিক্টর কুজুর (৬৫)। তিনি মথুরা চা মহল্লার যাত্রু লাইনের বাসিন্দা। সেই সময় ওই পুলকারে কোনও পড়ুয়া ছিল না।

ভিক্টর এদিন সকালে মথুরা মোড় এলাকা দিয়ে হেঁটে এক পরিচিতের বাড়ি যাচ্ছিলেন। সে সময় সোনাপুর হাসিমারা রাজ্য সড়কে ওই স্কুলগাড়িটি বৃদ্ধকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। বৃদ্ধকে উদ্ধার করে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), (নিলাম পরিচালনকারী অফিসার) কর্তৃক মালদা ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে ঘরের বাইরে (ওএইচই), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপনের ... [illegible]

... ওএসএন-১৪৭-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি- ওএসএন-১৪৫-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ওএসএন-১৯৪-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/২০, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ওএসএন-১৯৭-২৩-১, মালদা টাউন, **নিলাম শুরু :** (প্রতিক্ষেত্রে) ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-123/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের মন্তব্যে বিতর্ক

'তৃণমূল কর্মীরাই প্রকৃত হিন্দু'

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : হিন্দুত্ববাদের রাজনীতিতে নতুন 'ছোঁয়া' দিলেন আলিপুরদুয়ারের ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। সোমবার তৃণমূলের এক কর্মসূচিতে তিনি দাবি করেন, যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁরাই প্রকৃত হিন্দু।

সোমবার বিবেকানন্দ-২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানেই একথা বলেন পরিতোষ। বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কারণে দুর্গাপুজো বর্তমানে উৎসবে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। বিরোধীদের প্রচারে কান না দিয়ে তৃণমূল কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ দুর্গোৎসবে মেতে উঠেন। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাই হলেন প্রকৃত হিন্দু'। তাঁর এই কথাতেই শুরু বিতর্ক। রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টির পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

এপ্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'শাসকদল তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য দিনের পর দিন চাটুকারিতার রাজনীতি করে আসছে। তাদের এই নির্লজ্জ চাটুকারিতার জন্য বেশিরভাগ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আর সেই কারণে মানুষের মন ফিরে পেতে তাদের এখন এই ধরনের কথা বলতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, সিপিএমের জেলা সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক কিশোর দাস জানান, দুর্গোৎসব শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়। এটি একটি সর্বজনীন উৎসব। ফলে একথা পরিতোষ কেন বললেন? এসব বিভাজন তৈরি করার একটি প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন তিনি। কিশোর আরও বলেন, 'এই ধরনের প্রয়াস সামাজিক ঐতিহ্য-পরম্পরাকে অপমান করে। এধরনের বক্তব্য প্রকাশ্য সমাবেশে বলা ঠিক নয়।'

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথের কথায়, 'এই বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের পরিপূরক। তাই সবকিছুর শেষে সেই ধর্মটাকেই নিয়ে আসেন তাঁরা।'

হঠাৎ এমন কথা কেন বলতে গেলেন পরিতোষ? রাজনৈতিক মহল মনে করছে, জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ও চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি ও আরএসএসের সংগঠনের ভালো প্রভাব রয়েছে। তৃণমূল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তোষণের রাজনীতি করে বলে তারা নিয়মিত অভিযোগ করে আসছে। তার জবাব দিতেই এবার চেষ্টা করছে তৃণমূল। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পরিতোষের এই মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন তৃণমূলের সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তুষারকান্তি রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, বিবেকানন্দ-২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুকান্ত দে সহ অন্যরা।

পরিতোষ বর্মন।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_২১_ওটি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। কাজের নাম : সিওএ, আরটিআইএস, এফওআইএস, আইসিএমএস-এর বিভিন্ন প্রকল্পের দক্ষ নজরদারির জন্য কাজের আধুনিকীকরণ সমেত মালদা কন্ট্রোল অফিস-এর অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যাল এবং টেলিকম-এর কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২৩,০১,৮২৩.৮৬ টাকা। বায়না অর্থ : ৪০,০০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ৩১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ১৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা।

MLD-125/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২২, তারিখ ২৫.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : (i) নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজ "সিওএ, আরটিআইএস, এফওআইএস, আইসিএমএস প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের দক্ষ নজরদারির জন্য আধুনিকীকরণের কাজ সহ মালদা কন্ট্রোল অফিসে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাজ"। (ii) "মালদা টাউনে ৬ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার্স নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ"। (iii) "মালদা টাউনে লক্ষ্মণ সেন আউটডোর স্টেডিয়ামকে শক্তিশালী ও আধুনিক করার কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৫০,৩৯,৭৭৮.৮৩ টাকা। বায়না অর্থ : ১,০০,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০১.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৫.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-124/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

General Notice

"BORDER FENCING-এর জন্য সরাসরি জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে বড় মিরচা মৌজার (J.L. NO. 117) খতিয়ান নং 286 এর রায়ত গফিজুল পিতা- খাটালু, সাং : নিজ (বড় মিরচা), পোঃ আষারুবস্তি, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-কে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৪ (আট) দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O. অফিস চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-এ হাজিরা দেওয়ার জন্য জানানো যাইতেছে।

Contact No. 9832413002
email : bllrochopra@gmail.com

Sd/-
Assistant Director & Block Land & Land Reforms Officer, Chopra

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর খারাপ নিয়ে সমস্যা থাকবে। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ উৎসব। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মিথুন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বাড়ি কেনার সুযোগ আজ। সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দ। কন্যা : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রতারককে আজ চিনতে পেরে বিস্মিত হবেন। তুলা : সামান্যেই খুশি থাকুন। কোনও আত্মীয়ের চক্রান্তে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রেমে আনন্দ। ধনু : অন্যায় কাজের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে হতে পারে। মকর : বস্ত্র, রত্ন ও ইমারত ব্যবসায় লাভবান হবেন। বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : নতুন ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শ নিন। ছেলের জন্য আজ কিছু করতে পেরে আনন্দ। মীন : অফিসের কোনও জটিল কাজের সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৭ কার্তিক, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, ১২ কাতি, সংবৎ ১২ কার্তিক বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১০।৫৭। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৪৯। ইন্দ্রযোগ দিবা ১০।১১। তৈতিলকরণ দিবা ১০।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৭।৪৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৭।৪৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী – নৈর্ঋতে, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৪ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ন ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। ধনতেরাস (ধনত্রয়োদশী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গত ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

University of North Bengal
Centre for Distance and Online Education

ADMISSION NOTIFICATION
ACADEMIC SESSION: JULY 2024
UNDER OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) MODE

Applications are invited for the following courses under ODL Mode for *M.A. in English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, & Mathematics,* and **B.Com.** in the academic session July, 2024. The applications are to be submitted through the online system **upto 15.11.2024.** Please go through the 'Information Booklet' carefully before filling-up the online application for. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/ and www.nbu.ac.in. The Learner Support Centres: • **NBU Siliguri (H.Q.)** • **NBU Jalpaiguri Campus** • **NBU Saltlake Kolkata Campus**

Advt. No: 60 /R-2024, Dated 29.10.2024 Registrar (Additional Charge)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Authorised Dealers: Durgapur: Dutta Hero, Ph: 9289922686, Muchipara, Ph: 7479000771, **Kolkata:** Hitech Hero Kasba, Ph: 9289922954, Prince Anwar Shah, Ph: 9289922954, Taratala, Ph: 9289922954 Sri Krishna Automotive- Thakurpukur, Ph : 9289922672, Budge-Budge, Ph: 9830766679, Natunhat, Ph: 9230007531, Smsg Hero- Baguiati Ph: 9821696156, Rajarhat Ph: 9821696156, **Diamond Harbour**, Diamond Ventures,Ph: 9289924246, **Andul:** Ridhi Hero, Ph: 9289922669, Salkia, Ph: 9289922669, **Barrackpore:** Raja Hero, Ph: 9289922821, **Barasat:** Cynosure Hero, Ph: 9289922432, Belghoria, Ph: 9289922432, **Chandannagar:** Argosy Hero, Ph: 9289923070, **Baruipur:** Sri Krishna Hero, Ph: 9289922725, Sonarpur, Ph: 9289922725, Jaynagar, Ph: 9289922725 **Dankuni:** Auto Palace Hero, Ph: 9289922397, **Howrah:** Shibpur: Amit Hero, Ph: 9289922185, **Uluberia – Khalisani:** J D Hero, Ph: 9289923159, **Islampur:** Bharat Hero, Ph: 9289923202, **Naihati:** Naihati Hero, Ph: 9289922798, **Cooch Behar:** Sandeep Hero, Ph: 9289922698, **Malda:** Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero, Ph: 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero, Ph: 9289922594, **Asansol:** Avik Hero, Ph: 9289923194, **Siliguri:** Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero, Ph: 9289922904, **Bankura:** Dutta Hero, Ph: 9289922471, **Basirhat:** Das Hero, Ph: 9289922639, Berachampa (Goyra) Ph:9289922639, Swarupnagar Ph:9289922639, **Berhampore:** Golden Hero, Ph: 9289922938, Nirmal Auto Mobile , Ph: 9289233028 , **Burdwan:** Rudra Hero, Ph: 9289922186, **Contai:** C M Hero, Ph: 9289922860, **Krishnanagar:** G.P. Hero, Ph: 9289922553, **Midnapore:** Palco Hero, Ph: 9289922402, Jhargram, Ph: 8158896283 **Purulia:** Aswini Hero, Ph: 9289923126, **Kharagpur:** Amit Hero, Ph: 9289923206, **Raghunathgunj:** Golden Automart Hero, Ph: 9289922867, **Ranaghat:** Diamond Hero, Ph: 9289923805 **Raniganj:** Pradip Hero, Ph: 9289922190, **Rupnarayanpur:** S. M. Hero, Ph: 9289922508, **Rampurhat:** Paul Hero, Ph: 9289923079, **Suri:** International Hero, Ph: 9289922507, **Tamluk:** Supreme Hero, Ph: 9289922187, **Tarakeswar:** Super Hero, Ph: 9289922801, **Belda:** Hi Tech Hero, Ph: 9289923116, **Alipurduar:** Dutta Hero, Ph: 9289923146., **Haldia:** Krishnaa Hero, Ph: 9821697401 **Associate Dealers: Bishnupur:** Premier Automobiles-9434108414, **Dhulian:** Chowdhury Motors-8373070210, **Jalpaiguri:** Pratik Automobiles-7063520686, **Dubrajpur:** Taher Automobiles-9434008580, **Santipur:** Brajo Gopal Auto Centre-9733556837, **Arambag:** Sarada Distributors-9735858690, **Andal More:** Rahul Automobiles-7908394924, **Khidirpur:** Rounak Motors-9903675220, **Ghatal:** Das Traders-9332992200, **Bolpur:** Auto Tech-9531536181, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works-9851244490, **Bagnan:** Disari India Automobiles-7908416228, **Raghunathpur:** Nag Automobiles-7797040044, **Sainthia:** Dutta Motors-9735883954, **Habra:** Auto World-9232166160, **Dhupguri:** Bharat Automobiles-7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre-9733726677, **Judurberia:** Quick Auto-8240505651, **Egra:** Ananya Automobiles-8653855129, **Canning:** Srikrishna Motors-7001311822, **Karimpur Thanar More:** Biswas Automobiles-8609050955, **Gushkara:** Auto Gallery-9476134546, **Gazole:** Mira Auto Centre-9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works-6297782171, **Sonamukhi:** Mahamaya Motors-9614814509, **Kaliachak:** A K Wheels-9733079141, **Katwa:** Maa Chamunda Automobiles-9609156240, **Lalgola:** Rakesh Motors-9800964576, **Farakka:** Ankur Motors-8343078965, **Sherabazre:** Deb Automobiles-9851082518, **Itahar:** Deep Auto Centre-9800630306, **Panagarh:** Tarama Auto-8001623333, **Sinthi:** Auto Sales Corporation-8240893364, **Nalhati:** Rana Motors-9093570900, **Aurangabad:** Bandana Motors-8170953131, **Debagram Garur Hat:** A.M Auto Centre-7797429333, **Bharatpur:** Khan Auto Centre-9083556351, **Dalkhola:** A S Motors-7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles-9896216422, **Kotasur:** Dutta Automobiles-8250672477

FCB/INTERFACE/6878/OCT2024/BENGALI

টুকরো খবর

রুটমার্চ

বীরপাড়া, ২৮ অক্টোবর : মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করতে টহল দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যে ওই বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা চলে এসেছেন। সোমবার থেকে রুটমার্চ শুরু করলেন তাঁরা। এদিন ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ হয়। সঙ্গে ছিল লঙ্কাপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মাদারিহাট থানার ওসি মিংমা শেরপা জানান, মঙ্গলবার থেকে দুটি শিফটে রুটমার্চ হবে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থাকছেন।

ছটের প্রস্তুতি

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : হ্যামিল্টনগঞ্জ সংলগ্ন বাসরা নদীর ঘাটে বড় করে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। সোমবার বিশেষ পুজোর মাধ্যমে আয়োজক বাসরাঘাট সেবা সমিতির তরফে ছটপুজোর ঘাট তৈরির কাজ শুরু হল। এদিন আর্থমুভার দিয়ে পুজোর ঘাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

হাতির হানা

শামুকতলা, ২৮ অক্টোবর : বুনো হাতি হানা দিল আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের নারারথলি গ্রামে। রবিবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল খাবারের লোভে ওই গ্রামে চলে আসে। ধানখেত, কলা বাগান এবং সুপারি বাগানে হানা দেয় হাতির দল। হাতির হামলা ঠেকাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

মদ বাজেয়াপ্ত

কুমারগ্রাম, ২৮ অক্টোবর : অভিযান চালিয়ে রবিবার রাতে ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করলেন আবগারি দপ্তরের কুমারগ্রাম সার্কেলের কর্মীরা। কুমারগ্রাম ব্লকের উত্তর হলদিবাড়ি, দুর্গাবাড়িতে এই অভিযান চলে। মোট ১৮ লিটার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

আটক ১৪

সোনাপুর, ২৮ অক্টোবর : বিভিন্ন এলাকায় রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত নাকা চেকিং করে ১৪ জনকে আটক করেছে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা জানালেন, ১৪ জনকে মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তাদের জরিমানা করা হয়েছে।

উরসে রক্তদান

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ অক্টোবর : ফালাকাটা ব্লকের পূর্ব দেওগাঁওয়ে সোমবার মহম্মদিয়া যুব ইউনিটের উদ্যোগে ২০তম বার্ষিক উরস মোবারক হয়। উরসে আয়োজিত শিবিরে ২১ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় বহুরূপীদের দল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চা বাগানের ক্ষোভের খোঁজ রাখেন না বিরসা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৮ অক্টোবর : চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস, পিএফ থেকে শুরু করে জমির পাট্টা, সবকিছু নিয়েই ক্ষোভ বাড়ছে। মূলত চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়েই গঠিত আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। চা শ্রমিকদের বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে সংগঠনের স্থানীয় নেতারা কেন্দ্র ও রাজ্য, দুই সরকারের উপরেই ক্ষুব্ধ। যদিও বিকাশ পরিষদের শীর্ষ নেতৃত্ব এব্যাপারে নাকি সম্পূর্ণ অন্ধকারে। দলের নীচুতলায় তৃণমূলের প্রতি ক্ষোভ থাকলেও, আসন্ন মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে কিন্তু তৃণমূল প্রার্থীকেই সমর্থন করছে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। এব্যাপারে পরিষদের রাজ্য সভাপতি বিরসা তিরকি সাফ বলেন, 'আমরা এই উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোকেই সমর্থন করব।'

এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মেরিকোর চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের জমির লিজ আজও দেওয়া হয়নি। ফলে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে এইসব বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার। অথচ এতসব সমস্যার কথা নাকি কেউ তাঁকে বিন্দুমাত্র জানায়নি, এমনটাই দাবি করেছেন বিরসা। বিরসা বলেন, 'শ্রমিকদের এত সমস্যার কথা আমাকে আদিবাসী সংগঠনের কেউ আজ পর্যন্ত জানায়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। তবে আমরা নির্বাচনের পরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

দলের শীর্ষ নেতা যখন একথা বলছেন, তখন সংগঠনের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক সম্পাদক বিষ্ণুকুমার লাকড়া কিন্তু তৃণমূল ও বিজেপির ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁর অভিযোগ, এবার এই চা বাগানগুলির শ্রমিকদের খুব কম বোনাস দেওয়া হয়েছে। আর এরজন্য নাকি গোপন বৈঠক হয়েছিল কলকাতায়। যেখানে শুধুমাত্র মালিকদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের এক বড় নেতা ও বিজেপির এক বড় নেতা। বাকি কাউকেই সেখানে ডাকা হয়নি। তারপরই নাকি কম বোনাসে রাজি হয়ে যান নেতারা।

এব্যাপারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইককে একাধিকবার ফোন করলেও ধরেননি। তবে তৃণমূলের চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেতা উত্তম সাহা জানিয়েছেন, বোনাস বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের কোনও গোপন বৈঠক হয়নি। এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ।

চা বাগানের এসব সমস্যার কথা বিরসার কানে পৌঁছাল না কেন? আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রাজু বরার কথা, 'ব্লকের এইসব চা বাগানগুলিতে আমাদের কোনও সংগঠন নেই। সেইজন্য সমস্যার কথা আমাদের কেউ বলেননি।' আর উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীকে সমর্থন করার কথা অবশ্য তিনিও জানিয়েছেন। বিষ্ণু আবার দোষারোপ করছেন রাজ্য সরকারকেই। রাজ্য সরকারের গাফিলতির জন্যই শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। দাবি তাঁর। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে শুরু করে জমির লিজ ও পাট্টা, কোনও ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার সাহায্য করছে না। বিষ্ণুর দাবি, এসবের প্রভাব উপনির্বাচনে পড়বে।

এই বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে সমস্যার প্রভাব যে এবারের উপনির্বাচনে পড়তে পারে, তা আঁচ করছেন বিজেপি ও তৃণমূল উভয় দলের প্রার্থী থেকে নেতা অবধি সকলেই। চা বাগানের এইসব সমস্যার কথা কিন্তু বিজেপি বা তৃণমূল নেতৃত্বের কারও মুখে তেমনভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে চা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ যে রয়েছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। যেমন তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো ও বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার, দুজনকেই কিন্তু বাগানে প্রচারে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে।

> শ্রমিকদের এত সমস্যার কথা আমাকে আদিবাসী সংগঠনের কেউ আজ পর্যন্ত জানায়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। তবে আমরা নির্বাচনের পরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসব।
>
> **-বিরসা তিরকি**
> *রাজ্য সভাপতি, আদিবাসী বিকাশ পরিষদ*

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা মধু চা বাগানে

দেড় মাসের মজুরি বকেয়া

সমীর দাস

হাসিমারা, ২৮ অক্টোবর : বাগান বন্ধ ছিল প্রায় আট বছর। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বাগান খুলেছে বটে, তবে কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের শ্রমিক ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, খোলার কয়েকদিন পর থেকেই শ্রমিকদের মজুরি অনিয়মিতভাবে হচ্ছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সোমবার সকালে বাগানের ম্যানেজারের অফিসের সামনে গেট মিটিং করেন। দীর্ঘ সময় ধর্নায় বসেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ইতিমধ্যে তাঁদের চারটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া পড়েছে। সামনেই দীপাবলি। গত শনিবার বকেয়া মেটানোর দাবি জানিয়েছিলেন শ্রমিকরা। তবে সেদিনও বকেয়া মজুরি না পাওয়ায় এদিন আন্দোলন শুরু করেছেন বাগানের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের আন্দোলনে শামিল হয়েছেন বাগানের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাঁরাও বলছেন শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে ধর্না। যদিও বাগানের ম্যানেজারের আশ্বাসে শ্রমিকরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে বাড়ি ফিরে যান। তবে এদিন শ্রমিকরা কাজে যাননি। বাগান সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে বকেয়া একটি পাক্ষিক মজুরি শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মজুরি অনিয়মিত হওয়ায় বাগানের শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা ২০১২ সালের বাগান বন্ধের ঘটনা মনে করে ভয় পাচ্ছেন। সেই সময়েও শ্রমিকদের বকেয়া দিন-দিন বাড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য বিনয় কেরকেট্টা জানিয়েছেন, বাগান খুলেছে। তবে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে নতুন মালিক প্রথম থেকেই টালবাহানা করছেন। শ্রমিকরা সামান্য মজুরি পান। দিনের পর দিন যদি তাঁরা সেটাও না পান তাহলে কাজ করবেন কীভাবে? তাঁর দাবি, বাগান যদি মালিক চালাতে না পারেন তাহলে বাগানের দায়িত্ব ছেড়ে দিন।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সভাপতি কুমার ছেত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'বাগানের মালিক শুধু মজুরি বকেয়া রাখছেন না, শ্রমিকদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকাও দিনের পর দিন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা করা হচ্ছে না। শ্রমিকরা ছাড়াও বাগানের সাব-স্টাফ, স্টাফ কেউ সময়মতো বেতন পাচ্ছেন না।' চলতি বছরই বকেয়া মজুরির দাবিতে শ্রমিকরা অন্তত তিনবার আন্দোলন করেছেন। যখন আন্দোলন হয় তখন একটি পাক্ষিক মজুরি মেটানো হয়। অবশিষ্ট মজুরি বকেয়া পড়ে থাকে। এমনটাই অভিযোগ।

বাগানের শ্রমিক সরোজিনী খাড়িয়া বলেন, 'সামনেই দীপাবলি উৎসব। শনিবার বকেয়া মজুরি পেলে রবিবারের হাট থেকে আমরা কেনাকাটা করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।' আরেক শ্রমিক প্রমীলা ইন্দোয়ার বলেন, 'পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের আধপেটা খেয়ে কাজ করতে হচ্ছে।' অবিলম্বে বকেয়া সমস্ত মজুরি মেটানোর দাবি তুলেছেন শ্রমিক রিমা লোহরা। বলেন, 'বাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব বেকায়দায় পড়েছি আমরা।' একই অভিযোগ অন্য শ্রমিকদেরও।

অন্যদিকে বাগানের ম্যানেজার কল্লোল সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, চলতি বছর আবহাওয়ার জন্য চা উৎপাদনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এখন পর্যন্ত ৬০ শতাংশ বাগানের উৎপাদন কম হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের মজুরি দিতে সমস্যা হচ্ছে। তবে শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর দাবি, শ্রমিকদের দেড় মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে। তার মধ্যে একটি পাক্ষিক মজুরি সোমবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মন্তব্য, তিনি মাসখানেক আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন। তাই আগের বকেয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এখন কিছুটা হলেও উৎপাদন স্বাভাবিক হচ্ছে। তাই মজুরি সমস্যা দ্রুত মিটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, মজুরি স্বাভাবিকভাবে না দেওয়া হলে ভবিষ্যতে আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করবে।

মধু চা বাগানের ম্যানেজারের অফিসের সামনে শ্রমিকদের ধর্না।

> বাগানের মালিক শুধু মজুরি বকেয়া রাখছেন না, শ্রমিকদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকাও দিনের পর দিন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা করা হচ্ছে না। শ্রমিকরা ছাড়াও বাগানের সাব-স্টাফ, স্টাফ কেউ সময়মতো বেতন পাচ্ছেন না।
>
> **-কুমার ছেত্রী**
> *তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক নেতা*

সম্পত্তির হিসেবে 'জিতলেন' জয়প্রকাশ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে সম্পত্তির নিরিখে শাসকদল। তৃণমূলের প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোর সম্পত্তির পরিমাণ ছাপিয়ে গেল বাকি সাত প্রার্থীর মোট সম্পত্তিকে। আর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তালিকায় সবচেয়ে পেছনে রয়েছেন নির্দল প্রার্থী পঙ্কজ লোহারা।

নির্বাচন কমিশনে জমা করা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে, তৃণমূল প্রার্থী এবং তাঁদের স্ত্রী-দের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকার কাছাকাছি। এর মধ্যে জয়প্রকাশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এবং স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে আড়াই লক্ষ টাকা। স্ত্রীর নামে রয়েছে ২০০ গ্রাম ওজনের সোনার অলংকার। যার আনুমানিক বাজারদর ১৪ লক্ষ টাকা। রয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০০ গ্রামের রুপোর গয়না। জয়প্রকাশের ৬ লক্ষ টাকার একটি এলআইসিও রয়েছে। তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রীর নামে বাড়ি ও জমি মিলিয়ে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা। রয়েছে একটি চারচাকার গাড়ি। যার বাজারদর দশ লক্ষ টাকার ওপর। জয়প্রকাশের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৬৮ টাকা ৯৭ পয়সা। তাঁর স্ত্রীর নামে রয়েছে ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৪ টাকার সম্পত্তি।

সবচেয়ে ধনী

দ্বিতীয় ধনী প্রার্থীর তালিকায় নাম রয়েছে আরএসপি প্রার্থী পদম ওরাওঁ। তাঁর মোট স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। আরএসপি প্রার্থীর হাতে নগদ রয়েছে ১০ হাজার টাকা। স্ত্রীর হাতে ২ হাজার টাকা। এলআইসিতে জমা রয়েছে ৪২ হাজার ৫৬১ টাকা। প্রার্থীর স্ত্রীর নামে রয়েছে ২০ গ্রামের সোনার গয়না এবং ১.৪৯ একরের একটি চাষের জমি। যার বাজারদর ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

ধনী প্রার্থীর তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন নির্দল প্রার্থী নরেশচন্দ্র শৈবর নাম। আর চতুর্থ স্থানে রয়েছেন বিজেপির রাহুল লোহার। রাহুলের হাতে নগদ ৭০ হাজার টাকা রয়েছে। নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ১৭৪ টাকা। স্ত্রীর নামে ব্যাংকে ২৫ হাজার টাকা রয়েছে। রাহুলের স্ত্রীর নামে রয়েছে ১০ গ্রামের সোনার গয়না। যার আনুমানিক বাজারদর ৭০ হাজার টাকা। এছাড়াও অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৮২ টাকা।

পঞ্চম ধনী প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ চম্প্রমারি। বিকাশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৫০ হাজার টাকা। স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে রয়েছে ২০ হাজার টাকা আর স্ত্রীর নামে রয়েছে ১ লক্ষ টাকার সোনার গয়না। প্রার্থীর অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ২ হাজার ১৪৪ টাকা।

আর এই সম্পত্তির তালিকায় সকলের শেষে রয়েছেন পঙ্কজ। স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা।

ফেরার জিয়ারুলের বিরুদ্ধে চুপ ঘাসফুল শিবির

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৮ অক্টোবর : মাদারিহাটের সুভাষনগরে একটি ধাবার পেছনে গত ১৩ অক্টোবর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় একটি তেলের ট্যাংকার এবং একটি পণ্যবাহী ছোট গাড়ি। সেই ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে কয়েকজন ফেরার ঘটনার পর থেকেই। তাঁদেরই মধ্যে একজন রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি রুসদাঁর স্বামী নুর নবি হক ওরফে জিয়ারুল।

ঘটনার ১৫ দিন পরেও পুলিশ নাকি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের কাছে তাঁর খোঁজও রয়েছে! শুধু খোঁজই নয়, রবিবার জিয়ারুলের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন প্রকাশ। সামনেই মাদারিহাট উপনির্বাচন, তার মুখে এই ইস্যুতে তৃণমূলের সরব না হওয়ার পেছনে কি এটাই কারণ?

১৩ অক্টোবরের ওই ঘটনায় অবৈধভাবে তেল চুরির অভিযোগ উঠেছিল বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় মাদারিহাট থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও জিয়ারুল সহ বাকিরা পলাতক। জিয়ারুলের স্ত্রী বাবলি ওই পঞ্চায়েতের নির্দল প্রধান। তাঁকে সমর্থন করেছিল বিজেপি এবং সিপিএম। এই কারণেই তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেনি।

প্রশ্ন উঠছে এখানেই। প্রধানের স্বামী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ উপনির্বাচনের আবহে তৃণমূল সহ বাকি দলগুলির সবাই এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। বিজেপি এবং সিপিএমের নীরবতার কারণ স্পষ্ট। কিন্তু তৃণমূলও কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

যদিও তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার দাবি, 'আমাদের কর্মীরা ভোটের প্রচারে এই প্রসঙ্গ তুলেছেন। আইন আইনের পথে চলবে। পুলিশ তার ডিউটি করছে। আমরাও চাই, দোষীরা শাস্তি পাক।'

এলাকার বাসিন্দারা অবশ্য সেটিং তত্ত্বের গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, সবটাই সেটিং। এতবড় ঘটনা ঘটল, সারা দেশ জানল। অথচ তৃণমূলের কেউ জানল না? এটা মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী। বিজেপি-সিপিএমের আঁতাতেই তো বাবলি প্রধানের আসনে বসেছিলেন।

প্রশ্ন যেখানে

- নির্দল প্রধানের স্বামী সুভাষনগরের অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ
- ঘটনার পর থেকে তাঁকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না
- উপনির্বাচনে এটাকে কেন ইস্যু করছে না তৃণমূল, ধোঁয়াশা রয়েছে

নির্দলের সঙ্গে বৈঠকে প্রকাশ, ক্ষোভ তৃণমূলেই

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ অক্টোবর : বিজেপি ও সিপিএমের সমর্থনে রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চায়েত প্রধান হন বাবলি রুসদাঁ। আর এক বছর ধরে তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ এই বাবলিই। বিগত বোর্ডের বকেয়া বিল মেটানো, নলকূপ বসানো, সবেতেই বাবলির কাছে নাস্তানাবুদ 'টিম তৃণমূল'। অফিশিয়ালি বাবলি প্রধান হলেও রাশ তাঁর স্বামী জিয়ারুল হকের হাতে, বলছেন স্থানীয়রা। রবিবার সন্ধ্যায় আমবাড়িতে এই জিয়ারুলের সঙ্গেই বৈঠক করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। রটে যায়, জিয়ারুল ও বাবলি তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন। এরপরই ক্ষোভ চরমে ওঠে তৃণমূলে।

রাতেই শিশুবাড়ির পার্টি অফিসে বৈঠক করেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। দলীয় সূত্রের খবর, বাবলি ও জিয়ারুলকে দলে নিতে রাজি নন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও পঞ্চায়েতরা। দলের রাঙ্গালিবাজনার অঞ্চল সভাপতি সাজিদ আলি ওই বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। তাই তাঁর ওপর তৃণমূল কর্মীদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে। তবে সাজিদ বলছেন, 'একটা ভুল বার্তা ছড়িয়েছিল। দলবদল নিয়ে কোনও বৈঠক হয়নি। এদিন বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।'

এদিকে বাবলি বলছেন, 'আমি বৈঠকে ছিলাম না। তাই কিছু জানি না। মন্তব্যও করব না।' জিয়ারুলের বক্তব্য, 'প্রকাশ ভোট চাইতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে জমির পাট্টা সহ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি।'

ওই বৈঠকের আগে আমবাড়িতেই আরেক বৈঠকে তৃণমূল কর্মীরা প্রকাশকে জানিয়ে দেন, বাবলিদের দলে নেওয়া যাবে না। প্রকাশ দলীয় কর্মীদের কথায় সম্মত হলেও সন্ধ্যায় বৈঠক করেন জিয়ারুলের সঙ্গে। এরপর থেকেই নীচুতলার কর্মীদের প্রবল চাপের মুখে স্থানীয় নেতারা। সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ দক্ষিণ শিশুবাড়িতে। জিয়ারুল বিত্তশালী। এতদিন তৃণমূলের সামনে মাথা নত করেননি। বরং টিম জিয়ারুলের সামনে মাথা নীচু করতে হয়েছে শাসকদলকে। তার ওপর জিয়ারুল অবৈধ তেলের কারবারের মামলায় অভিযুক্ত। সম্প্রতি মাদারিহাটে একটি অবৈধ তেলের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জিয়ারুলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। অবশ্য জিয়ারুল বলছেন, 'আমি ওই কারবারে জড়িত নই।' মামলা রুজু হলেও জিয়ারুলের কেশাগ্র স্পর্শ করেনি পুলিশ। এলাকার তৃণমূল কর্মীরাই বলছেন, দলেরই ব্লক নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে 'সুসম্পর্কের' জোরেই বহালতবিয়তে জিয়ারুল। এমনকি প্রকাশ পর্যন্ত দেখা করলেন জিয়ারুলের সঙ্গে। এ নিয়ে অস্বস্তিতে থাকলেও মন্তব্য করতে চাননি অঞ্চল কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান নুর আলম আহমেদ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অসীম ঘোষের বক্তব্য, 'এব্যাপারে জেলা সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' তবে প্রকাশ ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

> একটা ভুল বার্তা ছড়িয়েছিল। দলবদল নিয়ে কোনও বৈঠক হয়নি। এদিন বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।
>
> **-সাজিদ আলি**
> *তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি, রাঙ্গালিবাজনা*

জেলার খেলা

ফাইনালে দার্জিলিং

ম্যাচের সেরা পুরস্কার হাতে দার্জিলিং ইউনাইটেডের লাকপা পাখরি।

শামুকতলা, ২৮ অক্টোবর : মহাকালগুড়ি ইউনাইটেড স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলের ফাইনালে উঠল ইউনাইটেড এফসি দার্জিলিং। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫-১ গোলে কলকাতা স্কাইজ এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা দার্জিলিংয়ের লাকপা পাখরি। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে শিলিগুড়ি বিএসকে এবং শিলিগুড়ি নবাঙ্কুর সংঘের আফ্রিকান দল।

রানার্স আহিল

ফালাকাটা, ২৮ অক্টোবর : হাওড়ায় রাজ্য ব্যাডমিন্টনে রানার্স হল ফালাকাটার আহিল রোশন রহমান। সোমবার অনূর্ধ্ব-৯ ছেলেদের ফাইনালে আহিল ১৭-২১,২১-১২, ১১-২১ পয়েন্টে সাগ্নিক সূত্রধরের কাছে হেরেছে। ফালাকাটা টাউন ক্লাব ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির শাটলার আহিল গত বছর চাম্পিয়ন হয়েছিল।

হার শ্রেয়ানের

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : হাওড়ায় রাজ্য ব্যাডমিন্টনে আলিপুরদুয়ারের শ্রেয়ান গহৎরাজ জলপাইগুড়ির হয়ে অনূর্ধ্ব-৯ ছেলেদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে ২১-১৮, ১৮-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে হেরেছে সাগ্নিক সূত্রধরের কাছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে শুভমিতা কর্মকার অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে। সে ফাইনালে ১৩-২১, ১৭-২১ পয়েন্টে সারন্যা গুপ্তার বিরুদ্ধে হেরে যায়। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের ডাবলসের সেমিফাইনালে শুভমিতা-আয়ুষী প্রসাদ ১১-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে হেরেছে অহনা শ্রীমানী ও ঈশানি মণ্ডলের কাছে।

জয়ী বনগাঁ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট সিরিজে সোমবার বনগাঁ নিত্য দাস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৪০ রানে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে বনগাঁ প্রথমে ৯ উইকেটে ১৯৮ রান তোলে। জবাবে ডুয়ার্স ১৫৮ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা সৌম্যদীপ মল্লিক।

ডুয়ার্স কাপ শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ও টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৫ ডুয়ার্স কাপ লিগ কাম নকআউট ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হবে। টাউন ক্লাব মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে মিলন সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। প্রতিযোগিতায় ১২টি দল অংশ নেবে।

নির্মীয়মাণ মহাসড়কে কালীপুজো

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি ও ফালাকাটা, ২৮ অক্টোবর : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কারণে কয়েক বছর ধরে কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরি করা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। বর্তমানে বন্ধ আছে মহাসড়কের কাজ। মনে করা হচ্ছে কালীপুজোর পর শুরু হবে। তাই এবারও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের গুদামটারি মোড়ের কালীপুজোর মণ্ডপ বুড়িতোর্ষা নদীর উপর হচ্ছে না। এখানে বুড়িতোর্ষা নদীর উপর নির্মীয়মাণ সেতুই বড় বাধা। সেতুর কাজও থমকে। যেখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে নির্মাণসামগ্রী। নির্মীয়মাণ সেতুর পাশেই মহাসড়কের জমিতে তৈরি হচ্ছে মেজবিল গুদামটারির পুজোমণ্ডপ। অন্যদিকে, ফালাকাটার নিউ সাইনবোর্ড এলাকায় রাস্তার নির্মাণসামগ্রীর জন্য কিশোর ইউনিট বড় পুজোমণ্ডপ করতে পারছে না। সেখানে পুরোনো টিনের মন্দিরেই হবে শ্যামাপুজো।

মেজবিল গুদামটারি মোড়ের কালীপুজো এবার ৩৯তম বর্ষে পড়ল। অনেক আগে রাস্তার ধারে টিনের চালা মন্দিরে এই পুজো শুরু হয়েছিল। এলাকার সব সম্প্রদায়ের মানুষজন নিয়মনিষ্ঠা সহ পুজোয় অংশ নেন। সারাবছর মন্দিরে প্রতিমা থাকে। বছর তিনেক আগে বারোয়ারি এই পুজোর দায়িত্ব নেয় মেজবিল ইউনাইটেড ক্লাব। আগে প্রতি বছর মণ্ডপ করা হত নদীর ওপর। কারণ, এই পুজোর আগে নদীর জলস্তর অনেকটা কমে যেত। আর এটাই ছিল এখানকার পুজোর মূল আকর্ষণ। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হত। কিন্তু মহাসড়কের কাজ শুরু হলেই এখানকার পুজো নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। রাস্তা সম্প্রসারণের কারণে যেখানে-সেখানে বালি-পাথরের স্তূপ পড়ে রয়েছে। পাশেই বুড়িতোর্ষা নদীর ওপর সেতু তৈরির কাজও থমকে রয়েছে। নির্মীয়মাণ সেতুর পাশেই রয়েছে হিউমপাইপের ডাইভারশন। এখন যেখানে ডাইভারশন, আগে সেখানেই নদীর ওপর পুজোমণ্ডপ করা হত। কিন্তু সেতুর কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সেখানে মণ্ডপ করা সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু এখন মহাসড়ক ও সেতুর কাজ বন্ধ, তাই উদ্যোক্তারা রাস্তার ধারে মহাসড়কের জমিতেই মণ্ডপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন সেখানে জোরকদমে চলছে মণ্ডপের কাজ। পুজো উদ্যোক্তা ক্লাবের সভাপতি মিঠুন ছেত্রীর কথায়, 'মহাসড়কের কারণেই এখন আর জলের ওপর পুজোমণ্ডপ করা যাচ্ছে না। তাই রাস্তা ঘেঁষেই মণ্ডপ করা হচ্ছে।'

রাস্তা ঘেঁষে মণ্ডপ তৈরি করায় সমস্যা হবে কি না বলে জানতে চাইলে পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ বেনাম ওরাওঁয়ের জবাব, 'পুজো ও অনুষ্ঠানের সময় ক্লাবের তরফে পথ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা হবে। এই কাজে একদল স্বেচ্ছাসেবকও থাকবেন। তাই গাড়ি চলাচলে সমস্যা হবে না।' তাঁর আরও সংযোজন, এবছর পুজোর প্রতিমাদাতা স্থানীয় চন্দন ভৌমিক। পুজোর পর দু'দিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সেসময়ও এলাকায় ভালোই ভিড় হয়।

অন্যদিকে, ফালাকাটার নিউ সাইনবোর্ডে কিশোর ইউনিটের কালীপুজোর ৪০তম বর্ষের পুজো। ক্লাব সম্পাদক অরবিন্দ বিশ্বাস জানালেন, মহাসড়কের জন্য কয়েক বছর ধরে ভালো করে কালীপুজো করা যাচ্ছে না। পুরোনো টিনের মন্দির ঘেঁষেই রাস্তার নির্মাণসামগ্রী পড়ে আছে। যেখানে-সেখানে বড় বড় গর্ত। তাই এবারও বড় মণ্ডপ হচ্ছে না। তবে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের পুজো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মহাসড়কের জমিতে কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। গুদামটারিতে।

শুনানির সময় অশ্লীল ভিডিও

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে আদালতের কাজকর্ম চলার সময়েই ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর ৭ নম্বর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করেই চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং। পরবর্তীকালে আদালতের কার্যবিবরণী থেকে ওই অংশটি বাদ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রযুক্তি বিভাগ।

হঠাৎ করে ওই অশালীন ভিডিও শুরু হওয়ায় যান্ত্রিক কারণে খুব তড়িঘড়ি করে কিছু করা যাচ্ছিল না। শুধু 'মোড অফ অপারেশন'টা দ্রুত প্রাইভেট করে দেওয়া হয়। এখন হাইকোর্টে পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে শুনানি চলছে। ফলে আদালতের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদেরও এই বিষয়ে কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের তরফে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকের ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেলও হ্যাক হয়ে যায়। লাইভ স্ট্রিমিং চলাকালীন ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচার শুরু হয়।

মুখ্যসচিবকে পালটা মেল নয়া সংগঠনের

অভয়া তহবিলে প্রশ্ন

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : এবার আট দফা দাবি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ই-মেল করল সদ্য গঠিত জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। এতদিন ১০ দফা দাবি নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে একা দাপিয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। নতুন সংগঠন হওয়ার পরেই পুরোনো সংগঠন (ফ্রন্ট)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই ই-মেল করলেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। তাঁদের দাবির প্রথমটিই ৮ অগাস্ট রাতে আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর তদন্ত ও অপরাধীর ফাঁসি। একইসঙ্গে 'অভয়া'-র নামে যে তহবিল গঠন হয়েছে, তাকে বেআইনি বলে অভিযোগ জানিয়ে তহবিল অডিটের দাবিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন।

ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর পরই জুনিয়ার ডাক্তাররা বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। তখনই জন্ম নেয় জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। 'অভয়া'-র মৃত্যুর বিচারের দাবির পাশাপাশি মোট ১০ দফা দাবি নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ওই দশ দফা দাবি নিয়ে বৈঠক করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়ার ডাক্তারদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ সহ কয়েকটি দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। এরই মধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগ ওঠে জুনিয়ার ডাক্তারদেরই একাংশের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন হাসপাতালের বেশ কিছু জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়। তাঁদের হাসপাতালে ও হস্টেলে ঢুকতে নিষেধ করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে হাইকোর্ট এই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেয়। অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'যারা থ্রেট কালচারের কথা বলছে, তাদের বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। ফ্রন্টের হয়ে কথা বলায় তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে।'

যে ১০ দফা দাবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন সংগঠন মুখ্যসচিবকে ই-মেল করেছে, তার অন্যতম 'অভয়া'র মৃত্যুর পর বিচারের দাবিতে যে তহবিল গঠন হয়েছে তার অডিট। অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে অভিযোগ করেছে, ওই তহবিলে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। ফ্রন্ট অবশ্য আগেই জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় এই টাকা দিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের অপর দাবি, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে 'থ্রেট কালচার'-এর যে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা। আবার কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে একপক্ষের বক্তব্য শুনে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগে বহু জুনিয়ার ডাক্তারকে হাসপাতালে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে আরজি করের ৫১ জন জুনিয়ার ডাক্তার ছিলেন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশে তাতে স্থগিতাদেশ মিলেছে। ফ্রন্ট-এর দাবিমতো টাস্ক ফোর্স, রোগী কল্যাণ সমিতি সহ সমস্ত কমিটিতে নিজেদের প্রতিনিধিও চেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। ফ্রন্টের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব তারা দাবি করেছে।

মরচে ধরা কাঁচি

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : রোগীর অপারেশন করার সময় ভেঙে গেল মরচে ধরা কাঁচি। এসএসকেএম হাসপাতালের এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। ভেঙে যাওয়া কাঁচির ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে তারা। বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। অভিযোগ, অপারেশনের সময় হঠাৎই ভেঙে যায় ওই কাঁচিটি। তখনই দেখা যায়, সেটিতে মরচে পড়ে আছে। সেই মরচের ওপরেই রঙের প্রলেপ থাকায় তা ধরা যায়নি। কিছুদিন আগে আরজি করে ট্রমা কেয়ারে রক্তমাখা গ্লাভস নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। এবার অভিযোগ উঠল এসএসকেএমে।

সময়সূচি বদল

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : একাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-২ পরীক্ষার সময়সূচিতে বদল আনল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৩ মার্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। একই সঙ্গে সিমেস্টার-২ পরীক্ষাও চলবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, সিমেস্টার-২ পরীক্ষা দুপুর ৩টের পরিবর্তে বেলা ২টো থেকে ৪টে অবধি হবে। তবে ভিজুয়াল আর্ট, মিউজিক ও ভোকেশনাল সাবজেক্টের পরীক্ষা হবে দুপুর ২টো থেকে ৩.১৫ মিনিট পর্যন্ত। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাও সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

ডাক্তারদের পাশে আর নয় : শুভেন্দু

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ২৮ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে বিজেপির একেবারে ইউ-টার্ন। এই আন্দোলনের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না বিজেপি। স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জুনিয়ার ডাক্তাররা অবশ্য কখনোই বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে রাজি ছিলেন না। বরং ওই আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে গো ব্যাক স্লোগান শুনে ফিরতে হয়েছিল।

তবুও জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে তাঁরা আছেন বলে এতদিন মন্তব্য করতেন বিজেপি নেতারা। সোমবার পুরো উলটো কথা শোনা গেল শুভেন্দুর মুখে। তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু যেদিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, সেদিন থেকে আমরা জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য রবিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের সমালোচনা করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার আরও এক ধাপ এগিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দূরের কথা, সহানুভূতিও বিজেপির থাকবে না বলে স্পষ্ট করে দিলেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার করতে তিনি সোমবার ঝাড়খণ্ড পৌঁছেছেন। যদিও যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি বাংলার ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

শুভেন্দু শুধু বলেন, 'বাংলায় হিন্দুরা ভোট দিতে পারেন না। এর আগে চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শুধু বিজেপির নয়, সিপিএম, তৃণমূলের হিন্দু ভোটাররাও ভোট দিতে পারেননি। দিতে পারলে মমতার সরকার পড়ে যাবে। কোনও সনাতনী, হিন্দু ও জনজাতি ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না।'

প্রাক্তন মন্ত্রী সাইরানি প্রয়াত

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : মারা গেলেন বাম জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি। সোমবার দুপুরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি মারা যান। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। সম্প্রতি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসাবে প্রথমবার নির্বাচিত হন তিনি। তবে সাইরানির জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। দাদা রমজান আলি ছিলেন জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপুটে নেতা ও বিধায়ক। সেই রমজান আলির মৃত্যুর সূত্রেই শিক্ষকতা ছেড়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ হাফিজের। এরপর ১৯৯৬ ও ২০০১ দুইবারই ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তিনি। বিধায়ক হওয়ার পর, বামফ্রন্টের শরিক হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে সমবায় দপ্তরের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা ও সংগঠনে গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য বামফ্রন্টের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন হাফিজ। জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই কাজ করেছেন। অশোক ঘোষের মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিবাদের জেরেই ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়েন তিনি। এরপর ৩ নভেম্বর তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। সাইরানির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় এবং প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে সাইরানির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন ছত্তিশগড়-এর এক বাসিন্দা

ছত্তিশগড়, করবা - এর একজন বাসিন্দা রেনু দেবী আগারওয়াল - কে 12.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90H 88125 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করবে এবং জীবনযাত্রার মাণকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমি ছাড়াও, আমার পুরো পরিবার ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

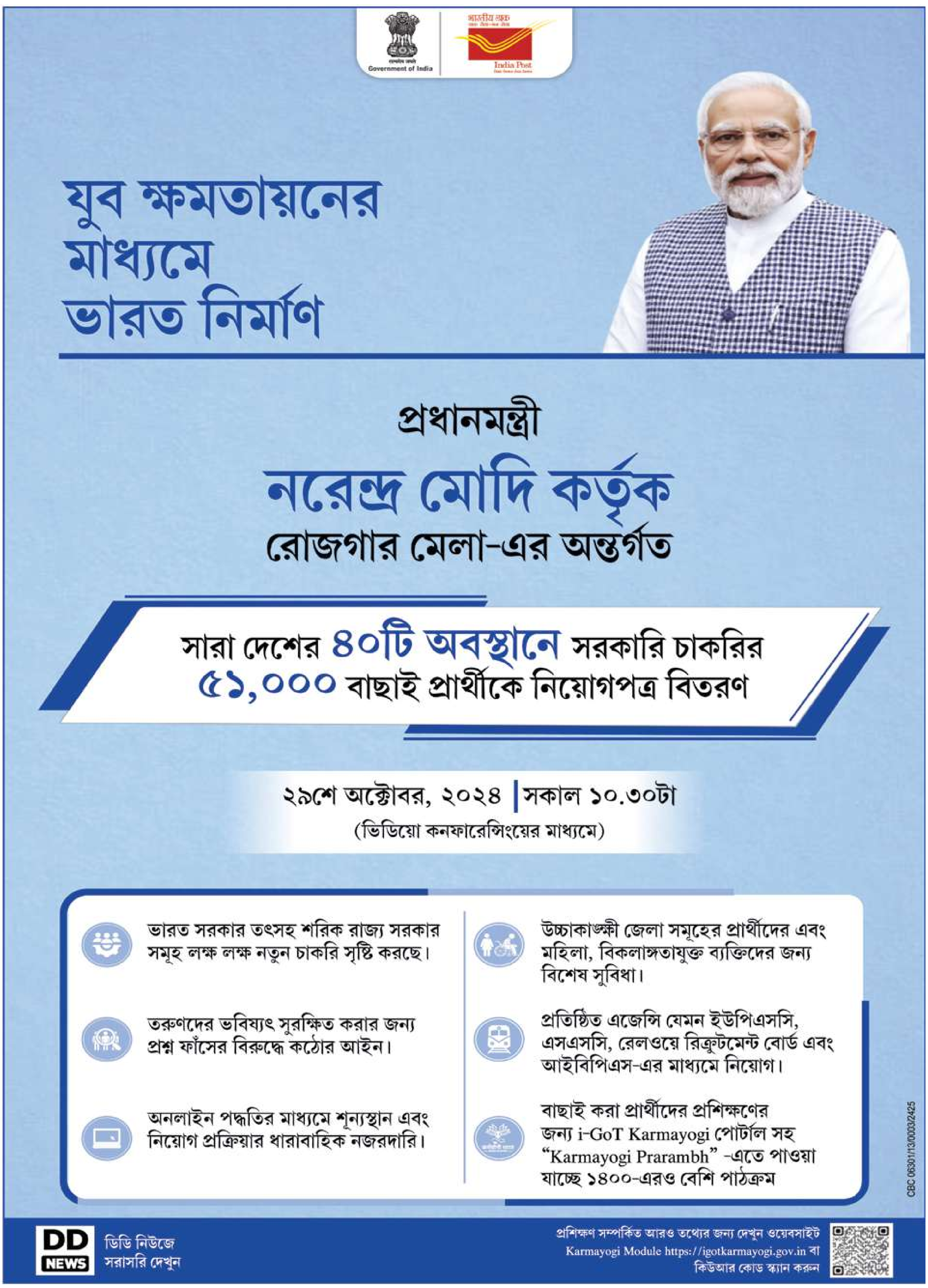

মঙ্গলবার, ১২ কার্তিক ১৪৩১, ২৯ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৯ সংখ্যা

আত্মতুষ্টির বিপদ

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে সাম্প্রতিক হার ফের কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, দুর্বল স্ট্র্যাটেজি ও আত্মতুষ্টিকে প্রকাশ্যে এনেছে। যদিও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু হরিয়ানায় সেই সাফল্য তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে দলটি। লোকসভা ভোটে বিজেপির 'অবকি বার চারশো পার'-এর রথ রুখে দিতে অবশ্য কংগ্রেস সহ প্রায় সব বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ওই ভোটের শিক্ষা হরিয়ানায় বাস্তবায়িত হয়নি।

শতাব্দীপ্রাচীন দলটির হারের প্রাথমিক কারণগুলির অন্যতম অনৈক্য। আরও স্পষ্ট করে বললে উপদলীয় কোন্দল। নেতৃত্ব নিয়ে দলের দুই প্রবীণ নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা ও কুমারী শৈলজার দ্বন্দ্ব ভোটারদের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়িয়েছে। এর জেরে কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভোটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই মতবিরোধ দলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিজেদের সমন্বিত শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিল। ভোটারদের মধ্যে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

আম আদমি পার্টির (আপ) মতো বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট তৈরির ব্যর্থতা ছিল আরেকটি মস্ত ভুল। এই ভুলটি বিজেপির কাজ সহজ করে দিয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলির মতো হরিয়ানার নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি) এবং জননায়ক জনতা পার্টির (জেজেপি) এখনও কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষত গ্রামীণ ও বর্ণপ্রধান এলাকায় প্রভাব আছে। সেই বিরোধী ভোটের টুকরো টুকরো হয়ে থাকা বিজেপির পায়ের নীচের মাটিকে মজবুত করেছে।

কংগ্রেসের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিজেপি কৌশলগত শক্তি দেখিয়েছে। যার ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষ থাকা সত্ত্বেও হরিয়ানায় তৃতীয়বার সহজেই সরকার গঠন করে ফেলল সর্বভারতীয় শাসকদল। দলটির স্থিতিশীল সরকার ও উন্নয়নকেন্দ্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি ভোটারদের বড় অংশে প্রভাব ফেলেছে। বিপরীতে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তুলে ধরতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্থানীয় সমস্যা ও আঞ্চলিকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সরকার বিরোধী মনোভাব নিয়েছিল। অন্যদিকে, বিজেপি তৃণমূল স্তরের ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও আর্থিক সমৃদ্ধি তুলে ধরেছে।

এই কৌশলে কংগ্রেসকে বলে বলে গোল দিয়েছে বিজেপি। সেজন্য এরকম ফলের পিছনে কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি অন্যতম কারণ। লোকসভা নির্বাচনের নজরকাড়া সাফল্যে বিরোধীরা বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এমন বাড়তি আত্মবিশ্বাসকে কংগ্রেস হরিয়ানায় পুঁজি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত দলীয় নেতৃত্ব ভেবেছিল, শুধুমাত্র সরকার বিরোধী ফ্যাক্টরই বিজেপিকে হটাতে যথেষ্ট। ফলে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শক্তিশালী স্থানীয় নেতৃত্বের বিষয়টি অবহেলিত থেকেছে।

ভবিষ্যতেও এই সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি সংশোধন না হলে বিজেপির মোকাবিলা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। বিশেষত যেসব রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিশালী, সেখানে সাফল্য পেতে তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। কংগ্রেসেও স্বচ্ছতা ও অভ্যন্তরীণ সংহতি তৈরি জরুরি। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ছাড়া ভোটারদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা অসম্ভব। দলটি জন্মের পর থেকেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ। হরিয়ানার নির্বাচন সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

বর্তমানে বিজেপির একাধিপত্য সমালোচনার মুখে। এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সুসংহত জোট তৈরিতে বিরোধীরা এখনও ব্যর্থ। লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সাফল্যে প্রমাণিত, দেশে এখনও তাদের জনসমর্থন রয়েছে। কৌশলগত দূরদর্শিতা ও সুসংহত ঐক্য ছাড়া সেই সমর্থন ইভিএমে একত্রীকরণ করা অসম্ভব। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজাতে চাইলে কংগ্রেসকে আঞ্চলিক দলগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

অমৃতধারা

ঈশ্বর তোমায় বাণী পাঠান না কারণ তোমার শ্বাসের চেয়েও তিনি বেশি কাছের। তিনি শুধু তোমায় জাগিয়ে তোলেন। তুমি কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পার না। ঈশ্বরের সমীপ হবার চেষ্টায় আন্তরিক হও, তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করও না। তাঁর শরণে তোমাকে যেতেই হবে- আজ নয়তো আগামীকাল। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে ভয় পেও না। তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বর বৈচিত্র্যপ্রেমী। তিনি শতনামে শত আকারে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাঁর বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

অনেক ভারতীয়র ভোটই পাবেন না কমলা

সাতদিন পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কমলা হ্যারিস এগিয়ে। এখন লড়াই হাড্ডাহাড্ডি।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অধিকাংশ মিডিয়াতে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে আগে থেকে তেমন আলোচনা হয় না। আমরা সেই দেশে থাকার সময় থেকেই দেখে আসছি, নির্বাচনের শেষে ফলাফল প্রকাশিত হলে তার একটা ঘোষণা খবরের কাগজ, টিভি, রেডিওতে প্রচার করা হয় সংক্ষিপ্ত খবর হিসেবে। এর বেশি কিছু নয়।

অথচ, মার্কিন দেশের ভোটের ওপর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিশেষ করে নব্বইয়ের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ার, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অর্থনৈতিক সুপার জায়েন্ট হিসেবে এই মুহূর্তে আমেরিকার সমান্তরাল শক্তি আর কেউ নেই। এবং এই মহাদৈত্যের অর্থনীতির আসল চালিকাশক্তি হল যুদ্ধব্যবসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে সমরাস্ত্র উৎপাদন এবং সারা বিশ্বে তার বিক্রি ও মুনাফার মাধ্যমেই আমেরিকা তার সম্পদ সুবিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে। সংক্ষিপ্ত হিসেব হল, আজকের রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি মহাশক্তিধর দেশগুলি সব মিলিয়ে যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে, কেবলমাত্র মার্কিন দেশই তার চেয়ে অনেক বেশি তা করে থাকে।

বলা হয়, আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে কোনওভাবে তার সমরাস্ত্রের এই ব্যবসা কেড়ে নেওয়া হয়, আমেরিকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাই শুধু আমেরিকার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনের ফলের ওপর সারা বিশ্বের যুদ্ধ ও শান্তি পরিস্থিতি নির্ভর করে আছে। এবং ঠিক যেমন পটেটো চিপস বা কোক, পেপসি, ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট তাদের বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ও সহজলভ্যের মাধ্যমে তাদের প্রোডাক্টগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বে, মার্কিনি যুদ্ধবাণিজ্য কর্পোরেশনগুলোও তাদের প্যাকেজিং এমনভাবে করে ফেলেছে যে আমেরিকার মানুষ মনে করছে, আমেরিকার সারা বিশ্বে লাগাতার যুদ্ধ আসলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই। সেই যেমন জর্জ অরওয়েল তাঁর বিখ্যাত ১৯৮৪ গ্রন্থে লিখে গিয়েছিলেন, ওয়ার ইজ পিস। যুদ্ধ আসলে শান্তি।

মগজধোলাই এক আশ্চর্য শৈল্পিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। হীরক রাজা অথবা হাল্লার রাজার কথা মনে পড়ে যায়। 'নিস্তার নাহি কাহারো সটকে।' কোনও না কোনওভাবে আমরা আজকের পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার শিকার। সে আমরা কলকাতায় থাকি, ঢাকায়, অথবা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু কিংবা আফ্রিকা। গোর ভিডাল বলেছেন, ইজরায়েলের সৃষ্টির পর, সেই ১৯৪৮ সাল থেকে, এমন কোনও বছর যায়নি, যে বছর আমেরিকা পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকেনি।

এবং আমেরিকার দুই প্রধান রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুই-ই এই যুদ্ধব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাদের পিছনে ট্রিলিয়ন ডলার কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে প্রধানই হল যুদ্ধবাণিজ্যের ধারক ও বাহক। যুদ্ধের পরেই আসে ড্রাগ (ওষুধ, হাসপাতাল, এবং আবার সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগে এমন সমস্ত ড্রাগ তো আছেই), তার সঙ্গে যোগ করুন গোপন চ্যানেল দিয়ে রপ্তানি ও বিশেষ করে আমদানি করা মাদক, যা আমেরিকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য। এবং এইসব ভয়ানক মাদকের কারণেই পৃথিবীতে অনেকগুলো যুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায়, আফগানিস্তানে, আফ্রিকায় এবং আরও অনেক দেশে আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার প্রধান কারণই হল মাদক চালান ও জোগান- এমনই বলা হয়ে থাকে।

তারপর আছে গাড়ির ব্যবসা, তেল, কম্পিউটার, মাইক্রোচিপস, ওই কোক পেপসি ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট, ব্যাংকিং মহাবাণিজ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেক্স ইন্ডাস্ট্রি।

২

বিগ মিডিয়াতে অবশ্য এসব বিষয়ে নিয়ে কখনও বিশদ আলোচনা আমি শুনিনি। দেশেও নয়, এদেশেও নয়। ১৯৮৫ থেকে আমেরিকায় আছি। প্রথমে বিজ্ঞান এবং তারপর সাংবাদিকতার ছাত্র হওয়ার কল্যাণে মিডিয়াকে বিশেষভাবে ফলো করেছি। এসব অ-জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, সিবিএস, এবিসি, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বড় বড় মিডিয়া আউটলেটে দীর্ঘ এবং বিশ্লেষণমূলক কোনও আলোচনা কখনও আমি হতে শুনিনি।

এই আসল খবর বর্জনের মিডিয়া মডেলের নাম আমি দিয়েছি 'জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন।' অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল, বেসবল, হলিউড, বলিউড, টলিউড ইত্যাদি নিয়ে হাজার গপ্পো ফাঁদার প্রচুর সময় ও পরিসর মিডিয়ার আছে। কিন্তু মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু, অর্থনীতি, দৈনন্দিন সমস্যা, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় মিডিয়ার নেই।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে জাতীয় নেটওয়ার্কগুলোতে সম্প্রচারিত ডিবেট হয় দুই পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে, সেখানেও কখনও কেউ প্রশ্ন করে না, কেন আমেরিকার মতো একমাত্র সুপারপাওয়ার দেশেও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কোভিডে মারা যায়, এদেশে প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন কেন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, অথবা সারা পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই কেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার মানবিক অধিকাররূপে গণ্য হয় না?

আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব।

কখনও জিজ্ঞেস করা হয় না, কেন আমেরিকায় বন্দুকবাজির বীভৎসতার কারণে যেখানে-সেখানে যখন-তখন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়? কেন আমেরিকার জেলগুলোতে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক বন্দি আটক থাকে, এবং তাদের শ্রমকে প্রায় বিনামূল্যে কাজে লাগিয়ে নেয় মার্কিন কর্পোরেশনগুলো।

আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব। তাদের প্রার্থীদের ওই জাতীয় নেটওয়ার্কের ডিবেটে অংশ নেওয়া অসম্ভব, কারণ অন্তত পাঁচ শতাংশ ভোট প্রাথমিক স্তরের নির্বাচনে না পেলে আইন অনুসারে বিতর্কে অংশ তাঁরা নিতে পারবেন না। এমনকি, অতি-জনপ্রিয় ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট রাজনীতিবিদ বার্নি স্যান্ডার্সকেও বিশাল পরিমাণ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং তাদের পেটোয়া মিডিয়া নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বিগ মিডিয়া সুকৌশলে বাতিল করে দিয়েছিল, যাতে হিলারি ক্লিন্টন চূড়ান্ত প্রার্থী হতে পারেন। এবং তারপর ২০১৬-তে ট্রাম্প নামক খলনায়কের হাতে হিলারির পরাজয়।

এবারের নির্বাচনে আবার ট্রাম্প অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। যেহেতু কমলার বাবা কৃষ্ণাঙ্গ, এবং তিনি নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সেই কারণে এমনিতেই বহু প্রবাসী ভারতীয় মার্কিন নাগরিক তাঁকে ভোট দেবেন না, এমনই আমাদের তৃণমূল স্তরের ধারণা। এই ভারতীয়রা মনে করেন, কর্পোরেট আমেরিকার সাফল্যেই তাঁদের অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং, সেই ওয়ান পার্সেন্টের নেতা ট্রাম্পই পারেন তাঁদের সেই বাড়বাড়ন্তকে আরও বাড়িয়ে তুলতে।

দেশের ভেতরে বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, বন্দুকবাজি, নারী নির্যাতন, একনায়কতন্ত্রের নতুন হিটলার ট্রাম্প, যাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র কলঙ্কিত? যিনি বিশাল বিশাল অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত?

অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয় ও বাঙালি এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। ট্রাম্প ফিরে এলে আমেরিকায় গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়ে বসবে। বিজ্ঞানবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী, ইমিগ্রান্টবিদ্বেষীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে খোলা অস্ত্র নিয়ে। এবং তার প্রভাবে ভারত, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বেই স্বৈরাচারী ধর্মান্ধরা উল্লাসে ত্রিশূলনৃত্য করবে।

(লেখক নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। প্রাবন্ধিক।)

আজ

১৯৯৬

অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭১

প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার ম্যাথু হেডেনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা ম্যাচটা নিয়ে ভারতে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয়ও উঠে এসেছে অনেকের আলোচনায়। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, স্পেনের মতো ভারতেও রিয়াল, বার্সেলোনার সমর্থকরা তর্কাতর্কিতে মেতে উঠেছিল।

-নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

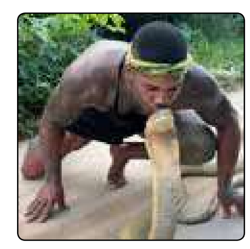

কিং কোবরাকে ধরা তো দূরের কথা, কাছে ঘেঁষার জন্যও সাহস দরকার। এবার সেই কিং কোবরার মাথায় চুম্বনের ভিডিও ভাইরাল। বিশাল কিং কোবরাকে বাগে আনেন এক ব্যক্তি। তারপর সাপের মাথায় চুমু দেন। অবাক নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

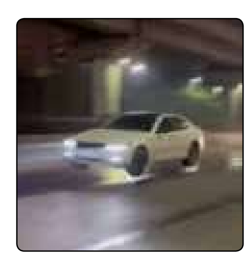

গাড়ির গতিতে রাশ টানে স্পিডব্রেকার। গুরুগ্রামে এহেন এক স্পিডব্রেকার রয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য রাস্তার ধারে নেই কোনও চিহ্ন। গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে স্পিডব্রেকারের ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে কার্যত লাফালাফি করছে। ভাইরাল সেই ভিডিও।

জনমন জনমত

যত্রতত্র কফ-থুতুতে জরিমানা হোক

শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু রাস্তায় হেঁটে চলাফেরা করা খুব কষ্টকর। কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে গল্প করার সময়, হেঁটে পথ চলতে চলতে কিংবা বাইক-সাইকেল-টোটো থেকে রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পান-গুটখার পিক ফেলে থাকেন। রাস্তার বাইরে বা ড্রেনে ফেললে রাস্তা এতখানি নোংরা হয় না। বিশেষ করে সুভাষপল্লি বাজার থেকে হাতি মোড়, কোর্ট মোড় থেকে হাসপাতাল খুব নোংরা।

এর আগে বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেশনের কোনও নোটিশ বা জরিমানার নোটিশ চোখে পড়েনি। এই অবস্থায় মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনারকে অনুরোধ, আপনারা বিজ্ঞপ্তি জারি করুন।

রাস্তাটা ডাস্টবিন নয়, মানুষের চলাফেরার জন্য। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা করবেন, তাঁদের জরিমানা করা দরকার। এ বিষয়ে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- তাপসকুমার দত্ত, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

ব্লাড ব্যাংক চাই মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম, এই হাসপাতালে কোনও ব্লাড ব্যাংক নেই। ফলে রক্তের প্রয়োজনে এই মহকুমার মানুষকে সুদূর জলপাইগুড়ি শহরে ছুটতে হয়, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং চরম দুর্ভোগের।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি, হলদিবাড়ি সহ মেখলিগঞ্জের সব মানুষ নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের দাবি জানানো হলেও প্রশাসন বিষয়টিকে উপেক্ষা করে এসেছে। বিধায়ক সাংসদ কেউই এই বিষয়ে নাক গলাননি। ফলে এখানকার মানুষ চরম হয়রানির শিকার। এই দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্লাড ব্যাংক স্থাপনে পদক্ষেপ করতে হবে।

-রঞ্জিতকুমার রায়, মেখলিগঞ্জ।

সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে মানুষ

গত কয়েকদিনে ডুয়ার্স এলাকায় বেশ কয়েকবার মর্মান্তিকভাবে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দুটি শহর অথবা লোকালয়ের মাত্র এক-দুই কিলোমিটারের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে, রাস্তার পাশে আহত ব্যক্তি পড়ে কাতরাতে থাকলেও সেই পথে যাতায়াতকারী অন্য পথযাত্রী সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথবা অন্য কাউকে দুর্ঘটনার খবরটুকু পৌঁছে দিচ্ছেন মাত্র। অথচ সময়মতো পুলিশে বা যোগ্য লোকের কাছে (সমাজসেবী) খবর দিলে হয়তো সেই সব প্রাণ বাঁচানো যেত। এখন মানুষজন এই ধরনের দায়িত্ব নিতে ভুলে যাচ্ছে, যা খুব দুঃখজনক। এইসব সামাজিক দায়িত্বভার কাউকে নিতে হবে।

-সুমন কুণ্ডু, বিন্নাগুড়ি বাজার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে ভোটে লাইন-স্লোগান নেই, ছুটিও নেই

সাধারণ ভারতীয়র পক্ষে আমেরিকার ভোটের ছবি কল্পনা করা কঠিন। ফাইভস্টার হোটেলের মতো পরিবেশে ভোট হয়।

রুমি বাগচী

আরেকটু হলেই ভোটের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম।

যদিও আমেরিকায় সবসময়ই নভেম্বরের এক তারিখের পর প্রথম মঙ্গলবারেই ভোট হয়। কিন্তু চারদিকে একটাও দেওয়াল লিখন নেই, ভাষণ-স্লোগানও নেই, ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভোটের প্রচার বলতে অডিটোরিয়ামে ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে ডিবেট। আর কিছু র‍্যালি। প্রথমে নিজের দলের মধ্যে ডিবেট করে মনোনয়ন পাওয়া। তারপর বিপক্ষের সঙ্গে। এই ডিবেটের মধ্যে দিয়েই যা কিছু প্রচার।

ভোটের আগে পোস্টে বাড়িতে একটি নকল ব্যালট আসে। ব্যালট একটা চটি বই-এর মতো। কারণ একসঙ্গে প্রায় পনেরো-ষোলোটা ভোট দিতে হয়। প্রেসিডেন্ট, সেনেটর, গভর্নর নির্বাচন ছাড়াও ম্যারিজুয়ানাকে আইনসম্মত করা উচিত কি না, স্কুল সিস্টেমে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, এমনকি কোনও বিশেষ গাছ কাটা উচিত কি না- এই সব কিছুই ব্যালটে থাকে। এতগুলো ভোট সময় নিয়ে মনস্থির করার জন্য এই 'প্র্যাকটিস ব্যালট' বাড়িতে আসে। ওই ব্যালটেই ভোটটা দিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে আসল ব্যালটে কপি করে দিই।

ভোটে কোনও ছুটি নেই। অফিসে যাওয়ার আগে অথবা পরে অথবা লাঞ্চ ব্রেকে ভোট দিতে হয়। প্রতিবারই ভোট দিতে এসে মনে হয় এ কেমন নীরব, নিষ্প্রাণ ভোট পর্ব! স্লোগান নেই... পোস্টার নেই... রাত জেগে দেওয়াল লিখন নেই! সবচেয়ে বড় কথা, ভোট উপলক্ষ্যে সবার সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও নেই।

ফাইভ স্টার হোটেলের মতো একটি বিল্ডিংয়ের কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট ওয়েলকাম জানাল। লাইন তো স্বপ্নাতীত। আমি ছাড়া কখনও একজন দুজনের বেশি কাউকে দেখিনি। তবু সোফা, টেবিল, ম্যাগাজিন, পানীয় জল, সুদৃশ্য বাথরুম-- সব আছে।

তবু শিলিগুড়ির ভোট-উৎসবের কথা ভেবে মন স্মৃতিবিধুর হয়। হ্যাজাকের আলোয় রাত জেগে দেওয়াল লিখন। অটোতে স্লোগান দিতে দিতে সারা শিলিগুড়ি ঘোরা।

এইদিন পাড়ার সমস্ত মানুষকে দেখতে পাওয়া যেত। যে ছেলেটি চাকরি করতে অন্য শহরে গেছে, সেও আজ ছুটি নিয়ে এসেছে। আর যে বৌটির সদ্য বিয়ে হয়েছে, সে আজ ভোট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। যদি ভিড় না থাকত, দু'মিনিটে ভোট দিয়ে বৌটিকে বাড়ি ফিরতে হত, তাহলে কি তাঁর জীবনের আলো একটু কমে যেত না!

আর পাড়ার যে মেয়েটি সদ্য বিয়ে হয়ে অন্য পাড়ায় চলে গিয়েছে, কিন্তু তার নামটি রয়ে গিয়েছে এই পাড়ায়, সেও আজ এসেছে ভোট দিতে। যদি ভিড় হওয়ার এই মুল্যবান অজুহাতটি না থাকত, তাহলে তার জীবন থেকে একটি রঙিন দিন কি হারিয়ে যেত না!

সারি সারি কিউবিকলের একটিতে গিয়ে টাচ স্ক্রিন কম্পিউটারে নির্বাচন করে প্রিন্টআউট নিয়ে পাশের একটি মেশিনে ঢুকিয়ে দিলাম । চাকরির পরীক্ষাতে যেমন স্ক্যানট্রন কম্পিউটারে চেক করা হয়, তেমন-ই। ভোট দিয়ে 'আই ভোটেড' স্টিকার নিয়ে ফিরে আসতে সাত মিনিট লাগল।

দেখে অবাক হলাম যে স্টিকারে অন্য ভাষার সঙ্গে হিন্দিও আছে 'ম্যায়নে মতদান কিয়া' -- আমরা আছি বলে। এভাবেই কেউ কেউ ভালোবাসা আদায় করে নেয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৩

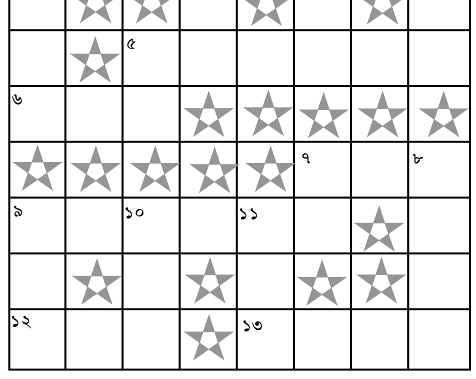

পাশাপাশি : ১। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা শত্রুতা ৩। খুব বেশি শীতল বা ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি, এখনও ফোটেনি ৬। পুঁজি বা অবলম্বন ৭। হরিণও হতে পারে মাছও হতে পারে ৯। আকাশ দিগন্তে যেখানে মিলিয়ে যায় ১২। রাজার অধীনস্থ বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক ১৩। রংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। যে দেহে প্রাণ নেই, মৃতদেহ ৩। মাছের ফুলকোর উপর যে কঠিন আবরণ থাকে ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। এই পাখি খুব উঁচুতে ওড়ে ৮। জাহাজে খালাসির কাজ ৯। কোনও কিছু দান করার ইচ্ছে ১০। কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১১। এক ধরনের লেবু।

সমাধান ■ ৩৯৭২

পাশাপাশি : ১। ঋত্বিক ৪। বহেড়া ৫। তাসা ৭। ভয়াল ৮। টায়টায় ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হল ১৪। জব্বর ১৫। সকাল।

উপর-নীচ : ১। ঋষভ ২। কবল ৩। গড়াপেটা ৬। সাশ্রয় ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারস ১২। নাগাল।

বিন্দুবিসর্গ

পাড়ার স্যাকরারা বিলুপ্তপ্রায়

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : সোনার দাম ভরিপিছু আশি হাজার টাকা ছুঁইছুঁই। তা সত্ত্বেও যতদিন যাচ্ছে, তত আলিপুরদুয়ার শহরে সোনার গয়নার বড় বড় শোরুম গজিয়ে উঠছে। আর সেখানে ক্রেতাদের ভিড়ও বাড়ছে। বড় শোরুমের চাপে নাভিশ্বাস উঠেছে ছোট ছোট সোনার দোকানের।

একসময় গলি রাস্তায় বা পাড়ার ভিতরে দেখা মিলত স্যাকরাদের। ছোট ছোট সেই দোকানের ভেতরেই বানানো হত গয়না। ক্রেতা ও বিক্রেতা, উভয়েই ছিলেন একে অপরের পরিচিত। সেইসব দোকানের কোনও কোনওটা টিমটিম করে টিকে আছে, কেউ কেউ আবার ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছেন।

এবছর আলিপুরদুয়ারে ধনতেরাসের বাজারে ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য পরিস্থিতি বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য বছরগুলোতে কিছুটা বিক্রি হলেও এবারে ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম। ব্যবসায়ীরা এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ তুলে ধরছেন।

কথা হচ্ছিল প্রশান্ত দাসের সঙ্গে। আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকায় গত প্রায় ১৭ বছর ধরে ব্যবসা করে আসছেন তিনি। তিনি মনে করেন, বড় দোকানগুলোতে প্রচুর স্টক এবং বিভিন্ন ধরনের গয়না উপলব্ধ থাকে, যা ক্রেতাদের আকর্ষণ করে। যেহেতু সোনার গয়না চট করে বানানো সম্ভব নয়, তাই ক্রেতারা সাধারণত সেই দোকানগুলোতেই যান। কারণ সেখানে অনেক ভ্যারাইটি থেকে পছন্দ করার সুযোগ থাকে। তাঁর কথায়, 'এই পরিস্থিতিতে ছোট দোকানগুলোর পক্ষে প্রতিযোগিতা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে।'

আলিপুরদুয়ার পুরান বাজার এলাকায় অনেকদিন ধরেই সোনার গয়নার ব্যবসা করছেন রামকৃষ্ণ সরকার। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর দোকানের ক্রেতা ছিলেন আশপাশের মধ্যবিত্ত বাসিন্দারা। রামকৃষ্ণ মনে করেন, তাঁর ক্রেতা কমছে কারণ সোনার দাম ক্রমশ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ধনতেরাসের মুখেও তাঁর দোকানে সেভাবে ভিড় দেখা যাচ্ছে না। কারণ সোনার চড়া দামে এখন অনেকেই বাধ্য হয়ে ধনতেরাসে সোনার বদলে রুপোর গয়না কিনছেন। কেউ কেউ বাসনপত্র কিনছেন।

কথা হচ্ছিল এক ক্রেতা রিয়া দে'র সঙ্গে। তিনি আবার তুলে আনলেন বিশ্বাসের ব্যাপারটা। ছোট দোকান থেকে তাঁর গয়না কেনার অভিজ্ঞতা নাকি ভালো নয়। বললেন, 'কয়েক বছর আগে ছোট দোকান থেকেই গয়না কিনেছিলাম। পরপর দুটো গয়না কিনলাম, দুটোই কয়েকদিন ব্যবহারের পরই ভেঙে গেল। তাই সত্যি কথা বলতে আর ভরসা পাই না।'

আরেক ক্রেতা শ্রাবণী সরকারেরও একই মত। বললেন, 'অনেক বছর আগে আমাদের একটি বাঁধা দোকান ছিল। মা, কাকিমারা সবাই সেখান থেকেই সমস্ত সোনার গয়না নিত। কিন্তু পরবর্তীতে সোনা বদলে নেওয়ার সময় দেখেছি, সেই সোনার বিশুদ্ধতা অনেক কম। বিক্রি করতে গেলে ভালো দাম পাই না। তাই এখন ব্র্যান্ডেড দোকান ছাড়া আর কোনও জায়গা থেকে কিনি না।'

এই যে বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলা হচ্ছে, সেই সমস্যার কথা মানছেন ব্যবসায়ীরাও। আলিপুরদুয়ার কোর্ট মোড় এলাকায় সোনার গয়নার দোকান রয়েছে ভানু দাসের। তিনিও মানছেন যে, ক্রেতাদের মধ্যে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে ছোট দোকানের সোনার মান ভালো নাও হতে পারে। যদিও এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়, তবু অনেক ক্রেতা নিরাপত্তার খাতিরে বড় দোকান থেকে কেনাকাটা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এর ফলে ছোট দোকানগুলোর বিক্রিতে এর প্রভাব পড়ছে।

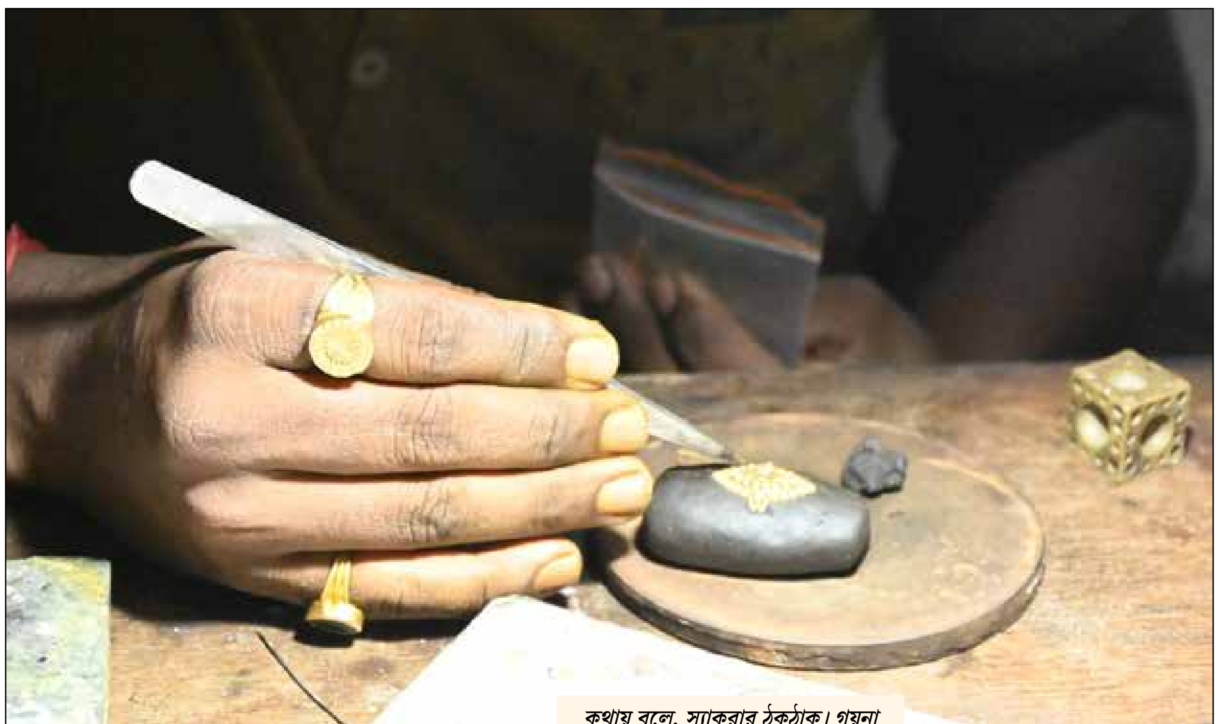

কথায় বলে, স্যাকরার ঠুকঠাক। গয়না বানানোর এমন দৃশ্য আর দেখাই যায় না।

> কয়েক বছর আগে ছোট দোকান থেকেই গয়না কিনেছিলাম। পরপর দুটো গয়না কিনলাম, দুটোই কয়েকদিন ব্যবহারের পরই ভেঙে গেল। তাই সত্যি কথা বলতে আর ভরসা পাই না।
>
> **রিয়া দে** *ক্রেতা*

দু'দিন বসবে বাজি বাজার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৮ অক্টোবর : গতবারের সাধ এবার মিটতে পারে। এবছর ফালাকাটার বাসিন্দারা শহরেই কিনতে পারবেন সবুজ বাজি। পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজির অস্থায়ী বাজার তৈরি হচ্ছে ফালাকাটায়। শহরের হাটখোলার ছটপুজো ঘাটে এই বাজি বাজার বসবে। কালীপুজোতে নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট রুখতে এই প্রথম ফালাকাটায় পুরসভা, পুলিশ ও দমকলের উদ্যোগে সবুজ বাজি বাজার বসতে চলছে। আর এর ফলে এবার শহরে কালীপুজোয় নিষিদ্ধ বাজির ব্যবহার রুখতে সাফল্য পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার হাটখোলার ছটপুজোর ঘাটে বাজি বাজার বসবে। সবুজ বাজির ক্রেতারা বাজারে এসে কিনতে পারবেন। এর জন্য আমরা সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই নিচ্ছি।'

রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো বাজি বাজারে শুধুমাত্র সবুজ বাজিই বিক্রি হবে। প্রশাসন জানিয়েছে, হাটখোলার ছটপুজোর ঘাটে বাজি বাজার বাদেও শহরের অন্যত্র কেউ বাজি বিক্রি করলে তাঁকে প্রশাসনের নির্দিষ্ট অনুমোদন নিয়ে, তবেই শুধুমাত্র সবুজ বাজি বিক্রি করতে হবে। আর কেউ বেআইনিভাবে বাজি বিক্রি করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাটখোলার ছটপুজোর ঘাটে স্টল দেওয়ার জন্য পুলিশ, দমকল, বিদ্যুৎ দপ্তর সহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি অনুমোদন দিয়েছে। শহরের অন্যত্র দোকান দিলেও একই অনুমোদন নিতে হবে ব্যবসায়ীদের।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'সবুজ বাজি বাজারে পসরা সাজিয়ে বসার জন্য ৫ থেকে ৭ জন লাইসেন্স পেয়েছেন। তাঁদের দিয়েই বাজি বাজার শুরু করা হচ্ছে। এই বাজার চালাতে নিরাপত্তার খাতিরে দমকল ও পুলিশ সহ সব ধরনের ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।'

এদিকে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর দুর্গাপুজোর আগে পুলিশ নিষিদ্ধ বাজি রুখতে তৎপর হয়েছিল। তবে অভিযান করে শহরে শব্দবাজি অবশ্য পায়নি পুলিশ। তাই তাদের দাবি, সদ্য

ফালাকাটা

হয়ে যাওয়া দুর্গাপুজোয় অন্য বছরগুলির তুলনায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি কম পুড়েছে। এদিকে, বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত বছর ফালাকাটায় সবুজ বাজি বাজার বসেনি। এমনকি প্রশাসনের নজরদারিও ছিল কম। তাই কালীপুজোতে প্রচুর শব্দবাজি পুড়েছে। এবার আগেভাগেই নিষিদ্ধ বাজি রুখতে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন নাগরিকরা।

সবুজ বাজির বাজার বসায় কি শব্দদানবের উৎপাত কমবে? শহরের এক বাসিন্দা বলেন, 'যতই সবুজ বাজি বাজার বসুক না কেন, তা সত্ত্বেও দেখব নজরদারির ফাঁকফোকর গলে কালীপুজোর রাতে শব্দবাজি পুড়বে। তাই এখনই নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান করা দরকার।'

বাজিমেলায় চাহিদা ফুলঝুরির

জয়গাঁ, ২৮ অক্টোবর : জয়গাঁয় গত বছর থেকে শুরু হয়েছে বাজিমেলা। এবার সেই মেলার দ্বিতীয় বছর। প্রথমবারের আয়োজনেই ভালো সাড়া মিলেছিল। তার উপর ভরসা করেই এবছর স্টলের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। আর মেলা শুরু হতে না হতেই বাজি কেনার ভিড় আগেরবারের তুলনায় বেড়েছে বলে দাবি বাজিমেলার বিক্রেতাদের।

জয়গাঁর গোপীমোহন ময়দানে বসেছে এই বাজিমেলা। গত বছর এই মেলায় ছিল ৬টি স্টল। এবছরে এই স্টলের সংখ্যা ১১টি। যাঁরা বাজি বিক্রি করছেন, তাঁরা পরিবেশবান্ধব বাজির পসরা সাজিয়েছেন। পরিবেশ দূষণ বা শব্দ দূষণ হয় এমন বাজির বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এই ধরনের বাজি কেউ বিক্রি করলে তার সব বাজি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে কড়া নির্দেশ রয়েছে প্রশাসনের। যে কারণে আরও বেশি করে কাজে লাগছে জেলা প্রশাসনের তরফে আয়োজিত এই বাজিমেলা। বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এবারে বাজিমেলায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে ফুলঝুরি। মাঝারি ও বড় আকারের ফুলঝুরির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। সাধ্যের মধ্যে এগুলোর দাম হওয়ায় ক্রেতাদের নজরও ফুলঝুরির দিকেই।

৩০০ টাকায় মিলছে বিশাল আকৃতির দুটি ফুলঝুরি। মাঝারি ফুলঝুরি ছয়টি বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। কেন এই বাজির চাহিদা বেশি? অনীশ জয়সওয়াল নামের এক বাজি বিক্রেতার কথায়, 'ফুলঝুরি একটি সুরক্ষিত বাজি। হয়তো সেই কারণে এর চাহিদা বেশি।' তবে তাঁর দাবি, শুধু ফুলঝুরি নয়, এবারে যে বাজিগুলি আনা হয়েছে সেগুলির একটি থেকেও বিষাক্ত ধোঁয়া বের হয় না। চোখ ও নাক জ্বালা করার প্রশ্ন নেই। তাছাড়া শটস, রংমশাল এবং তারাবাতিও ভালো বিক্রি হচ্ছে।

জয়গাঁ সহ দলসিংপাড়া এলাকার বাসিন্দারা এসে বাজি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাজি বাজার থেকে। নিরাপত্তার দিকে নজর রেখেছেন দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা। বাজি বাজারে এসেছিলেন দীপ ছেত্রী। বললেন, 'এখানে এসে সস্তায় মিলছে বাজি। আগেরবারের তুলনায় এবারে অনেক বেশি বাজির পসরা এসেছে। শটস এবং ফুলঝুরির বাহার রয়েছে প্রচুর। আলোর উৎসবে তো রোশনাই থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। আর এই বাজিগুলির বিকল্প কিছু হতে পারে না।'

কুইজে সাফল্য

কামাখ্যাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জাতীয় স্তরের কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলেন কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের পড়ুয়ারা। সোমবার এই কুইজ কম্পিটিশনে অংশ নিতে শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অসমে গিয়েছিলেন।

অসমের ধুবড়ি জেলার সাপটগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে এই কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী সন্তোষ কুমার দত্ত মেমোরিয়াল নামে জাতীয় স্তরের এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অসম ও পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের মোট পাঁচটি কলেজের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেন। তাতে কামাখ্যাগুড়ির কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের খবর মিলতেই সেখানকার পড়ুয়া ও শিক্ষক মহলে খুশি ছড়িয়ে পড়ে।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্যামলচন্দ্র সরকার বলেন, 'আমাদের কলেজ থেকে মান্টি কর্মকার, অর্পিতা চৌধুরী ও স্বর্ণালি দে সরকার এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জয় দাস ও ঝিলিক দেবনাথ ছাত্রছাত্রীদের গাইড করেন। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা সকলে খুশি এবং গর্বিত। এই সাফল্য অন্য পড়ুয়াদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে।'

জয়গাঁ কাণ্ডে বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : জয়গাঁতে সাত বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় সোমবার পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিএমের জেলা নেতারা। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর সঙ্গে সিপিএম নেতারা এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কথা বলেন। ওই ঘটনার তদন্তে পুলিশ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তানিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস। তিনি বলেন, 'আমরা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের বিষয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। তবে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি।' তাঁর অভিযোগ, 'পুলিশ তদন্ত করলেও আজকাল অপরাধীরা যথাযথ শাস্তি পাচ্ছে না।' এছাড়াও বৈঠকে মাদকদ্রব্যর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। বৈঠকে সিটুর জেলা সম্পাদক বিকাশ মাহালি সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

৫০ হাজার মূর্তিতে সাজবে 'রাম মন্দির'

আধ কোটির পুজো ডিআরএম মাঠে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : গত বছর কালীপুজোয় আলিপুরদুয়ার জেলায় সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছিল এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন। কর্ণাটকের বিধানসভার আদলে তৈরি তাদের পুজোমণ্ডপের চর্চা চলেছে উত্তরবঙ্গের অলিগলিতে। এবছরও জেলার অন্যতম বড় পুজোর আয়োজন করছে ওই সংগঠন। গত বছর বেঙ্গালুরু নিয়ে গেলেও এবছর এই পুজো উদ্যোক্তারা নিয়ে যাচ্ছেন অযোধ্যায়। সেখানের রাম মন্দিরের আদলে এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন মণ্ডপ তৈরি করছে আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআরএম মাঠে। ১৭০ ফুট চওড়া এবং ৮০ ফুট উচ্চতার এই মণ্ডপের কাঠামো তৈরি, কাপড় লাগানোর কাজ শেষ। সবমিলিয়ে খরচ হবে প্রায় আধ কোটি টাকারও বেশি। যদিও পুজোর বাজেট নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে নারাজ রেলের ঠিকাদাররা।

এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশবের সাধারণ সম্পাদক বাদশা রায়ের কথায়, 'অযোধ্যায় গিয়ে রাম মন্দির তো আর সবাই দেখতে পারেন না। তাই আমরা সেই সুযোগ করে দিচ্ছি আলিপুরদুয়ারে।' উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এবছরের পুজোর বাজেট সেরকমভাবে ঠিক হয়নি। তবে মণ্ডপ তৈরিতে খরচ হয় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। আনুষঙ্গিক বিভিন্ন খরচ মিলে পুজোর বাজেট ৩৫-৪০ লক্ষ টাকা।

পুজোর কয়েকদিন মূল মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। বিখ্যাত শিল্পীরা সেখানে অংশ নেবেন। যদিও সেই শিল্পীদের স্পনসর করছেন বিভিন্ন ঠিকাদার। এই খরচ যোগ করলে সহজেই ডিআরএম মাঠের পুজোর বাজেট ৫০ লক্ষ পার করে যায়।

পুজোর কিন্তু মূল আকর্ষণই মণ্ডপ। আলিপুরদুয়ারের শিল্পী বাবাই পাল এবং আসানসোলের শিল্পী তাপস হাজরা মিলে এই মণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন। ডিআরএম মাঠে গিয়ে দেখা যায়, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চলছে। রোজ প্রায় ২০০ জন কাজ করেন ওখানে। শিল্পী বাবাই বললেন, 'এতজনের খাওয়ার জন্য পাঁচ জায়গায় রান্না করা হচ্ছে। কেউ বাঁশের কাজ করছেন, কেউ প্লাই লাগানোর। রংয়ের কাজ, লোহার কাজ, কাপড় লাগানোর কাজের জন্য আলাদা লোক রয়েছেন। হুবহু রাম মন্দির তৈরির চেষ্টা রয়েছে।' শিল্পীরা জানাচ্ছেন এই মণ্ডপের রং হবে ইটের রং-এ।

কাপড়, প্লাই লাগানোর ধরন দেখে মনে হবে সিমেন্টের কাজ। একইসঙ্গে ১১০টি পিলার থাকছে ফাইবারের। যেগুলোও দেখতে সিমেন্টের মতোই হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মূর্তি লাগানো হবে। এগুলো তৈরি করা হচ্ছে ফোম ও ফাইবার দিয়ে। দেবদেবীর মূর্তির পাশাপাশি স্বর্গের অপ্সরাদের নৃত্যভঙ্গির আদলেও বিভিন্ন মূর্তি তৈরি হচ্ছে। কালীমূর্তির সঙ্গে বসানো হবে রামের মূর্তিও। এছাড়াও আরও কিছু ছোট নাটমন্দির তৈরি করা হচ্ছে ভেতরে। সেখানে গণেশ, শিবের মতো বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি থাকবে। বাইরে থাকবে তিনটি বড় ফোয়ারা। থাকবে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জাও। মূল মণ্ডপে লেসার শো রাখা রয়েছে। এছাড়াও মণ্ডপে ঢোকার পুরো রাস্তাই সাজানো হবে বিশেষ আলোকসজ্জায়। বাচ্চাদের আকর্ষণের জন্য ডিআরএম মাঠের চারদিকে ১২টি মেকানিক্যাল মডেল লাগানো হবে বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এবারও জেলার মধ্যে এই পুজোই যে 'সুপারহিট' হতে চলেছে, তা নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী উদ্যোক্তারা।

শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হচ্ছে এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিমা। সোমবার আলিপুরদুয়ারে।

ছাদের হাট কমিটির অনুষ্ঠানের মহড়া। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভাড়াবাড়িতে নয়া অফিস

ফালাকাটা, ২৮ অক্টোবর : সোমবার ফালাকাটার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নতুন ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হল। এদিন ধূপগুড়ি মোড়ের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি ভাড়াবাড়িতে নতুন অফিস চালু করা হয়েছে।

ফালাকাটার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার জীবন তামাং বলেন, 'আগে স্টেশন মোড়েও আমরা ভাড়াবাড়িতে ছিলাম। ওই ঘরটি ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় বাধ্য হয়ে এদিন নতুন একটি ভাড়াবাড়িতে আসতে হল। রেজিস্ট্রি অফিস থেকে জানানো হয়েছে, নতুন ভবনে অফিস শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে অফিসকর্মীদেরও সুবিধা হবে।' উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত মহানিবন্ধক নিমা শেরপা, জেলা নিবন্ধক সুরজ লেপচা, ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল রেঞ্জ-১২ ধ্রুব দাশগুপ্ত সহ অন্যরা।

স্মরণসভা

জয়গাঁ, ২৮ অক্টোবর : জয়গাঁয় ধর্ষণ ও খুন হওয়া নাবালিকার আত্মার শান্তিকামনা করে জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিন স্মরণসভার আয়োজন করেন। সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। মোমবাতি জ্বালানো হয় নাবালিকার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ফুল দেওয়া হয় তার স্মৃতিতে। পাঁচ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল বলেন, 'একটা জঘন্য অপরাধ হয়েছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি। আমরা সবসময় নাবালিকার পরিবারের পাশে আছি।'

ভূতচতুর্দশীতে ছাদে ভূতের নাচ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : হাতে আর মাত্র তিনদিন। তারপরেই কালীপুজো, দীপাবলি। চারিদিক রোশনাইতে ভরে উঠবে। তার একদিন আগেই ভূতচতুর্দশী। ওইদিন চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানো, চোদ্দো শাক খাওয়ার নিয়ম রয়েছে। সেই সমস্ত নিয়মের কথা মাথায় রেখে প্রতি বছরের মতো আলিপুরদুয়ার শহরে ছাদের হাট কমিটি তাদের এবছরের অনুষ্ঠানে ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এবছরের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য দুটি দিক হল, সুকুমার রায়কে স্মরণ ও আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবি জানানো হবে।

এবছর তাদের ষষ্ঠ বর্ষের অনুষ্ঠান। যা আগামী বুধবার শহরের বলাই মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ির ছাদে আয়োজিত হতে চলেছে। যার প্রস্তুতি ও মহড়া জোরকদমে চলছে।

সাগর গোস্বামী, ঋষিরাজ ঘোষ, অনুষ্কা দত্ত, গৌরব অধিকারীদের কথায়, 'হ্যালোইন আজকের দিনে পুরো জগতে জনপ্রিয়। কিন্তু আজকের দিনে অনেকেই আমরা ভুলে যেতে বসেছি আমাদের সংস্কৃতিতে ভূতচতুর্দশী বলে একটি বিষয় রয়েছে। তাই সেই বিষয়টিকে সকলের কাছে তুলে ধরতে আমাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যাতে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। ভবিষ্যতে তারাও যাতে এই ধারা ধরে রাখতে পারে তাই এই ভাবনা আমাদের।'

আগামী বুধবার সুকুমার রায়ের জন্মদিন। তাই তাঁকে উৎসর্গ করে অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনুষ্ঠানস্থলটি সুকুমার রায়ের সৃষ্ট সমস্ত চরিত্র চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। বাংলার ভূতেদের বিভিন্ন চরিত্র যেমন, তেমন করা হয়েছে তাদের সাজ। অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্থানীয় ব্যান্ড যেমন অনুষ্ঠান করবে তেমনি, একক অনুষ্ঠানও থাকবে। পাশাপাশি বাংলার ভূত শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদৈত্য, মেছোভূত, মামদোভূত, স্কন্ধকাটা প্রভৃতি সাজে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতাও থাকতে চলেছে। সেইসঙ্গে সুকুমার রায়ের প্রতিবাদী কবিতার মাধ্যমে তিলোত্তমার বিচারের দাবিও জানানো হবে। অনুষ্ঠান সুকুমার রায়ের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত চরিত্র চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।

> বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যাতে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। ভবিষ্যতে তারাও যাতে এই ধারা ধরে রাখতে পারে তাই এই ভাবনা আমাদের।
>
> **গৌরব অধিকারী**

গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

দেশে তৈরি হবে সি-২৯৫

এয়ারক্রাফট উদ্বোধনে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায়।

ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর : ভারতে প্রথমবার সরকারি সফরে এসেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার গুজরাটের ভদোদরায় টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (টিএএসএল)-এর এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখানেই তৈরি হবে বায়ুসেনার সি-২৯৫ পরিবহণ বিমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরন। ইতিমধ্যে এই ধরনের কয়েকটি বিমান স্পেন থেকে আমদানি করেছে ভারত। দু-দেশের চুক্তি অনুযায়ী আরও ৪০টি সি-২৯৫ ভারতে তৈরি হবে। স্পেনের বিমান নির্মাতা সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে এই কাজের যৌথ বরাত পেয়েছে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা সংস্থা টিএএসএল।

টাটার পাশাপাশি ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই প্রথম দেশের কোনও বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থা সামরিক বাহিনীর জন্য বিমান তৈরির বরাত পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সি-২৯৫ দুর্গম এলাকায় ছোট রানওয়েতে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। এই বিমান হাতে পাওয়ায় নিয়ন্ত্রণরেখা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে রসদ পৌঁছে দেওয়া বিমানবাহিনীর পক্ষে সহজ হবে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টাটা গোষ্ঠীর সদ্য প্রয়াত কর্ণধার রতন টাটার স্মৃতিচারণ করে মোদি বলেন, ‘এই প্রকল্প রতন টাটার মস্তিষ্ক প্রসূত। কিছু দিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রতন টাটা যেখানেই থাকুন না কেন নিশ্চিতভাবে খুশি হয়েছেন।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।... এটি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ মিশনকে আরও শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগ দেশের প্রথম বেসামরিক বিমান তৈরি করতে সাহায্য করবে।’

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজ বলেন, ‘এই বিমানটি স্পেন তথা ইউরোপীয় উড়ান শিল্পের প্রতীক। ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি, এটি প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।’ ২০২১-এ এয়ারবাসের সঙ্গে ৫৬টি সি-২৯৫ বিমানের জন্য চুক্তি করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। এর মধ্যে ১৬টি বিমান স্পেনে তৈরি করে ভারতে সরবরাহ করার কথা এয়ারবাসের। বাকি বিমানগুলি তৈরি হবে ভারতে। সোমবার সেই বিমান কারখানার উদ্বোধন করলেন মোদি, সানচেজ।

একনজরে সি-২৯৫

- একবার জ্বালানি ভরে ১১ ঘণ্টায় ৫ হাজার কিলোমিটার উড়ান
- ৯,২৫০ কেজি পণ্য পরিবহণ
- ছোট রানওয়েতে ওঠা-নামার ক্ষমতা
- অত্যাধুনিক ককপিট এবং নেভিগেশন সিস্টেম

সুবিধা

- প্রত্যন্ত এলাকায় সেনা, সামরিক সরঞ্জাম এয়ারলিফটিং
- সামরিক যানবাহন, হেলিকপ্টার পরিবহণ
- নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

“ আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

নরেন্দ্র মোদি

আগামী বছর জনগণনা করতে পারে কেন্দ্র

গুঞ্জনের মাঝে জাতগণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক চাইল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : বেটার লেট দ্যান নেভার। আপ্তবাক্য মেনে চার বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। এমনটাই খবর। গোটা বছর ধরেই চলবে এই জনগণনা প্রক্রিয়া। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। তারপর পরবর্তী লোকসভা ভোটের আগেই ২০২৮ সাল নাগাদ আসন পুনর্বিন্যাস চূড়ান্ত করবে। আগামী বছর শুরু হয়ে ২০২৬-এর মধ্যে জনগণনা শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই শুরু হবে আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ। কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে ২০২৮ সালের মধ্যে। এদিকে দীর্ঘ চার বছর অপেক্ষার পর জনগণনা হতে পারে খবরে কংগ্রেস জনগণনার সঙ্গে জাত গণনা হবে কিনা, তা নিয়ে কেন্দ্রকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট করে জানানোর দাবি জানাল।

এবারের জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি (এসসি-এসটি) শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে। এছাড়া ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে। তবে জাতপাতভিত্তিক জনগণনা হবে না বলে সূত্রের খবর। এবারের জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

বিলম্বিত জনগণনার খবর সামনে আসার পর থেকেই বিরোধী দলগুলি জাতপাতভিত্তিক জনগণনার দাবিতে মুখর হয়েছে। তাতে সায় দিয়েছে বিজেপির শরিক দল জেডিইউ। কিন্তু শরিক ও বিরোধীদের সম্মিলিত দাবিকে নরেন্দ্র মোদি সরকার আমল না দেওয়ায় ‘অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে’ বলে সোমবার কেন্দ্রকে নিশানা করে তীব্র বিষোদ্গার করেছে কংগ্রেস।

জাতপাতভিত্তিক জনগণনা এবং লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো? পরিবার পরিকল্পনায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?’

কংগ্রেস নেতা মানিকম ঠাকুর বলেন, ‘ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন মোদি। তিনি কোনওভাবেই দেশের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জাতভিত্তিক জনগণনা করতে দিতে চাইছেন না। ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করে দেশের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মোদি এটা করছেন তাঁর রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য থেকে।’ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল এবং এন চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টিকেও এ নিয়ে সরব হওয়ার আহ্বান জানান ঠাকুর। যদিও ইতিমধ্যে জেডিইউ-এর মুখপাত্র রাজীবরঞ্জন প্রসাদ বলেছেন, ‘আমরা জাতপাতভিত্তিক জনগণনার পক্ষে এবং সরকার যদি পরের বছর এটি করে, তবে খুশি হব।’

প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। শেষবার জনগণনা তথা জনপঞ্জিকরণ (এনপিআর) হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু করোনা মহামারির জেরে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। জনগণনার প্রক্রিয়া চার বছর পিছিয়ে যাওয়ায় এবার থেকে জনগণনার কালচক্রও বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ।

সর্বশেষ জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১২১ কোটিরও বেশি, যাতে ১৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। ২০১১ সালে ওই জনগণনার পরপরই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভারত চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে।

একনজরে

- ২০২৫-এ জনগণনা শুরু হয়ে শেষ হবে ২০২৬-এ। এরপর পুনর্বিন্যাসের কাজ, যা শেষ হতে পারে ২০২৮-এ।
- জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে।
- ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে।
- জাতভিত্তিক জনগণনা হবে না।
- জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে।

“ সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো?

জয়রাম রমেশ

ওয়েনাড়ে নির্বাচনি প্রচারে সমর্থকদের মাঝে প্রিয়াংকা

সাইবার প্রতারণায় বেহাত ১২০ কোটি

‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর শিকার লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ‘মন কি বাত’-এ সাইবার জালিয়াতি নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশবাসীকে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ নিয়ে সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সূত্রে সামনে এসেছে সাইবার জালিয়াতির নতুন কৌশল। যেখানে পুলিশ বা বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার নাম করে অনলাইনে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে জালিয়াতরা ফোন বা সামাজিক মাধ্যমে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিজেদের পুলিশ, সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারিতকে গ্রেপ্তার করা হবে। দায়ের হবে মামলা। অনেক সময় জালিয়াত চক্রের সদস্যরা পুলিশের পোশাকে প্রতারিতের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ মারফত ভিডিও কলও করে। অনেকে ভয় পেয়ে সাইবার জালিয়াতদের কথা বিশ্বাস করেন। অভিযোগ ধামাচাপা দিতে প্রতারকের কথা মতো অনলাইনে টাকা দিয়ে দেন। টাকা পেয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় প্রতারকরা। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

প্রতারিত ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন তাঁকে ঠকানো হচ্ছে ততক্ষণে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেহাত হয়ে গিয়েছে। মন কি বাতে সেই জালিয়াতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি-এপ্রিল ত্রৈমাসিকে শুধু ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হয়ে ১২০ কোটি টাকার বেশি খুইয়েছেন ভারতীয়রা। এই সময় বিনিয়োগের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের ২২২.৫৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে জালিয়াতরা। শেয়ার বাজার সংক্রান্ত জালিয়াতির মাধ্যমেও টাকা খুইয়েছেন বহু মানুষ। অঙ্কের হিসাবে যা ১,৪২০ কোটি টাকা। অনলাইন বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দিয়ে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকার বেশি। এই পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে নথিভুক্ত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে। তবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, সাইবার জালিয়াতদের হাতে প্রতারিতদের অনেকেই অভিযোগ দায়ের করেন না। সাইবার প্রতারণার সব ঘটনার হিসাব পাওয়া গেলে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হত বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের তথ্য বলছে, ২০২৩-এ ১৫.৫৬ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেখানে এই বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই মোট ৭.৪ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০২২ এবং ’২১-এ এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৯.৬৬ লক্ষ এবং ৪.৫২ লক্ষ। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, গত ৩ বছরে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা লাফিয়ে বেড়েছে।

ব্রাজিলে জি২০ শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে যাচ্ছেন সুকান্ত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ব্রাজিলে অনুষ্ঠেয় শিক্ষামন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ৩০-৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় বসবে জি২০ শিক্ষামন্ত্রীদের ওই বৈঠক।

ফোর্তালেজার সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারের ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করবে।

ফোর্তালেজার সিয়ারা রাজ্যকে এই বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ এর জনশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, যা অন্য দেশগুলির ক্ষেত্রে একটি প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বৈঠকে ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষাগত অগ্রগতি, বিশেষত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র অধীনে শিক্ষাখাতে ডিজিটাল রূপান্তর ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি তুলে ধরবেন। সুকান্ত মজুমদারের মতে, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

পাশাপাশি তিনি অন্যান্য দেশের শিক্ষাগত উদ্ভাবনগুলি থেকে কী শেখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন।

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেরও আয়োজন থাকবে, যেখানে ভারতের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহযোগিতামূলক অগ্রগতির প্রস্তাব তুলে ধরা হবে।

৮ কোটি না পেয়ে স্বামীকে খুন

ভিনরাজ্যে দেহ উদ্ধার

অভিযুক্ত মহিলা। (ডানদিকে) ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার।

হায়দরাবাদ, ২৮ অক্টোবর : ব্যবসায়ী স্বামীর ৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাগাতে না পেরে প্রেমিক ও আরও এক ব্যক্তির সাহায্যে স্বামীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্ত্রী। এই ঘটনায় স্ত্রীর দুই শাগরেদকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

অক্টোবরের ১ তারিখে তেলেঙ্গানার উপ্পলে রমেশ নামে ওই ব্যবসায়ী খুন হন। সেদিন উপ্পল থেকে গাড়ি করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছিল কর্ণাটকে। ঘটনাস্থল থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে বেঙ্গালুরুর কাছে কোডাগু জেলার কফি খেত থেকে ব্যবসায়ীর দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যবসায়ীর স্ত্রী নীহারিকা ছাড়া তাঁর প্রেমিক নিখিল ও অঙ্কুর নামে আরও এক ব্যক্তি ঘটনায় যুক্ত। কফি খেত থেকে উদ্ধার হওয়া রমেশের পোড়া দেহ শনাক্ত করা পুলিশের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের হলেও সিসিটিভির ফুটেজের সাহায্যে পুলিশ খুনের কিনারা করেছে। তা সম্পন্ন হতে প্রায় এক মাস লেগে যায়।

সূত্রের খবর, ফুটেজে উপ্পল থেকে বেরোনো মার্সিডিজের ছবি ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গাড়িটির মালিক উপ্পলের বাসিন্দা বছর ৫৫-র রমেশ। এদিকে, তাঁর স্ত্রী নীহারিকাই স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়ারি করেছিলেন। সেই সংক্রান্ত তদন্তে নেমে পুলিশ উপ্পলের বাড়িতে আসে। ২৯ বছরের নীহারিকাকে নিয়ে পুলিশের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ভেঙে পড়ে স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা নীহারিকা স্বীকার করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আর্থিক প্রতারণায় নীহারিকাকে জেলে যেতে হয়। সেখানে অঙ্কুরের সঙ্গে তার আলাপ। জেল থেকে বেরিয়ে ব্যবসায়ী রমেশকে বিয়ের পর শুরু হয় বিলাসবহুল জীবন। বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল হয়নি। এর মধ্যেই নীহারিকা প্রেমে পড়েন পশুচিকিৎসক নিখিলের।

‘গগনযান মিশন’ স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : এক বছরের জন্য ‘গগনযান মিশন’ পিছিয়ে দিল ইসরো। এই মিশনে মহাকাশে ভারতীয় নভশ্চর পাঠানোর কথা রয়েছে। সোমবার ইসরো জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে গগনযান অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। পরিবর্তে ২০২৬ সালে হবে ওই অভিযান। একই সঙ্গে ইসরোর চন্দ্রযান-৪ এবং নিসার-এর উৎক্ষেপণ সূচিও ঘোষণা করেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ।

দিল্লির আকাশবাণীতে সর্দার প্যাটেল স্মারক ভাষণে ইসরোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করেন সোমনাথ। তিনি বলেন, ইসরোর প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। তার পরিবর্তে ২০২৬ সালে ওই অভিযান হবে। এছাড়া, চন্দ্রযান-৪ ২০২৮ সালে রওনা হবে। ২০২৫ সালে ভারত-আমেরিকার যৌথ অভিযান নিসার। সোমনাথ বলেন, ‘জাপানের মহাকাশ সংস্থা জেএএক্সএ-র সঙ্গে একটি যৌথ চন্দ্র অভিযানের পরিকল্পনাও রয়েছে ইসরোর। অভিযানের নাম হবে ‘চন্দ্রযান-৫’।’ তবে কবে সেই অভিযান হতে পারে, তা নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি সোমনাথ।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গগনযান মিশনের জন্য মনোনীত চার নভশ্চরের নাম ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁরা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লা।

২০১৮ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রথম ‘গগনযান’ প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখন বলা হয়েছিল ২০২২ সালে সেই অভিযান হবে।

ইসরোর সূচি

- গগনযান: ২০২৬-এ মানববাহী মহাকাশ অভিযান
- চন্দ্রযান-৪: নমুনা সহ ফেরত আসার মিশন ২০২৮-এ
- নিসার: ২০২৫-এ ভারত-মার্কিন যৌথ মিশন

কাশ্মীরে নিহত ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরে নাশকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। সোমবার আখনুর সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ আখনুরের বাতালে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনা। দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে সরকারি বাহিনী। চিরুনি তল্লাশির সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সেনাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। বাহিনীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় ৩ জঙ্গি। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ২ সেনা জওয়ান সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়। তারপরেই উপতক্যাজুড়ে তল্লাশিতে গতি এনেছে সেনা।

বৈঠক ওয়াক-আউট বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ফের ভেস্তে গেল যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) ওয়াকফ বৈঠক। সোমবার বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলেন বিরোধী দলগুলির সদস্যরা।

শাসক-বিরোধী তর্জায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বৈঠকের আবহ। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসক এবং দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) কমিশনার অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে মূল প্রতিবেদনটি পরিবর্তন করেছেন।

বিরোধী সাংসদরা অভিযোগ করেন, অশ্বিনী কুমার প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করে তা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেননি তিনি। প্রতিবাদে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, ডিএমকের মোহাম্মদ আবদুল্লা, কংগ্রেসের নাসির হুসেন এবং মহম্মদ জাওয়াদ সহ কয়েকজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে ফিরে আসেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে ‘অপ্রয়োজনীয় এবং অন্তঃসারশূন্য’ আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি জানিয়ে জেপিসিকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর মতে, বিলটি মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রের তরফে তাঁদের সম্পত্তির ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় মুসলিম সংগঠনগুলিও সরব। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র ওয়াকফ বোর্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৪৪টি সংশোধনী প্রস্তাব করেছে। তাদের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য এই সংশোধনীগুলি নিয়ে আসছে।

বর্তমান ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, যে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণার অধিকার বোর্ডের হাতে থাকলেও নতুন সংশোধনীতে এই ক্ষমতা জেলা শাসক বা সমপদমর্যাদার আধিকারিকদের দেওয়া হবে। এছাড়া নতুন বিলে ওয়াকফ সম্পত্তি একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্তিকরণের প্রস্তাবনা রয়েছে। বিরোধী দলগুলির বড় অংশ এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এই বিলকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করছে। গত মঙ্গলবার জেপিসির বৈঠকে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগে এদিনের বৈঠক থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ওয়াকফ

বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কোপে বিহারের বাহুবলী সাংসদ

পাটনা, ২৮ অক্টোবর : এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের পর বলিউডের সুপারস্টার সলমন খানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় অভিযুক্ত সলমন দীর্ঘদিন ধরে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় রয়েছেন। সলমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শুটাররা বাবা সিদ্দিকীকে খুন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকির মুখে বিহারের সাংসদ পাপ্পু যাদব। সোমবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছে বলে দাবি পাপ্পুর।

সাংসদ জানিয়েছেন, ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করেছেন। লরেন্সের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তাঁকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেয় ওই ব্যক্তি।

এখানেই শেষ নয়। ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আরও জানিয়েছে, এই ফোন করার জন্য নাকি জেলের জ্যামার বন্ধ রাখতে ঘণ্টাপ্রতি ১ লক্ষ টাকা খরচ করেছে লরেন্স বিষ্ণোই। যদিও ফোনটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

হুমকির কথা চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে জানিয়েছেন পাপ্পু। । বাবা সিদ্দিকী খুন হওয়ার পর বাহুবলী সাংসদ বলেছিলেন, ‘ওদের গোটা গ্যাংকে আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দেব।’ তার জেরেই পাপ্পুকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি ফোন বলে মনে করছে পুলিশ।

মানাবাড়ি চা বাগানের শেড ট্রি'র মগডালে চিতাবাঘ।

দিনভর মগডালে বসে চিতাবাঘ

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : দিনভর অন্য মেজাজেই মগডালে বসে চিতাবাঘ। কখনও লেজ নাড়িয়ে, আবার কখনও পাশের ডালে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করতে দেখা যায় তাকে। আর সেসব দেখতে সোমবার এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওদলাবাড়ি থেকেও দলে দলে মানুষ মানাবাড়ি চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে ভিড় করে। ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীদের। এদিকে, শিরীষ গাছের মগডাল থেকে নামার কোনও লক্ষণ নেই ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক চিতাবাঘের। খবর লেখা পর্যন্ত চিতাবাঘটি মগডালেই বসে। বনকর্মীদের ধারণা, সন্ধ্যা নামতেই এলাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। তখন নিজেই চিতাবাঘটি মগডাল থেকে নীচে নেমে আসবে। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু মগডাল থেকে নীচে ঝাঁপ দিলে যাতে তার কোনওভাবেই চোট না লাগে সেসব চিন্তা করে দুপুরের পর গাছের নীচে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মাল বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ ওয়ার্ডেন কিশলয় বিকাশ দেব।

বাগানের ম্যানেজার পবন ছেত্রী বলেন, 'বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে এদিন স্প্রে করার পরিকল্পনা ছিল। কাজ শুরুর আগে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাগানের এক চৌকিদার কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গী করে ওই সেকশনে পৌঁছে দুটো চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে দ্রুত আমাকে ফোন করেন।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস'র কো-অর্ডিনেটর নফসর আলির কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগান চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা উচিত।'

চেনা ছকে ভোট চাইছেন প্রার্থীরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৮ অক্টোবর : সবই চেনা মুখ। কেবল ঝান্ডার রংটুকু আলাদা। একই ইস্যুতে, চেনা ছকেই ভোট প্রচার। মাদারিহাটে উপনির্বাচনের প্রার্থীরা প্রতিদিনই সকাল থেকে প্রচারে বের হচ্ছেন। প্রত্যেকেই করজোড়, নতমস্তক, বিনয়ে গদগদ।

সোমবার সকালে মোরাঘাট চা বাগান থেকে তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো প্রচার করলেন। এরপর হলদিবাড়ি চা বাগানে যান। এরপর ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া এবং তুলসীপাড়া চা বাগানে তিনি ভোটপ্রার্থনা করলেন। এদিন রামঝোরা চা বাগানের মহল্লায় প্রচারে যাওয়ার কথা থাকলেও যেতে পারেননি। রামঝোরা বাজারে প্রচারের সময় সন্ধ্যা নামায় সেখানেই প্রচার শেষ করেন। লঙ্কাপাড়া চা বাগানটি ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ রয়েছে। ওই এলাকায় গিয়ে জয়প্রকাশ বন্ধ বাগান নিয়ে তেমন কিছুই বলেননি। তিনি বলেন, 'চা বাগানগুলিতে রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, হাসপাতাল, ক্রেশ তৈরি হওয়ায় শ্রমিকরা ভীষণ খুশি। মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে সবচেয়ে খুশি।' এদিন বিকেলে বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার শিশুবাড়ির সাপ্তাহিক হাটে প্রচার করেন। সেখানে বিজেপির একটি কর্মীসভাও হয়। অন্যদিকে বামফ্রন্ট প্রার্থী পদম ওরাওঁ দক্ষিণ শিশুবাড়ি, আমবাড়ি, ভগৎপাড়া, বিন্নাগুড়ি বাজার এবং বিন্নাগুড়ি চা বাগানে প্রচার করেন।

ভোটের প্রচারে সেই পুরোনো ছক। বড়দের প্রণাম, সমবয়সি এবং কমবয়সিদের জড়িয়ে ধরতে দেখা গেল সকল প্রার্থীকেই। জয়প্রকাশ প্রচারে নিজের খাদা চা শ্রমিকদের পরিয়ে দেন। প্রতিটি চা বাগানেই কারও না কারও পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন জয়প্রকাশ। এদিকে, রাহুল শিশুবাড়িতে মহিলা ভোটারের কোলের শিশুকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন।

সংগীতার মনোনয়ন বাতিলের দাবি

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়ের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবিতে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাল বাম-কংগ্রেস। সোমবার সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি পর্ব চলাকালীন কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ ও বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা ৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নকে চ্যালেঞ্জ জানান। হরিহর বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় স্বামী হিসাবে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম লিখেছিলেন। তাঁর ভোটার তালিকাতেও তাই ছিল। পরবর্তীতে বিধানসভা উপনির্বাচনে স্বামীকে বাদ দিয়ে বাবার নাম লিখেছেন। তিনি অনেক কিছু লুকোচ্ছেন। তাই তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলের জন্য কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।' বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। সংগীতার এসসি সার্টিফিকেট জাল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এনিয়ে সংগীতা মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের দাবি, 'আমাদের প্রার্থী সমস্ত তথ্য অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস হেরে যাওয়ার ভয়ে এসব বলছে।'

বাড়তি গুরুত্ব চা বাগানের পাট্টা পাওয়া শ্রমিকদের

আবাসের সমীক্ষার পর সুপার চেকিং

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জেলায় আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু হয়েছে ২১ অক্টোবর থেকে। চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সমীক্ষা শেষ হলে জেলাজুড়ে শুরু হবে সুপার চেকিং। আধিকারিক পর্যায়ে অফিসাররা উপভোক্তাদের নিয়ে কোনও অভিযোগ বা সন্দেহ রয়েছে কি না খতিয়ে দেখবেন। সেইমতো তালিকা পরিবর্তনের সুবিধা থাকছে। তবে চা বাগানে জমির পাট্টা পাওয়া শ্রমিক এবং শ্রমিক কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে সুপার চেকিংয়ের সময়।

জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে আবাস যোজনা প্রকল্পে ৭৭ হাজার ৫০০ জন উপভোক্তার তালিকা হাতে নিয়ে সমীক্ষা চলছে। এই সমীক্ষার ফলাফল দেখে উপভোক্তার নাম ধরে ধরে অনস্পট সুপার চেকিং শুরু করবেন অফিসাররা। ১৬ নভেম্বরের মধ্যে সুপার চেকিংয়ের প্রক্রিয়া শেষ করে রাজ্যের কাছে জমা দিতে হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পাশাপাশি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও পাঠানো হবে।

সোমবার বিকেলে অফিসারদের নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসের হলঘরে এই বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পোর্টালের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে চেকিং করা হবে, সেটাই হাতেকলমে শেখানো হয়।

পঞ্চায়েত স্তরে অফিসাররা বর্তমানে সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন। সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে এই সমীক্ষায় কোনও ভুলভ্রান্তি রয়েছে কি না দেখা হবে। কী কী দেখা হবে? উপভোক্তা কাঁচা বাড়িতে থাকেন কি না। ঘরের মেঝে পাকা কিন্তু চার দেওয়াল বাঁশের, মাথার উপরে টিনের ছাউনি, এমন ঘরও কাঁচাবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হবে। অন্যদিকে, মেঝে পাকা এবং ঘরের চার দেওয়াল কংক্রিটের কিন্তু ছাদে টিনের ছাউনি দেওয়া রয়েছে, তাহলে সেই বাড়ি পাকা বাড়ি বলে গণ্য হবে। তাছাড়া তালিকায় নাম থাকা বাড়ির মালিক আয়কর দেন কি না বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কী পরিমাণ জিএসটি দিয়ে থাকেন, সেগুলিও দেখা হবে সুপার চেকিংয়ের সময়।

ময়নাগুড়ির রামশাইতে আবাস প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা। -ফাইল চিত্র

বিশেষ নজর

- ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সমীক্ষার ফলাফল নিয়ে অনস্পট সুপার চেকিং আধিকারিকদের
- প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেদিকে খেয়াল
- রিপোর্ট পাঠানো হবে পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে

জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা জানান, চা বাগানের শ্রমিকদের বিষয়টি সুপার চেকিংয়ের সময় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। চা শ্রমিকরা বাগানের দেওয়া পাকা কোয়ার্টারে থাকেন। সেই কোয়ার্টারের মালিক কিন্তু সেই শ্রমিক নন। সেইসঙ্গে আবার সংযোগে চা শ্রমিককে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সুপার চেকিংয়ে পোর্টাল বা অ্যাপ কী নির্দেশ দেয়, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সমীক্ষকদের করা রিপোর্ট সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তবেই সেই উপভোক্তার নাম ঘরপ্রাপক হিসেবে পোর্টালে আপলোড করা হয়। এই দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছে জেলা প্রশাসন। সুপার চেকিংয়ের সময় উপভোক্তার নামে অভিযোগ থাকলে গ্রিভান্স সেলে আসা অভিযোগ খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কালীপুজো পার হলেই শুরু হবে সুপার চেকিং।

শিক্ষিকাকে শোকজ

হিলি, ২৮ অক্টোবর : ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কারের ঘটনায় জড়িত শিক্ষিকাকে শোকজ করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। সোমবার ওই শিক্ষিকাকে শোকজের চিঠি পাঠান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হিলি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। গত শুক্রবার হিলির লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার করানোর অভিযোগ ওঠে ওই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'আজ ওই শিক্ষিকাকে শোকজ করেছি। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে।'

মরিয়া তৃণমূল

বীরপাড়া, ২৮ অক্টোবর : মাদারিহাটের উপনির্বাচনে আদিবাসী ও রাজবংশী সংগঠনগুলির ভোট ব্যাংক মমতার ঝুলিতে টানতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না শাসকদল। রবিবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ার পথের সাথী ভবনে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, সহ সভাপতি প্রেমানন্দ দাসরা একটি আদিবাসী ও একটি রাজবংশী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রেমানন্দ বলেন, 'আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ও পরেশপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।'

চাঁদা আদায়ে

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার-১, কালচিনি এবং কুমারগ্রাম ব্লকের কিছু এলাকায় যে রুট দিয়ে এই পাচার ও ব্যবসা চলে সেই এলাকার ক্লাবগুলো এই টাকা পায়। গাড়িপ্রতি প্রতিবারে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, চাঁদার দাপটে সমস্যায় পড়ে গোরু, মোষের কারবারিরা গাড়ি ছেড়ে হাঁটাপথে গোরু, মোষ নিয়ে আসছে। যে এলাকায় চাঁদা নেই সেই এলাকায় গাড়ি দিয়ে গোরু আনা হচ্ছে। আর যে এলাকায় চাঁদা রয়েছে সেখান দিয়ে হাঁটাপথে গোরু নিয়ে আসা হচ্ছে। বাইকে বা ছোট গাড়িতে চাঁদার বিষয়টি দেখার জন্য রেইকিও করছে গোরু, মোষের কারবারিরা। তবে ক্লাবগুলোও সতর্ক হয়ে যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দক্ষিণ চকোয়াখেতি এলাকার এক ক্লাবের সদস্য বলেন, 'একসঙ্গে বেশ কয়েকটি গোরু হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া মানেই সেগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেটা বুঝতে পারলে গোরুগুলোকে আটকে রাখা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইক নিয়ে গোরুর মালিক পৌঁছে যায়। তাদের কাছ থেকে চাঁদা পাওয়া যায়।' জেলার বিভিন্ন জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ককে রুট বানিয়ে যখন চোরাকারবার চলছে, সেই ব্যবসাকেই টার্গেট করে চাঁদা তুলে নিচ্ছে ক্লাবগুলো।

উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে কাটমানির রফা

পিএ'র চিরকুটে 'উন্নয়নে'র বরাত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : একখানা হলুদ চিরকুট। তাতে লেখা তিনখানা নাম। দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিবের (পিএ) জমা করা সেই হলুদ চিরকুটের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট এজেন্সির নামে টেন্ডার পাশ হচ্ছে। কোন টেন্ডার কে পাবে, কত টাকায় রফা হবে সেই সমস্ত কিছু ঠিক হচ্ছে উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে বসে। এই ক্যান্টিন এবং তার ওপরতলার অফিসই মূলত কোটি কোটি টাকা কাটমানি লেনদেনের ঠেক হয়ে উঠেছে। সেখান থেকেই রোটেশনের ভিত্তিতে পেটোয়া ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়।

কাজ পাওয়ার নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছেন রায়গঞ্জের এক ঠিকাদার। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই পুকুরচুরির খবর কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে। কিন্তু কেউই কোনও ব্যবস্থা নেয় না। বরং এই চক্র চালিয়ে যাওয়াতেই মদত দেওয়া হচ্ছে।

বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই সীমাহীন দুর্নীতির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলব। পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটেও (ইডি) দরবার করব।'

অন্য দপ্তরগুলির মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কাটমানি, বিল পেতে কমিশন দেওয়ার প্রথা ২০১১ সাল থেকেই রয়েছে। কিন্তু গত দু'আড়াই বছরে এই দপ্তরের দুর্নীতি সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে, কোনও কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার ৫০ শতাংশের বেশি সেই কাজে ব্যয় করতে পারছেন না ঠিকাদাররা। একাধিক ঠিকাদার বলছেন, 'কাটমানি দিতে দিতেই ২৫ শতাংশের বেশি চলে যাচ্ছে। তারপর স্থানীয় ক্লাব, নেতা-নেত্রীরা তো রয়েছেন। কোনও কাজ হলে তাঁরাও হাত পেতে বসে যান। দাবি না মানলে পদে পদে বিরক্ত করেন, কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঝামেলা করেন। তাই তাঁদেরও প্যাকেট দিতে হচ্ছে।' অনেক এজেন্সি আবার ১৫-২০ শতাংশ এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তার বেশি লাভ সরিয়ে রেখে বাকি টাকায় কাজ করছে। কেননা এই দপ্তরের কাজ পাওয়াটা কিছু এজেন্সির কাছে মনোপলি কারবার হয়ে গিয়েছে।

দুর্নীতির আঁতুড়

- আট জেলায় যত কাজ হয়, সব করে ২০-২২টি এজেন্সি
- এক কর্তার ব্যক্তিগত সচিব টেন্ডার থেকে কাটমানি নেওয়ার প্রক্রিয়া সামলান
- ওই সচিবই একটি হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখেন
- যে সংস্থা সবথেকে বেশি কাটমানি দিতে রাজি তার নাম সবার ওপরে থাকে
- চিরকুট সই হয়ে এলে টেন্ডার আপলোড হয় অনলাইনে

এজেন্সি সূত্রে খবর, আট জেলায় যত কাজ হয় সবগুলিই ২০-২২ জন ঠিকাদার রোটেশনের ভিত্তিতে করছেন। এই পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব। ঠিকাদারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা, কোন কোন কাজ বের হচ্ছে, কত টাকার প্রকল্প, বিটুমেনের রাস্তার বদলে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি, বেশি টাকার কাজে কোন এজেন্সি সবচেয়ে বেশি কমিশন দেবে অর্থাৎ এককথায় উন্নয়নমূলক কাজের 'টেন্ডার বিক্রির' দায়িত্ব ওই ব্যক্তিগত সচিবই নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই ব্যক্তিগত সচিবের কাছ থেকেই অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই হলুদ চিরকুটে শীর্ষস্থানীয় কর্তার কাছে সওদা হওয়া এজেন্সির তালিকা যায়। হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখা থাকে। যে এজেন্সি সব থেকে বেশি কমিশন দিচ্ছে তার নাম সবার উপরে লেখা হয়। এই চিরকুটে সই হয়ে ফেরত আসার পরই টেন্ডার আপলোড হয়। আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়া এজেন্সি ব্যতীত কোনও এজেন্সি টেন্ডারে অংশ নিয়ে ফেললে সেই এজেন্সির কর্তাকে ডেকে রীতিমতো ধমকান শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব।

অভিযোগ, উত্তরকন্যার ক্যান্টিনেই এখন ঘুঘুর বাসা বসেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পেটোয়া ঠিকাদারদের আড্ডা জমছে এখানেই। এই ক্যান্টিনের ওপরতলায় একটি ঘরে রীতিমতো কম্পিউটারে কমিশনের হিসাবনিকাশ লেখা হয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ কাটমানির খবর তুলে ধরতেই হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে দপ্তরের কর্তাদের। কয়েকটি এজেন্সির কর্তাদের ওপর শুরু হয়েছে বাড়তি 'নজরদারি'। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য, প্রথম দিন থেকেই দাবি করে আসছেন, স্বচ্ছভাবেই কাজ হচ্ছে তাঁর দপ্তরে।

বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : ফের বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে জায়গা করে নিল কলকাতা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা স্যাভিলস গ্রোথ হাব ইনডেক্সের সমীক্ষায় পর্যটনের নিরিখে বিশ্বের সেরা শহরগুলির মধ্যে ১৯তম স্থান পেয়েছে কলকাতা। ধারাবাহিক উন্নয়নের নিরিখে ১১তম স্থানে রয়েছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতার প্রত্যেকের সহযোগিতা ছাড়া এই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের শহর সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে, কীভাবে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা সহাবস্থান করতে পারে এবং কীভাবে উন্নয়ন পরিবেশ সচেতনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারে।' তিনি লেখেন, 'প্রত্যেক কলকাতাবাসীর সমর্থন ছাড়া এই স্বীকৃতি সম্ভব হত না। একসঙ্গে আমরা একটি শহর গড়ে তুলছি। যা তার ঐতিহ্যকে সম্মান করে, উন্নয়নের সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং পরিবেশের যত্ন নেয়। আসুন আরও উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যকর এবং আরও সমৃদ্ধ কলকাতার জন্য একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাই।'

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার নানা বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলার দুর্গাপুজো পেয়েছে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। সুন্দরবনে তৈরি হওয়া দুধ কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফের আন্তর্জাতিক খেতাব পেল 'সিটি অফ জয়'। এখন কলকাতায় গঙ্গা আরতির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যা দেখতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও রয়েছে যথেষ্ট। কলকাতা শহরের উন্নয়নও সাধারণ মানুষের চোখে ধরেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন, সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান, পর্যটনক্ষেত্রগুলিকে ঢেলে সাজানো সহ একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা ছাড়াও রয়েছে রাজস্থানের জয়পুর ও উদয়পুর।

মহিলাদের দর বাড়ে

প্রথম পাতার পর

আমরা মহিলাদের ২,১০০ টাকা করে দেব। বিজেপির ঘোষণা শুনেই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জানিয়ে দিয়েছে তারা দেবে আড়াই হাজার!

ভোট হতে চলেছে মহারাষ্ট্রেও। সেখানে এনডিএ সরকারের প্রকল্প চলছে লেড়কি বহেন। মহিলারা পান দেড় হাজার টাকা। এবার ইন্ডিয়া জোট ঘোষণা করে দিয়েছে, জিতে এলে তারা দেবে মাসে দু'হাজার। এর আগে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দেড় হাজারকে টেক্কা দিয়ে বিজেপির টোপ ছিল সতেরোশো।

পঞ্জাবে হাজার টাকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশায় সুভদ্রা প্রকল্পে বলা হয়েছে, ২১ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত মহিলারা পাঁচ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। বছরে দশ হাজার। তামিলনাড়ুতে আবার মেয়ে জন্মালে তার নামে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হয়। ১৮ বছর বয়সে তা তোলা যায়। এছাড়া কলাইনার মাগালির উরিমাই প্রকল্পে মাসে হাজার টাকা তো আছেই। কর্ণাটকে আবার আছে গৃহলক্ষ্মী। মাসে ১ কোটি ২৮ লাখ মহিলা পান দু'হাজার টাকা। ডান-বাম, বিজেপি-অবিজেপি সিঙ্গল ইঞ্জিন হোক বা ডাবল ইঞ্জিন কোনও সরকারই বাকি নেই। আগে নানারকম সমালোচনা করলেও এখন সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পথেই পা মিলিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও কত কী। দিল্লি, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরলে মহিলাদের সরকারি বাসে ফ্রি, টিকিট কাটতে হয় না। এই তো কিছুদিন আগেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'রেউড়ি' সংস্কৃতি নিয়ে কত কথা বলতেন। ভোটের আগে ভেট দেওয়া নিয়ে এখন কিছু বলতে শোনেন তাঁকে?

মোদ্দা কথা হল, মুখে যে যাই বলুক, ভোট চাই। ভোটের জন্য মহিলাদের সমর্থন চাই। আর তার জন্যই চাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। দলমত কোনও ব্যাপারই নয়। তাই বলছিলাম, যে দেশে মহিলাদের কদর নেই, যেখানে ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা রোজকার ব্যাপার, সেখানে মহিলাদের দর বাড়ে কেবল ভোটের মুখে।

পিএফ সমস্যা মেটাতে শিবির

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : চা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সোমবার মালবাজারের রানিচেরা চা বাগানে শিবির হল। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের তরফে শিবিরটি করা হয়। শিবিরে ওই চা বাগানের ৭১ জন কর্মী ও শ্রমিকের অধিকাংশেরই পিএফ সমস্যা সমাধান হয়েছে। কয়েকজনের সমস্যা মেটানো যায়নি। সেগুলি প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এদিনের শিবিরে পিএফ অফিসের জেলা নোডাল অফিসার অশোককুমার কুজুর ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আঞ্চলিক পিএফ কমিশনারের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সাক্ষাৎ করেন। পিএফ অফিস সূত্রে খবর, শ্রমিক ও কর্মচারীদের পিএফ সমস্যার সমাধানে নভেম্বর মাস থেকে চা বাগান ধরে ধরে শিবির করা হবে।

পিসি চন্দ্রের ধনতেরাস অফার

নিউজ ব্যুরো

২৮ অক্টোবর : ধনতেরাস উদযাপনে দারুণ সমস্ত অফার নিয়ে এল পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স। ৮৫ বছর ধরে তারা তাদের গুণমান দিয়ে উপভোক্তাদের বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করেছে। সমৃদ্ধির উৎসবে ক্রেতারা পেয়ে যাবেন হিরের গয়নার মজুরির ওপর ২৫ শতাংশ ছাড়। সঙ্গে থাকছে হিরে ও গ্রহরত্নের ওপর ১০ শতাংশ ছাড়। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব উপহার। ৫০ হাজার টাকার ওপর কেনাকাটায় মিলবে পাঁচ গ্রাম ওজনের একটি রুপোর কয়েন। ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেনাকাটায় মিলবে ৫০০ মিলিগ্রামের একটি সোনার কয়েন। পাশাপাশি থাকছে লাকি ড্র'র মাধ্যমে দুই কেজির সোনার কয়েন জেতার সুবর্ণ সুযোগ।

চাল চুরির অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অক্টোবর : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়া ও চাল চুরির অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউটাউন সুকান্তপল্লি এলাকায়। তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি আইসিডিসিএস কর্তৃপক্ষের। ঘটনার পর মজুত চাল মেপে দেখা হয়। সেখানে চুরির প্রমাণ মেলেনি। সিডিপিও প্রণয় দে বলেন, 'চাল চুরির ভুয়ো অভিযোগ উঠলেও ওই ঘটনার প্রমাণ মেলেনি। জনৈক মহিলা র‍্যাশনের চাল নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। বিষয়টি কেউ বুঝতে না পারায় পরিস্থিতি বদলে যায়।'

দুই রাজপরিবারে

প্রথম পাতার পর

বড়োতারার পরনে থাকে বাঘের ছালের বসন। দেবীর পায়ের তলায় শিব লম্বালম্বিভাবে অর্থাৎ বড়োতারার একেবারে মুখোমুখি থাকেন। দেবীর দু'পাশে দুটি শিয়াল থাকে। বাঁদিকে দেবীর নীচের হাতে রক্তের বাটি ও ওপরের হাতে সুন্দি এবং ডানপাশে উপরের হাতে খাড়া ও নীচের হাতে বিশেষ ধরনের অস্ত্রকাটার থাকে।

পুজোর আগে বিশেষ পুলিশ পাহারায় দেবীকে সোনা ও রুপোর গয়না পরানো হয়। সোনা-রুপোর তৈরি ১০৮টি নরমুণ্ডের মালা, সোনার চাপ কলিহার, সোনার কাঠির মালা, সোনার টিপ, সোনার নথ, মাথার ওপরে ওরচাঁদ পরানো হয়। দেবীর পুজোয় রুপোর তৈরি রেকাবি, গ্লাস, চন্দন বাটি, পানপাত্র, বাটি, শঙ্খ-ত্রিপদী ব্যবহার করা হয়।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে কালীপুজোর দিন প্রথা মেনে দুপুরের কিছু আগে কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তিকে স্নান করানো হবে। স্নান করাবেন রাজ পরিবারের পুত্রবধূ। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সেই সময় উপস্থিত থাকবেন মণ্ডপে। এখানে দেবী অষ্টভুজা। তাঁর দুই হাতে থাকে খড়্গ ও রুপোর মুণ্ডমালা। বাকি ছয় হাতে দেবী আশীর্বাদ করেন। স্নান শেষে লাল বেনারসিতে দেবীকে সাজানো হয়। হাতে-কানে-গলায় পরানো হয় সোনার অলংকার।

মদনমোহনবাড়িতে বড়োতারার পুজোয় বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পী প্রভাত চিত্রকর প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। মদনমোহনবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে আগামী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে পুজো শুরু হবে। প্রতিমার উচ্চতা হবে সাড়ে সাত হাত। বড়োতারার পুজো করবেন পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রথা অনুযায়ী পাঁঠা, মেষ (ভেড়া), পায়রা, মাগুর মাছ ও হাঁস বলি দেওয়া হবে।'

মহারাজা ফণীন্দ্রদেবের আমলে শুরু হয়েছিল জলপাইগুড়ি রাজপরিবারে কালীপুজো। রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু বলেন, 'সন্ধ্যা ৫টায় রাজবাড়ির পুজো শুরু হবে। রাত ১১টায় পুজো শেষ হবে। পুজোর সময়ে রাজ পরিবারের সদস্যরা সবাই উপস্থিত থাকেন মণ্ডপে।' দেবী জাগ্রত বলে ভক্তদের ঢল নামে এখানে।

ইতিহাস আর বিশ্বাসের মেলবন্ধনে বিশেষ মাত্রা পায় দুই পরিবারের পুজো।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় ফসলের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

ভূত নয়, জীবাণু প্রতিরোধক জিন সর্ষেতে

চন্দ্রনারায়ণ সাহা ও সম্বিত গুপ্ত

রায়গঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : জলবায়ু পরিবর্তনের এইসংকটময় সময়ে, শস্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। যার সরাসরি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম ব্র্যাসেকেসি (সর্ষে) পরিবারের ফসলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস। বিশেষত ব্র্যাসেকেসি রাপা ইত্যাদি কেবল আমাদের খাদ্য চাহিদাই মেটায়না। দৈনন্দিন জীবনে এদের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এই উদ্ভিদগুলি ভোজ্যতেল উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি দূষিত মাটি পরিশোধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এইগুলির। এমতাবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ ফসলের সংরক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সৌমিতা পোদ্দার ও তাঁর ছাত্রী গবেষিকা সায়নী দাস লাহা।

ডঃ পোদ্দার জানান,'আমি এবং আমার পিএইচডি শিক্ষার্থী সায়নী দাস লাহা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে ব্র্যাসেকেসি রাপাতে ৩৬৭টি ছত্রাক প্রতিরোধী এবং ৯৮২টি লবণাক্ততা প্রতিরোধী জিন রয়েছে।এর মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ জিন উভয় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রুখতে সক্ষম। ব্র্যাসেকেসির আরেক প্রজাতি জুন্সিয়ায় এই জিনগুলির আটটি সদৃশ জিন পাওয়া গেছে, যা এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলাতে একইভাবে সক্ষম করে তুলেছে এই প্রজাতি গুলিকে। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল খুবই ইতিবাচক। প্রতিরোধী জিনগুলির খোঁজ পাওয়ার মানে হল, আমরা এখন জানি কীভাবে সর্ষে ফসলগুলিকে আরও শক্তিশালী করা যায়।'

গবেষক ডঃ সৌমিতা পোদ্দার

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসল উৎপাদন বিপদের মুখে পড়েছে। একজন সাধারণ কৃষক এখন যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, যেমন মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা ছত্রাকের আক্রমণ, সেগুলোর প্রতিরোধে এই গবেষণা নতুন দিশা দেখাবে। বিশেষত সর্ষের ক্ষেত্রে অল্টারনারিয়া জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ এক দুশ্চিন্তার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে ডঃ পোদ্দারের আবিষ্কৃত জিনগুলো ব্যবহার করে ভবিষ্যতে এমন ফসলের জাত তৈরি করা যাবে যা, যে কোনও প্রতিকূলতায় টিকে থেকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সর্ষে গোত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, এদের জিনোমে বারবার মিউটেশন ঘটেছে, যার ফলে তৈরি হয়েছে একটি জটিল জেনেটিক কাঠামো। এই জটিল জেনেটিক কাঠামোয় এমন সব প্রতিরোধী জিন খুঁজে বের করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ফসলের জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। প্রতিরোধী জিনগুলির সঠিক শনাক্তকরণ এবং তাদের কার্যপ্রণালীর বিশদ বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে যা ফসলের গুণমানের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে ও আগামী প্রজন্মের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রাথমিকভাবে প্রখ্যাত জার্নাল 'প্ল্যান্টা'তে রিভিউ আকারে এই কাজ প্রকাশিত হয়েছে।

ফাঁস ব্যালন ডি'অর প্রাপকের নাম

পুরস্কার উঠছে ভিনির হাতে

প্যারিস, ২৮ অক্টোবর : ভারতীয় সময় সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিটে প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলে বসতে চলেছে ব্যালন ডি'অরের মঞ্চ। এজন্য ৪ সেপ্টেম্বর ৩০ জনের নাম মনোনীত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ফাঁস হয়ে গিয়েছে পুরস্কার প্রাপকের নাম। দেখা যাচ্ছে ৬৩০ পয়েন্ট নিয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে প্রথমবার ব্যালন ডি'অর পেতে চলেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। যদিও খবর রটেছিল, রিয়ালের কোনও ফুটবলার এবার ব্যালন ডি'অর পাচ্ছে না বলে তাঁরা পুরস্কার অনুষ্ঠান বয়কট করতে চলেছে। গত মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদকে ভিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিয়েছিলেন। দুই নম্বরে নাম রয়েছে স্পেনের মিডফিল্ডার রড্রির। কয়েকমাস আগে স্পেনের ইউরো কাপ জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বর্তমানে অবশ্য তিনি চোটের কারণে মাঠের বাইরে। যা হয়তো ভোটিং প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে। ৫৭৬ পয়েন্ট নিয়ে রড্রি অনেকটাই পিছিয়ে ভিনির থেকে। তিন নম্বরে রিয়ালের আরও এক ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। ৪২২ পয়েন্ট পেয়েছেন বলে পোস্টে দেখা গিয়েছে। চার ও পাঁচে যথাক্রমে কিলিয়ান এমবাপে এবং হ্যারি কেন।

হোয়াইটওয়াশ এড়াতে মরিয়া রোহিত-গম্ভীর

ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে।

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : জোর কা ঝটকা ধীরে সে! ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। অতীত সাফল্যের কথা ভুলে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন গেল গেল রব উঠেছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার জন্য পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়।

বুমরাহ বন্দনায় ম্যাক্সওয়েল

নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের পাশে টিম ইন্ডিয়া সিরিজও হারবে, কে জানত। অথচ ঘরের মাঠে সেটাই ঘটেছে। আর তারপরই ভারতীয় দলকে নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনার বন্যা। প্রশ্ন উঠেছে, ঘরের মাঠে টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কি হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় পড়তে হবে টিম ইন্ডিয়াকে?

কী হলে কী হবে, ১ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ গৌতম গম্ভীররা। তিনদিনে পুনে টেস্ট শেষ হওয়ার পর ক্রিকেটমহলের নজর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে। ১ নভেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছেও গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে। তার আগে আজ বাণিজ্যনগরীতে অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গম্ভীরের গোপন বৈঠকের খবর রাতের দিকে সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-র সঙ্গেও তাঁরা আলাদাভাবে কথা বলেছেন। দলের ব্যাটিংয়ে কেন বারবার সমস্যা হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছেন রোহিতরা। তাছাড়া ব্যাটারদের একই ভুল বারবার হওয়ার কারণে দলের অন্দরে যথেষ্ট উদ্বেগও রয়েছে।

এমন উদ্বেগ কাটবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্টে নিজেদের মেলে ধরতে মরিয়া রোহিত-বিরাটরা। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, আসন্ন ওয়াংখেড়ে টেস্টে পূর্ণ শক্তি নিয়েই নামতে চলেছেন রোহিতরা। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে জসপ্রীত বুমরাহকে ওয়াংখেড়ে টেস্টে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ছন্দে ফিরতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়ার একরাশ উদ্বেগের মাঝে সোনালি রেখা হিসেবে আজ হাজির হয়েছেন বুমরাহ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে তাঁর জন্য এসেছে ঢালাও প্রশংসা। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আজ বলে দিয়েছেন, ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বুমরাহ সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, 'নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।'

মোদির মুখে এল ক্লাসিকো

ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর : বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কী? উত্তরটা নিঃসন্দেহে ফুটবল। সেই ফুটবলকে সামনে রেখেই স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে স্পেনের দুই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। গত শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দ্বৈরথ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল এদেশেও। এবারের এল ক্লাসিকোয় শেষ হাসি হেসেছে বার্সেলোনা। সেই কথা শোনা গেল মোদির মুখেও।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায় সোমবার। -এএফপি

ভারত সফরে এসেছেন স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান পেড্রো স্যাঞ্চেজ। সোমবার সকালে গুজরাটের ভদোদরায় একটি এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্স উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোদি। সঙ্গী ছিলেন স্প্যানিশ রাষ্ট্রপ্রধান। দুজনে একটি রোড শো-তেও অংশ নেন। সেখানেই মোদি বলেছেন, 'স্প্যানিশ ফুটবল ভারতেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয় তো এই মুহূর্তে এদেশেও চর্চায়। স্পেনের মতো ভারতেও দুই দলের লড়াই সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়।' ফুটবল দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করছে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোচ ভিভিএস

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ৪ নভেম্বর সূর্যকুমার যাদবদের জোহানেসবার্গ রওনা হওয়ার কথা। আসন্ন সেই সিরিজে কোচ হিসেবে যাচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।

রাহুল দ্রাবিড় যখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ ছিলেন, সেই সময় বেশ কয়েকবার জাতীয় দল নিয়ে বিদেশ সফরে গিয়েছেন ভিভিএস। এবারও তিনিই যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারণ, সূর্যকুমারদের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হয়েছে রোহিত শর্মাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের। ৫ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ হচ্ছে রোহিতদের। তারপরই রোহিত, বিরাট কোহলিদের স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রওনা হওয়ার কথা। পারথে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট শুরু ২২ নভেম্বর। তাই স্যর ডনের দেশে আগে হাজির হয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই রোহিতদের নিয়ে কোচ গম্ভীর উড়ে যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ এমন তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সময় কোচ ভিভিএসের সহকারি হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলে, হৃষীকেশ কানিতকার ও শুভদীপ ঘোষ থাকবেন। তাঁরা সকলেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভিভিএসের সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

সাফকে চিঠি এআইএফএফএ-র

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : রবিবার নেপালের কাছে হেরে মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। তবে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রায় ১ ঘণ্টা ম্যাচ খেলেনি নেপাল। তাতেই ছন্দপতন হয় ভারতের মেয়েদের। গোটা ঘটনায় নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিচ্ছে এআইএফএফ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দাবি, এর আগে একইরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, ফেডারেশনের কাছে ফুটবলারদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

টিকে থাকাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : আইএসএলে টানা ছয় ম্যাচ হারের পর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গিয়ে প্রথম ম্যাচে ড্র। এই এক পয়েন্ট আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে নাকি পারো এফসি-র মতো দলকে হারাতে না পারায় ফুটবলাররা হীনমন্যতায় ভুগবেন, তা সময়ই বলবে। তবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে তুলনায় শক্তিশালী বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে

বসুন্ধরা কিংস বনাম ইস্টবেঙ্গল

সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট

স্থান : চাংলিমিথাং

প্রতিপক্ষ হাতের তালুর মতো চেনা লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। লম্বা সময় এই ক্লাবেই কোচিং করিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার আগে। আপাতত অবশ্য বর্তমান দলকে শারীরিক, টেকনিকাল দিকের সঙ্গে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতেই সময় যাচ্ছে তাঁর। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথাই বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে মাস্ট উইন

দলকে উজ্জীবিত করে চলেছেন ব্রুজোঁ

বসুন্ধরা ম্যাচের প্রস্তুতিতে জিকসন সিং, নন্দকুমার শেখর ও সাউল ক্রেসপো।

গেম। তাই প্রতিদিনই ছেলেদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতে কথা বলছি। আমরা যদি এত বড় প্রতিযোগিতায় এসে গ্রুপ লিগ পর্যায় পার করার জন্য উজ্জীবিত না হই তাহলে বলতেই হবে, দলের সমস্যা গভীর। তবে আমার মনে হয়, ছেলেরা পরিস্থিতিটা বুঝতে করতে পারছে। এবং ওরা তৈরি। জিততে পারলে তো খুবই ভালো। নাহলে অন্তত একটা ড্র আমাদের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে রেখে দেবে।' প্রতিপক্ষের বেশ কিছু ফুটবলার তাঁর চেনা। তাঁদের খেলার ধরনও জানা। তবু এখন পরিস্থিতি অন্য বলে মনে করছেন ব্রুজোঁ, 'কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, এটা ঠিক। তাছাড়া আগের ম্যাচে ওদের খেলা আমি দেখেছি বলে ওদের কোচের কিছু পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পারছি। তবু সবকিছু বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ নয়, আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবছি। কারণ ম্যাচটা আমরা নিজেরা কী করব, তার উপর নির্ভর করছে।'

ইস্টবেঙ্গলে এই মুহূর্তে চোট-আঘাত আর তেমন নেই। বরং এএফসি-তে গিয়ে একাধিক বিদেশি খেলাতে পারাটা বাড়তি সুবিধা। গোল পেয়ে প্রাথমিক জড়তা কাটাতে পারবেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও। দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে জানাচ্ছেন কৃত্রিম ঘাসের মাঠ বা আবহাওয়া নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে থাকার সময়ে তিনি যেহেতু বসুন্ধরার বিপক্ষে খেলেছেন গত মরশুমে তাই দলটা সম্পর্কে ধারণা থেকেই জানিয়ে দেন, প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। ইউস্তের মন্তব্য, 'গত বছর দেখেছি ওরা খুবই শক্তিশালী দল। বিশেষ করে বিদেশিরা দুর্দান্ত। ঘরের মাঠে ড্র ও ঢাকায় গিয়ে ১-২ গোলে হেরে যাই। এবারের দল সম্পর্কে জানি না। তবে আমাদের জিততেই হবে।' দলে কোনও পরিবর্তন হবে কি না তার কোনও আভাস ব্রুজোঁ এদিন দেননি। তবে এই ম্যাচ জিতে টিকে থাকতে সেরা দলটাই যে লাল-হলুদ কোচ নামাতে চলেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আম্পায়ারিং নিয়ে ক্ষোভ বাংলা দলের

কেরল-২৬৭/৭

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : গজরাচ্ছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা!

এটাকে আম্পায়ারিং বলে? এমন আম্পায়ারিং চলতে থাকলে ভারতীয় ক্রিকেটের মান আরও নষ্ট হবে।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা বনাম কেরলের ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে রীতিমতো ক্ষোভে ফুটতে ফুটতে মাঠ থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাংলার কোচ। তাঁর এমন ক্ষোভ ও আচরণ স্বাভাবিক।

ঈশানের পাঁচ

কেরলের বিরুদ্ধে গতকাল খেলা শুরুর পর বাংলার শুরুটাও ভালো হয়েছিল। বল হাতে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ঈশান পোড়েল (৮৩/৫) দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। আজ বদলে গেল ছবিটা। তার জন্য সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ পিচ যেমন দায়ী, তেমনই কাঠগড়ায় ম্যাচের দায়িত্বে থাকা আম্পায়াররা। বাংলার এগিয়ে চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো জলজ সাক্সেনা (৮৪) ৭২ রানে স্লিপে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে জীবন পাওয়া আগে তাঁকে অক্সিজেন দিয়েছিলেন আম্পায়াররা। ব্যক্তিগত ১৭ ও ৩৭ রানের মাথায় শাহবাজ আহমেদের বলে এমন দুটি এলবিডব্লিউ তাঁকে না দিয়ে বাংলা শিবিরের ক্ষোভের সামনে আম্পায়াররা। অভিজ্ঞ জলজ যদি আগে আউট হতেন, তাহলে তৃতীয় দিনের শেষে কেরলের রানটা ২৬৭/৭ পৌঁছে যেত না। গতকালের ৫১/৪ থেকে শুরু করে আজ তৃতীয় দিনের শুরুতে ঈশানই বাইশ গজ নিষ্প্রাণ। খেলা শুরু থেকে বল নীচিও হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে শৃঙ্খলার বোলিং করে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজটা করেছিলেন ঈশান। বল হাতে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, প্রদীপ্ত প্রামাণিকরাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত 'ভুল' হলে কারই বা কী করার আছে। দিনের খেলার শেষে ব্যাকফুটে থাকা বাংলার

জলজ সাক্সেনা ও সলমন নিজারের ১৪০ রানের জুটিতে চাপে বাংলা।

ধাক্কা দিয়েছিলেন কেরলকে। কিন্তু আম্পায়ারের দাক্ষিণ্যে দু'বার (মোট তিনবার) জীবন পেয়ে বাংলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন জলজ। দোসর হিসেবে সঙ্গে পেলেন সলমন নিজার (অপরাজিত ৬৪) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে (অপরাজিত ৩০)।

গতকাল খেলা শুরুর সময়ই বোঝা গিয়েছিল সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'ওদের স্কোরটা শেষ পর্যন্ত কত হবে, জানি না। কিন্তু যাই হোক না কেন, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার জন্য ঝাঁপাব আমরা। দেখা যাক কী হয়।'

বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট প্রাপ্তির পর কেরল ম্যাচে তিন পয়েন্ট না এলে নকআউটের লক্ষ্যে সমস্যা বাড়বে বাংলার।

ধোনিকে স্টাম্পিংয়ের পাঠ দেন স্ত্রী সাক্ষী

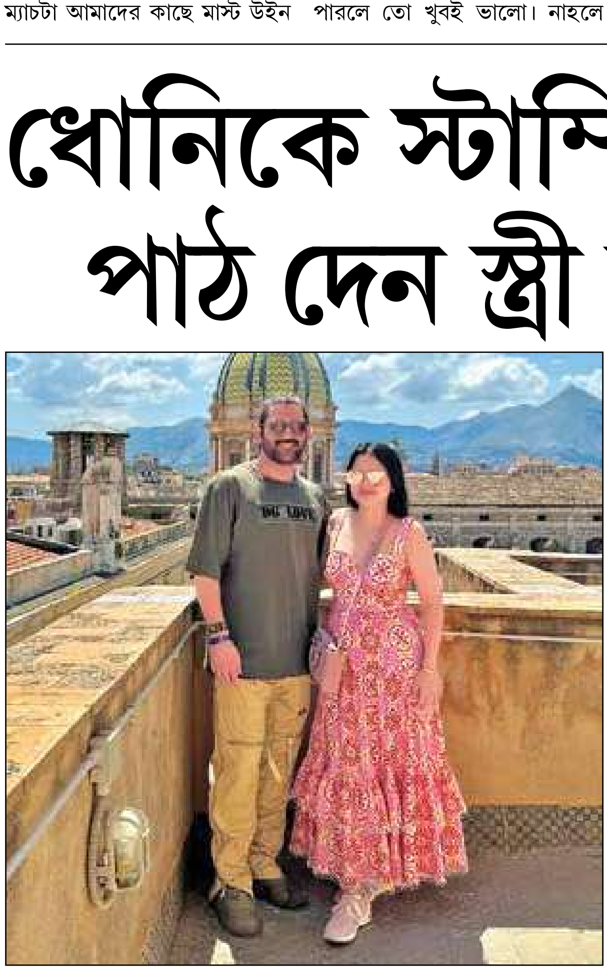

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : তড়িৎ গতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেওয়া সিদ্ধান্ত বহু ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। সেই তাঁকে বাড়িতে টিভিতে খেলা দেখতে বসে স্ত্রী সাক্ষীর থেকে শুনতে হয়েছিল, 'তুমি স্টাম্পিংয়ের নিয়ম জানো না।' খোদ ধোনি একটি অনুষ্ঠানে ফাঁস করেছেন যা। বলেছেন, 'একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।' এরপর মাহি স্ত্রীর ভুল ভাঙাতে বলেছিলেন, 'নো বলে স্টাম্পিং হয় না, ওয়াইড বলে হয়।' যা বলার পরই স্ত্রীর বিস্ময়কর উক্তি চমকে দিয়েছিল ধোনিকে।

আগামী বছরের আইপিএলে খেলার জল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। সেইমতো চেন্নাই সুপার কিংসও আইপিএলের আসন্ন নিলামের আগে ধোনিকে 'আনক্যাপড' প্লেয়ার হিসেবে রিটেইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এর মাঝেই গতবারের আইপিএলে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে নামার কারণ প্রকাশ্যে আনলেন মাহি।

ফিনিশার ধোনিকে বরাবার দেখে এসেছে ক্রিকেটবিশ্ব। কিন্তু গত বছরের আইপিএলে শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজাদের পর ব্যাট হাতে নেমেছেন ধোনি। যা ভক্তদের অবাক করেছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সিএসকে-র স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু আটে নামার কারণ প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের 'মহেন্দ্রবাবু' বলেছেন, 'আমি খুব সহজ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। যদি দলের বাকিরা নিজেদের ভূমিকা যথাযথ পালন করে, তাহলে কেন আমি উপরে ব্যাটিং করব?

একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।

মহেন্দ্র সিং ধোনি

গতবারের আইপিএলের কথাই যদি ধরেন, তাহলে চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপ ছিল। আইপিএলের পরই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা হত। তাই চেয়েছিলাম, সিএসকে-র ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের (জাদেজা, দুবে) স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের ব্যাটিং অর্ডারে এগিয়ে দিতে। আমি দেশের জার্সিতে অবসর নিয়েছি। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে নেমেই আমি খুশি। দলও আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। আমার জায়গায় অন্য কেউ ফিনিশারের দায়িত্ব পালন করলে কোনও সমস্যা নেই।'

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে শেষ হ্যাগ জমানা

লন্ডন, ২৮ অক্টোবর : কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল। অবশেষে তা সত্যি হল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল এরিক টেন হ্যাগকে। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই ঘোষণা করা হয়। চলতি মরশুমটা একদমই ভালো যাচ্ছিল না রেড ডেভিলসের। রবিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের কাছে ২-১ গোলে হারার পর টেন হ্যাগের চাকরি যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আপাতত লিগে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে রয়েছেন ব্রুনা ফার্নান্ডেজরা। ইউরোপা লিগেও ৩৬টি দলের মধ্যে তাদের স্থান ২৩তম। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন পরবর্তী জমানায় ষষ্ঠ কোচ হিসেবে ছাঁটাই হলেন হ্যাগ।

এরিক টেন হ্যাগ

আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেব প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা রুড ভ্যান নিস্তেলরুইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ডাচ তারকা গত মরশুমে হ্যাগের সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব দ্রুত নতুন কোচ নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী কোচ হিসেবে একাধিক বড় নাম উঠে এসেছে। এই তালিকায় জাভি হার্নান্ডেজ, জিনেদিন জিদান, গ্রাহাম পটার, সিমোনে ইনজাঘির নাম রয়েছে।

ছেলে অগস্ত্যর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম হার্দিক পান্ডিয়ার।

তিন ফরম্যাটে চোখ হর্ষিতের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নজর কাড়েন। তারপর থেকে একাধিকবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও অভিষেক হয়নি হর্ষিত রানার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির রিজার্ভ স্কোয়াডেও রয়েছেন দিল্লির এই পেসার। হর্ষিত জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাওয়া তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। একই সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় হর্ষিত নিজেকে তৈরি রাখতে চান তিন ফরম্যাটের জন্যই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হর্ষিত বলেছেন, 'টিম ম্যানেজমেন্ট আমার ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রাখছে। তবে আমি টি২০, ওডিআই, টেস্ট তিন ফরম্যাটের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে চাই।' পাশাপাশি জাতীয় শিবিরে থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাও ভাগ করে নেন। বলেছেন, 'রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নেটে বল করা ম্যাচের থেকে কোনও অংশে কম নয়।' তিনি পরামর্শ পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের থেকেও।

মহমেডানে মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : পরপর তিন ম্যাচে হার। যার জেরে ফুটবলারদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে পদক্ষেপ নিতে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্সের পর হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে রীতিমত নাস্তানাবুদ হয়ে ৪ গোলে হার আন্দ্রেই চেরনিশভ বাহিনীর। এরপর রাশিয়ান কোচকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এমনকি ম্যাচের পর তাঁর দলের মনোবিদ প্রয়োজন কি না তা নিয়ে কোচকেও প্রশ্ন করা হলে চেরনিশভ মেনে নেন, কোথায় একটা খামতি আছে দলের। সেখান থেকে ফুটবলারদের বার করা প্রয়োজন। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন কর্তারা। কোচকে রেখে দিয়ে একজন মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচ নিয়োগ করা যে দরকার, একথা বলেন তাঁরাই। এদিন এই বিষয়ে কোচ ও ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা রাহুল টোডি ও অন্যান্যরা। সেখানেই ঠিক হয় ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে হাতে বেশ কয়েকটা দিন সময় আছে। তার আগেই ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে একজন মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচকে জুড়ে দেওয়া হবে দলের সঙ্গে। শ্রাচি গ্রুপের সঙ্গে যে চুক্তি আছে সেই অনুযায়ী তারাই এই মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচকে নিয়ে আসবে। তারা আবার চুক্তিবদ্ধ বেঙ্গালুরুর 'ইয়েস' নামের একটি সংস্থার সঙ্গে। সেখান থেকেই আসবেন মনকে চাঙ্গা করার এই কোচ। এই সংস্থাতেই রি-হ্যাব করছেন মহমেডানের চোট পাওয়া বিদেশি ডিফেন্ডার মহম্মদ কাদিরি।

ধনতেরস উৎসব
১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ থেকে
কালীপুজোর দিন পর্যন্ত
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
হিরের মূল্যে ₹১০০০## ছাড়!
২,৫০,০০০ টাকার সোনা বা হিরের গয়না কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সোনার নাকছাবি
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
হিরের গয়নায় ৫০%# পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
লাকি ড্র তে জিতুন আকর্ষণীয় পুরস্কার!
সোনার নাকছাবি, স্মার্ট টিভি, এয়ার ফ্রায়ার, ট্রলি ব্যাগ, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ও আরও অনেক কিছু!
লাকি ড্র হবে: ২৯ ও ৩০ অক্টোবর, ২০২৪
বিভিন্ন ওজনের সোনা ও রুপোর কয়েন পাওয়া যাচ্ছে
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account. Validity: 24 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply.
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/1024

৬ মাসেই ইস্তফা কার্স্টেনের

অস্ট্রেলিয়ায় অজিদের হারাব, হুংকার রিজওয়ানের

লাহোর, ২৮ অক্টোবর : পাকিস্তানের সাদা বলের কোচের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন গ্যারি কার্স্টেন। তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব সামলাবেন টেস্ট দলের কোচ জেসন গিলেসপি। কার্স্টেনের ইস্তফা গ্রহণ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক্সে (টুইটার) লিখেছে, 'কার্স্টেন ইস্তফা দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় আগামী মাসে সাদা বলের ক্রিকেটে কোচিং করাবেন গিলেসপি।'

গ্যারি কার্স্টেন

ভারতকে ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপ জেতানো কার্স্টেন চলতি বছরের এপ্রিলে পাক দলের কোচ হয়েছিলেন। চুক্তি ছিল দুই বছরের। কিন্তু ছয় মাস না গড়াতেই ইস্তফা দিতে হল কার্স্টেনকে। এর কারণ হিসেবে উঠে আসছে পাক বোর্ডের নতুন নির্বাচন কমিটির কথা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের আগে গিলেসপি বলেছিলেন, 'আমার দায়িত্ব এখন শুধুমাত্র ম্যাচ বিশ্লেষকের, যেটার জন্য আমি সই করিনি।' দল নির্বাচনেও তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। সূত্রের খবর, গিলেসপি মেনে নিলেও কার্স্টেন এই পরিস্থিতি মানতে চাননি। তাই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হল, কার্স্টেন যে একদিনের ক্রিকেটে বিশেষজ্ঞ সেই ওডিআই-তে পাক দলকে একটিও সিরিজে কোচিং না করিয়েই তাঁকে বিদায় নিতে হল।

এদিকে, অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই 'অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো'র হুংকার দিলেন পাকিস্তানের মহম্মদ রিজওয়ান। তিনি আরও বলেছেন, 'অতীতের ফল দেখলেই বোঝা যায় অস্ট্রেলিয়ায় আমরা সুবিধা করতে পারিনি। তবে আমাদের দলের ওপর সমর্থকরা ভরসা করতে পারেন।'

মহমেডানকে আর্থিক জরিমানা

সিদ্ধান্ত বদল আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : গভর্নিং বডির সভায় সিদ্ধান্ত বদল আইএফএ-র। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম লঙ্ঘন করায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত কোনও পয়েন্ট পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের তরফে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আইএফএর তরফে সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'মহমেডানের ভুল অনিচ্ছাকৃত। ইস্টবেঙ্গলকে পয়েন্ট দেওয়া হলে অকারণে ডায়মন্ড হারবারকে ভুগতে হত। লিগের গুরুত্বও হারাতো।' এক্ষেত্রে নতুন আইন তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। সিদ্ধান্ত বদলের ফলে ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ড হারবার ম্যাচটাই খেতাব নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ালো।

ডায়মন্ড হারবার এফসির তরফেও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান হয়েছে। এদিকে ভাইফোঁটার লিগ শেষ করতে চাইছে আইএফএ-র। তবে কিবু ভিকুনার দলের ১৪ জন ফুটবলার বাংলা সহ সন্তোষ ট্রফির অন্যান্য দলে রয়েছেন। তারপর সিকিম গোল্ড কাপে খেলতে যাবে তারা। তারপর যাতে ম্যাচটা দেওয়া হয় আইএফএর কাছে সেই আবেদন জানাতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার।

এদিকে আইএফএর তরফে এদিন আরও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে সূচি ঘোষণার পর কোনও ক্লাব ম্যাচের দিন পরিবর্তনের জন্য আপিল করতে পারবে না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেতৃত্বে সালিমা

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : মহিলাদের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিডফিল্ডার সালিমা টেটে। স্ট্রাইকার নভনীত কাউরকে দলের সহঅধিনায়ক করা হয়েছে। বিহারের রাজগির হকি স্টেডিয়ামে ১১ নভেম্বর থেকে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে।

ফ্যান ক্লাবের তরফে জেসন কামিংসের হাতে কালী মূর্তি তুলে দেওয়া হল।

অনুশীলনে আশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : তখন সবে অনুশীলন শেষ হয়েছে। মাঠের মাঝে হাসিমুখে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা। বোঝাই যাচ্ছে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন আশিক কুরুনিয়ান। তবে মূল দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করেননি তিনি। সাইডলাইনেই রইলেন। প্রকাশ্য কিছু না বললেও আশিক ও সাহাল আব্দুল সামাদের ওপর কিন্তু বেশ বিরক্ত মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। সোমবার অবশ্য আপুইয়া রালতে ও আশিস রাই চোট সারিয়ে পুরোদমে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন।

এদিকে, প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে চান দীপক টাংরি। বাগান মিডফিল্ডের অন্যতম স্তম্ভের কথায়, 'আমরা কঠোর অনুশীলন করে ধীরে ধীরে উন্নতি করেছি। আস্তে আস্তে দলটা সেট হয়েছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।' আপুইয়া না অনিরুদ্ধ থাপা, কার সঙ্গে তাঁর ভালো বোঝাপড়া? উত্তরে দীপক বলেছেন, 'দুইজনেই ভালো ফুটবলার। কোচ যার সঙ্গে খেলতে বলবে, তার সঙ্গেই খেলব।' এদিন মোহনবাগানের দুই ফ্যান ক্লাব রক্তে আমার মোহনবাগান ও মেরিনার্স অনসাইডের সদস্যরা দীপাবলির উপহার হিসেবে মা কালীর ছবি তুলে দেন ফুটবলারদের হাতে।

পুরনো সোনার গয়নার উপর 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য | প্রতিটি কেনাকাটায় আকর্ষণীয় উপহার
১ লাখ টাকা ও তার ওপর কেনাকাটায় ফ্রি সোনার কয়েন
24 ক্যারাট সোনার কয়েন এখন সবচেয়ে কম দামে
SILIGURI:
Dwarika Signature Tower, Sevoke Road,
Opposite - Makhan Bhog, Ph: 62923 38776
5% EXTRA CASHBACK* SBI card
*Min. Txn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,000 per card account;
Validity: 25 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply
New collections available at www.mpjjewellers.com
Contact for Franchise: 98304 33794 | info@mpjjewellers.com
GARIAHAT: (033) 4001 4856/58 BEHALA: (033) 2396 7777/6666 GARIA: (033) 2430 2107/7695 V.I.P. ROAD: (033) 2500 6263/64/65 NAGERBAZAR: (033) 2519 1233 AMTALA: (033) 2480 9911 UTTARPARA: (033) 2663 3300 SERAMPORE: (033) 2652 2228/2229 CHANDANNAGAR: (033) 2683 0066 ARAMBAGH: (03211) 257 111 MIDNAPORE: (03222) 291 009 TAMLUK: 94774 97169 / 90388 36826 KANTHI: 74788 94929 BURDWAN: (0342) 255 0234 DURGAPUR: (0343) 254 3268 RAMPURHAT: (03461) 255044 BERHAMPORE: (03482) 274 222 MALDA: (03512) 220 424 COOCHBEHAR: (03582) 223 014 PURULIA: (03252) 222 122 SILIGURI: (0353) 291 0042 GUWAHATI (G.S. Road): 9395586707 / 8486991968 GUWAHATI (Adabari): (0361) 267 6666 GUWAHATI (Lalganesh): (0361) 247 0909 DIBRUGARH: (0373) 232 1740 SIVASAGAR: 6292338761 TEZPUR: (03712) 222 444 JORHAT: (0376) 230 1122 NAGAON: (03672) 232 046 DHUBRI: 70861 58359 BONGAIGAON: (03664) 225 111 BARPETA ROAD: 8638430095 SILCHAR: (03842) 231 063 SHILLONG: (0364) 250 5116 AGARTALA: 98634 12126

To enjoy the video, please Scan QR Code.
ACTIVA OVER 3.25 CRORE* HAPPY CUSTOMERS
For more information give a missed call on 7230032200
IDFC FIRST Bank Bank**/Credit Card# | HDFC BANK Credit Card# | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans** | SHRIRAM Finance** | L&T Finance**
For dealer details scan the QR Code
BOOK ONLINE NOW! www.honda2wheelersindia.com
CLICK BOOK RELAX
#Cashback Offer available on all Honda two-wheeler models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards and IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of Rs. 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #Cashback offer valid until 30th November 2024. #The scheme is available in select outlets only. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment. *Source: Cumulative Sales figure of Brand Activa from June 2001 to June 2024 as per HMSI internal data. CBR [Click, Book, Relax] facility available at selected dealerships only.
Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in
Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com